চালু হল
‘দুরন্ত বার্তা’
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

৩ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 110 Wednesday, 20 March, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ১১০ সংখ্যা ❋ ৬ চৈত্র, ১৪৩০, বুধবার, ২০ মার্চ, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের ক্ষেত্রে এবার সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে ভোট চাইল তৃণমূল কংগ্রেস। এক্স হ্যান্ডেলে এই মর্মে একটি পোস্ট করেন ডেরেক। ...বিস্তারিত পাতা ৩

মঙ্গলবার পূর্বস্থলী ২ ব্লকের পূর্বস্থলী পঞ্চায়েতের অন্তর্গত নীলমণি ব্রহ্মচারী ইনস্টিটিউশনে বিজ্ঞান প্রদর্শনী মেলা অনুষ্ঠিত হল। ...বিস্তারিত পাতা ৫

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গোটা রাজ্যের একাধিক স্পর্শকাতর জায়গাগুলিতে শুরু হয়ে গেছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুট মার্চ। ...বিস্তারিত পাতা ৭

বোর্ডের কেন্দ্রীয় চুক্তিতে যোগ হল আরও দুটো নাম- সরফরাজ খান ও ধ্রুব জুরেল। যদিও ফেরানো হল না শ্রেয়স আইয়ার, ঈশান কিষাণকে! ...বিস্তারিত পাতা ৮

চোট সারেনি পুরোপুরি, মাথায় ব্যান্ডেজ নিয়েই নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ মার্চঃ বাড়িতে পড়ে গিয়ে মাথায় গুরুতর চোট পেয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এখনও পুরোপুরি সুস্থ হননি তিনি। তবে সোমবার গার্ডেনরিচের বিপর্যয়ের ঘটনার পর মাথায় ব্যান্ডেজ নিয়েই এলাকা পরিদর্শনে গেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার নবান্নেও গেলেন তিনি। গত বৃহস্পতিবার মাথায় গুরুতর চোট পেয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কপালে ৩টি ও নাকে ১টি সেলাই পড়ে। এসএসকেএম হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ মুখ্যমন্ত্রীকে হাসপাতালেই থাকতে পরামর্শ দিয়েছিল। কিন্তু তিনি বাড়ি ফিরে যান। তাঁকে সম্পূর্ণ বিশ্রামে থাকতে হবে বলে জানিয়েছিল হাসপাতাল। তবে সোমবার গার্ডেনরিচের ঘটনার পর মাথায় ব্যান্ডেজ নিয়েই ঘটনাস্থলে গেছিলেন তিনি। পরবর্তী সময়ে আহতদের সঙ্গে দেখা করতে হাসপাতালেও যান। মঙ্গলবার নবান্নে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যে ছবি প্রথম পোস্ট করা হয়েছিল তাতে দেখা গেছিল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কপালের ঠিক মাঝখানে ক্ষত তৈরি হয়েছে। নাকের উপরেও ক্ষতের দাগ রয়েছে। এসএসকেএম হাসপাতালের অধিকর্তা জানিয়েছিলেন, বাড়ির মধ্যেই কোথাও পড়ে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। পিছন থেকে ধাক্কা লেগে এই ঘটনা ঘটে। তবে তাঁর এই মন্তব্য ঘিরেই বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল। পরে অবশ্য তিনি দাবি করেছিলেন, তাঁর মন্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তিনি বলতে চেয়েছিলেন, মুখ্যমন্ত্রীর অনুভূতি হয়েছিল যে পিছন থেকে কেউ ধাক্কা মেরেছে। এই ঘটনার পরই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনের

নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা হয়। পাশাপাশি লালবাজারের বিশেষ তদন্তকারী দল এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। মুখ্যমন্ত্রীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে যে খবর আপাতত সূত্র মারফ মিলছে তাতে জানা গেছে, প্রাথমিক ধাক্কা অনেকটাই কাটিয়ে উঠেছেন তিনি। এখন আগের থেকে বেশি স্থিতিশীল। সব ঠিক থাকলে চলতি সপ্তাহেই সেলাই কাটা হতে পারে তাঁর। অন্যদিকে আজ যে তিনি এভাবে নবান্নে পৌঁছে যাবেন সেটা অনেকেই জানতেন না। রাস্তায় যখন জনগণ মুখ্যমন্ত্রীকে দেখলেন তখন অনেকের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়ে যায়। মাথায় ব্যান্ডেজ নিয়ে নবান্নে যাচ্ছেন দেখে বাংলার মানুষজনের বক্তব্য, একেই বলে কাজের তাগিদ। মাথায় চোট নিয়েও কাজ করতে চলেছেন। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এক্স হ্যান্ডেলে চোট পাওয়ার ছবি প্রথম দেওয়া হয়েছিল। রক্তাক্ত সেই ছবি দেখে আঁতকে উঠেছিল বাংলা। আবার আজ দেখলেন বাংলার মানুষজন, মাথায় আঘাত, ব্যথা। যন্ত্রণা নিয়েও মানুষের কাজ করতে বেরিয়ে পড়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি শারীরিক ব্যথা। তাঁর ইচ্ছাশক্তির কাছে তাও পরাজিত হল। এদিকে নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। জোর কদমে প্রচারে নেমে গিয়েছে শাসক-বিরোধী নেতৃত্ব। কিন্তু এখনও পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নির্বাচনী প্রচারে দেখা যায়নি। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরাই বলছেন, গত ১২-১৪ বছরের বঙ্গ রাজনীতির ইতিহাসে এরকম নিদর্শন দেখা যায়নি যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচনী প্রচারে নেই। সূত্রের খবর, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক প্রচারসূচি এখনও পর্যন্ত তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে প্রকাশ করা হয়নি। পাশাপাশি প্রকাশিত হয়নি ‘স্টার ক্যাম্পেনার’দের তালিকাও। তবে তৃণমূলের সর্ব ভারতীয় সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনৈতিক কর্মসূচি করছেন। বসিরহাট, যার মধ্যে সন্দেশখালি এলাকা পড়েন, সেখানে বুধবার সভা করতে চলেছে অভিষেক। কিন্তু কেন পাওয়া যাচ্ছে না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচার তালিকা? এক, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শারীরিক অসুস্থতা, দুই আরও একটি বিষয় মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। কারণ দীর্ঘমেয়াদি নির্বাচনের একেবারে শেষ লগ্নেই প্রচারে ঝড় তোলার স্ট্র্যাটেজি নিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচার কর্মসূচি ও স্টার ক্যাম্পেনারদের তালিকাও পরে প্রকাশ করতে পারে তৃণমূল। ইতিমধ্যেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারি পরিষেবামূলক কর্মসূচিগুলি শুরু হয়েছিল। কিন্তু মাঝেই শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন মমতা।

সিএএ-তে স্থগিতাদেশ দিল না সুপ্রিম কোর্ট, কেন্দ্রকে নোটিস শীর্ষ আদালতের

নয়াদিল্লি, ১৯ মার্চঃ নাগরিকত্ব সংশোধন আইন কার্যকর হওয়ার পর আইনের বিরোধিতা করে মামলা হয় সুপ্রিম কোর্টে। আপাতত ওই আইনে কোনও স্থগিতাদেশ দেয়নি শীর্ষ আদালত। তবে, নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে নোটিস ইস্যু করেছে সুপ্রিম কোর্ট। আগামী ৮ এপ্রিল পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রকে। অন্যদিকে, আবেদনকারীদের ২ এপ্রিলের মধ্যে ৫ পাতার সংক্ষিপ্ত হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চে ছিল সেই মামলার শুনানি। আগামী ৯ এপ্রিল পরবর্তী শুনানি হবে বলে জানানো হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে কাউকে নাগরিকত্ব দেওয়া হলে যে কোনও আবেদনকারী আদালতের নজরে আনতে পারেন বিষয়টি। এমনই নির্দেশ দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি। প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই

চন্দ্রচূড়, বিচারপতি জে বি পর্দিওয়ালা ও বিচারপতি মনোজ মিশ্রের বেঞ্চে ছিল শুনানি। মোট ২৩৭টি আবেদন জমা পড়ে সুপ্রিম কোর্টে। এর মধ্যে ২০টি ক্ষেত্রেই সিএএ-র ওপর স্থগিতাদেশ দেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে। অসম সংক্রান্ত মামলা আলাদাভাবে শোনা হবে বলে এদিন জানান প্রধান বিচারপতি। ২৩৭টি আবেদনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার হলফনামা জমা দেবে। তার জন্য চার সপ্তাহ সময় চেয়েছিলেন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা। কিন্তু, আইনজীবী কপিল সিব্বল বলেন, ‘‘চার সপ্তাহের মধ্যে যদি কাউকে নাগরিকত্ব দেওয়া হয়ে যায়, তাহলে তা ফেরানো কঠিন হবে।’’ এরপরই প্রধান বিচারপতি নির্দেশ দেন, আগামী ৯ এপ্রিল পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হচ্ছে, তার মধ্যেই হলফনামা দিতে হবে কেন্দ্রকে। সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা এদিন আদালতে আরও উল্লেখ করেন, সিএএ কার্যকর করে কারও নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া হবে না, যাঁরা শরণার্থী, তাঁদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। সংসদে আইন পাশ হওয়ার পর চার বছর পর গত ১১ মার্চ দেশ জুড়ে নতুন আইন কার্যকর করার বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই আইন অনুযায়ী, ২০১৪ সালে আগে ভারতে শরণার্থী হিসেবে এসেছেন এমন মানুষদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। তবে, নাগরিকত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে শর্ত হল, মুসলিম ছাড়া অন্যান্য ধর্ম যেমন- হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ ধর্মের মানুষ হতে হবে। ভারতের প্রতিবেশী তিন দেশ- বাংলাদেশ, পাকিস্তান আফগানিস্তান থেকে আসা শরণার্থীদের জন্যই এই আইন প্রযোজ্য।

মঞ্চে ৬ শক্তি আম্মাকে স্বাগত জানালেন প্রধানমন্ত্রী মোদি

তামিলনাড়ু, ১৯ মার্চঃ জনসভায় ৬ শক্তি আম্মাদের অভ্যর্থনা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তামিলনাড়ুর সালেমে মঙ্গলবার জনসভায় যোগ দিয়েছিলেন মোদি। সেখানেই তাঁর মঞ্চে উপস্থিত হন ১১ জন শক্তি আম্মা। একদিকে যখন কংগ্রেস তথা রাহুল গান্ধি যখন আক্রমণ করতে গিয়ে ‘শক্তি’ শব্দের ব্যবহার করেছেন, তখন বিজেপির এই উদ্যোগ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। এদিনের সভা থেকে বিরোধী জোট তথা ইন্ডিয়া জোটের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানান মোদি। বিরোধীদের উদ্দেশ্য ভাল নয় বলেই মন্তব্য করেন তিনি। মোদি আরও বলেন, ‘‘কংগ্রেস বারবার হিন্দুত্বকে আক্রমণ করে। অন্য কোনও ধর্মকে নিশানা করে না কখনও।’’ তিনি আরও বলেন, ‘হিন্দু ধর্মের বিশ্বাস নিয়ে বারবার আক্রমণ করেছে কংগ্রেস। বারবার বিশ্বাসের বিরুদ্ধে মন্তব্য করেছে।’’

‘বেআইনি নির্মাণ নিয়ে হুঁশ নেই রাজ্যের’, গার্ডেনরিচ-মামলা শুনবেন প্রধান বিচারপতি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ মার্চঃ গার্ডেনরিচের বহুতলের একাংশ ভেঙে পড়ার পর থেকেই শুরু নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন। মেয়র তথা ওই এলাকার বিধায়ক ফিরহাদ হাকিম কার্যত মেনে নিয়েছেন যে ভেঙে পড়া বহুতলের অনুমোদন ছিল না। পুরসভার তথ্যও বলছে, ওই এলাকায় বহু বেআইনি নির্মাণ রয়েছে। পুরকর্মীদের বললেও কোনও কাজ হয় না বলে অভিযোগ উঠেছে। এবার এই ইস্যুতেই মামলা হল কলকাতা হাইকোর্টে। রবিবার মধ্যরাতে গার্ডেনরিচে ঝুপড়ির ওপর ভেঙে পড়ে বহুতলের একটি অংশ। এখনও পর্যন্ত ৯ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। আজ, মঙ্গলবার হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছেন বিজেপি নেতা রাকেশ সিং। মামলায় আর্জি জানানো হয়েছে, কলকাতা বন্দর এলাকায় বেআইনি বাড়ি কটা, তা নিয়ে রিপোর্ট তলব করা হোক। বেআইনি নির্মাণ নিয়ে মুখ খোলার জন্যই তাঁকে ভুয়ো মামলায় ফাঁসানো হয়েছে। ভেঙে দেওয়া হয়েছে তাঁর ১৫ হাজার স্কোয়ারফুটের একটি শেড। গার্ডেনরিচের ঘটনা নিয়ে সিবিআই তদন্তের আর্জিও জানিয়েছেন বিজেপি নেতা। প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এদিন। রাকেশ সিংহের দাবি, ওই এলাকায় একাধিক বেআইনি নির্মাণ রয়েছে। কিন্তু রাজ্য সে ব্যাপারে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। মামলা দায়ের করার অনুমতি চেয়ে আবেদন জানানো হয় এদিন। মামলা দায়েরের অনুমতি দিলেন প্রধান বিচারপতি। বৃহস্পতিবার এই মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে। উল্লেখ্য, বেআইনি নির্মাণের কথা মেনে নিলেও বাম আমলের দিকে আঙুল তুলেছেন ফিরহাদ হাকিম। তিনি এই পরিস্থিতির জন্য ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন। অনেক কাউন্সিলর যে ঠিক মতো কাজ করছেন না, সে কথাও বলেছেন খোদ ফিরহাদ। তিনি দাবি করেছেন, অনেক কাউন্সিলর পাঁচিলে রঙ করতে গেলেও টাকা নিচ্ছেন।

বাংলার ৬টি লোকসভা কেন্দ্রকে ‘ফিনান্সিয়াল সেনসিটিভ’ ঘোষণা নির্বাচন কমিশনের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ মার্চঃ লোকসভা নির্বাচনে আয় ব্যয় কী হচ্ছে, সেবিষয়ে বিশেষ নজর কমিশনের। রাজ্যের ৪২টির মধ্যে ৬টি কেন্দ্রকে ‘ফিনান্সিয়াল সেনসিটিভ’ অর্থাৎ, আর্থিকভাবে স্পর্শকাতর হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। দার্জিলিং, মালদহ (উত্তর), মালদহ (দক্ষিণ), আসানসোল, বনগাঁ এবং কলকাতা উত্তর- এই কেন্দ্রগুলির উপর এনফোর্সমেন্ট এজেন্সিগুলোর বাড়তি নজর থাকবে বলে কমিশন সূত্রে খবর। মূলত আগের নির্বাচনের বিভিন্ন তথ্য, ওই কেন্দ্রগুলিতে টাকা উদ্ধার, মদ বাজেয়াপ্ত-হওয়া ইত্যাদির কারণে ওই কেন্দ্রগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। লোকসভা ভোটের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে বৈঠক করেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক। জেলাশাসক ও রিটার্নিং অফিসারের সঙ্গে বৈঠক হয়। বৈঠকে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, আদর্শ আচরণ বিধি কার্যকরসহ নানা বিষয়ে আলোচনা হয়। প্রসঙ্গত, মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক রাজীব কুমার আগেই বলে দিয়েছিলেন, ভোট নজরদারিতে এবার ইডি-সহ একাধিক কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে নিয়ে পোর্টাল তৈরি করা হবে। নির্বাচনে কোনওভাবেই অর্থশক্তিকে বরদাস্ত করা হবে না বলে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে দিয়েছেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক। রাজ্যে যতগুলো হেলিপ্যাড, বিমানবন্দর রয়েছে, সেখানে কড়া নজরদারি থাকবে কমিশনের তরফ থেকে। কমিশনের নির্দেশ, জেলাশাসক যখন কোনও হেলিকপ্টার কিংবা বিমানকে অবতরণের সবুজ সঙ্কেত দেবেন, তখন খবর ইনকাম ট্যাক্স ও এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলকেও দিতে হবে।

২৪ ঘণ্টা কাটার আগেই আবারও সরিয়ে দেওয়া হল রাজ্যের ডিজিপি-কে!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ মার্চঃ ২৪ ঘণ্টাও কাটেনি। ফের রাজ্যের ডিজিপি বদল। বিবেক সহায়কে সরিয়ে নতুন ডিজিপি হলেন সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়। রাজ্যের ডিজিপি রাজীব কুমারকে সোমবারই সরিয়ে দেন নির্বাচন কমিশন। নির্বাচনের সমস্ত কাজ থেকে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়। তাঁর বদলে নতুন ডিজিপি করা হয় বিবেক সহায়কে। কিন্তু মাঝের কয়েক ঘণ্টার ব্যবধান। এবার তাঁকেও সরিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন। তাঁর বদলে নতুন ডিজিপি করা হল ১৯৮৯ সালের আইপিএস সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়কে। কিন্তু কেন এই সিদ্ধান্ত? ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই কেন বদলে দেওয়া হল ডিজিপি-কে? সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, বিবেক সহায়কে তাঁর ‘সিনিয়রিটির’ ভিত্তিতেই রাজ্য পুলিশের ডিজি করেছিল নির্বাচন কমিশন। কিন্তু মে মাসেই তিনি পদ থেকে অবসর নিচ্ছেন। কিন্তু সাত দফা নির্বাচনের শেষ দফা ভোট রয়েছে ১ জুন। সেক্ষেত্রে বিবেক সহায় তার আগেই অবসর নিয়ে নেবেন। কমিশনের এক্ষেত্রে যুক্তি হচ্ছে, ভোট শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একজন ডিজিপি-র দায়িত্বেই থাকবে। যদি না তাঁর বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের কোনও অভিযোগ ওঠে। রাজীব কুমারের বদলে যে তিনটি নাম প্যানেলে ছিল, তার দ্বিতীয়তেই ছিলেন সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়। সে কারণেই বিবেক সহায়ের বদলে সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়কে বেছে নেওয়া হয়। মঙ্গলবার বিকাল ৫টার মধ্যে তাঁকে দায়িত্ব হস্তান্তরের কথা বলা হয়েছে নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে।

পাঁচিল তুললে, রং করলেও অনেক কাউন্সিলর টাকা চান, স্বীকার করলেন ফিরহাদ হাকিম

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ মার্চঃ গার্ডেররিচে নির্মিয়মান বাড়ি ধসে মৃত্যুমিছিলে লাগাতার সমালোচনার মুখে পড়েছে কলকাতা পুরসভা ও মেয়র ফিরহাদ হাকিম। ওই ঘটনায় মঙ্গলবার দুপুর পর্যন্ত ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। বাড়িটি যে সম্পূর্ণ বেআইনি তা স্বীকার করে নিয়েছেন মেয়র ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরই মধ্যে কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম স্বীকার করলেন, পাঁচিল তুললে, এমনকী বাড়ি রং করলেও টাকা নেন কাউন্সিলরদের একাংশ। এক বেসরকারি টিভি চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ফিরহাদ বলেন, ‘‘কিছু কাউন্সিলর পাঁচিল তুলতে, রং করতেও টাকা নেয়। আবার বেশিরভাগ কাউন্সিলর আছে যারা এসবের মধ্যে থাকে না।’’ গার্ডেনরিচের ঘটনার জন্য ক্ষমা চেয়ে ফিরহাদ বলেন, ‘‘এই ঘটনার জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। আমাকে কাজ করতে গেলে অনেকের ওপর নির্ভর করত হয়। তবে সবাই সব সময় ঠিক মতো কাজ করে না।’’ বিরোধীদের দাবি, গার্ডেনরিচসহ গোটা কলকাতায় মোটা টাকার বিনিময়ে জলাভূমি ভরাট করে একের পর এক বেআইনি নির্মাণ হয়েছে। তৃণমূলের, নেতা, মন্ত্রী, কাউন্সিলর, বিধায়কদের মোটা টাকা দিয়ে প্রশাসনিক পদক্ষেপ এড়িয়েছেন প্রোমোটাররা। এর সূত্রপাত শোভন চট্টোপাধ্যায়ের জমানায় দক্ষিণ কলকাতায় জলাভূমির একাংশ ভরাট করে বিলাসবহুল আবাসনের একের পর এক টাওয়ার তৈরির মাধ্যমে। অনেক সময় তৃণমূল নেতা, মন্ত্রীরাই বেনামে প্রোমোটারিতে যুক্ত হয়ে পড়েছেন। যার ফলে টাকা দিয়ে ফ্ল্যাটের নামে মৃত্যু কিনছে মানুষ। রবিবার রাত ১১টা ৪৯ মিনিটে গার্ডেনরিচে একটি নির্মিয়মান বেআইনি বহুতল হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। অভিযোগ, পুকুর ভরাট করে তৈরি হচ্ছিল বহুতলটি। ঘটনায় এখনও ধ্বংসস্তূপের নীচে ২ জন চাপা পড়ে রয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে।

চোর আর শিক্ষক তো একসঙ্গে তর্ক করতে পারে না, অভিষেককে জবাব সুকান্তর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ মার্চঃ ‘কেন্দ্রীয় বঞ্চনা’র হিসাব নিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিতর্ক আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি তথা বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার। মঙ্গলবার অভিষেককে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, ‘‘চোর আর শিক্ষক কখনও একসঙ্গে বিতর্কে বসতে পারে না।’’ সোমবার সুকান্তর লোকসভা কেন্দ্র বালুরঘাটে জনসভা করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে সুকান্তবাবুকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে তিনি বলেন, ‘‘আমি সুকান্তবাবুকে বলব, আপনার লোকসভা কেন্দ্রে এসে আরেকবার চ্যালেঞ্জটা ছুড়ে দিয়ে গেলাম। আপনি জায়গা ঠিক করুন, সময় ও সঞ্চালক ঠিক করুন, একদিকে আপনি থাকবেন, একদিকে আমি থাকব। এই তিন বছরে আবাস যোজনায় ১০ পয়সার শ্বেতপত্র আর ১০০ দিনের কাজে ১০ পয়সার হিসাব বিজেপি যদি দিতে পারে আমি রাজনীতির আঙিনায় পা রাখব না।’’ অভিষেকের চ্যালেঞ্জ নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখে মঙ্গলবার সুকান্ত বলেন, ‘‘বসা তো যায়ই। কিন্তু আমাদের সংস্কৃতিতে বলে, শ্রাস্তার্ধ বা যুক্তির লড়াই সব সময় সমকক্ষ লোকেদের মধ্যে হওয়া উচিত। চোর আর শিক্ষক তো একসঙ্গে এক ফ্রেমে তর্ক করতে পারে না। তাহলে তো শিক্ষকদের মান সম্মান নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে।’’ তথ্য বলছে, ২০২৩ সালের ৬ ডিসেম্বর তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ জহর সরকার অধিবেশনে একটি প্রশ্ন করেন, কেন পশ্চিমবঙ্গের ১০০ দিনের কাজের টাকা বন্ধ করা হয়েছে? কত টাকা পশ্চিমবঙ্গের পাওনা রয়েছে? সেই প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী সংসদে জানান, ‘‘২০০২ সালের ৯ মার্চ থেকে পশ্চিমবঙ্গে টাকা পাঠানো বন্ধ রয়েছে।’’ যদিও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, ২০২১ সালের মে মাসে তৃণমূল পশ্চিমবঙ্গে তৃতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর থেকে এক পয়সাও পাঠায়নি কেন্দ্র।

এটা একধরণের খুন, গার্ডেনরিচে বহুতল ভেঙে পড়ায় ফিরহাদ হাকিমের গ্রেফতারি চাইলেন অধীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ মার্চঃ গার্ডেনরিচে নির্মিয়মান বহুতল ভেঙে পড়ার ঘটনায় কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের গ্রেফতারি দাবি করলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা লোকসভায় কংগ্রেসের পরিষদীয় দলের নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরী। মঙ্গলবার এক সাংবাদিক বৈঠকে গার্ডেনরিচের মৃত্যুমিছিলের জন্য ফিরহাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন তিনি। অধীর বলেন, ‘‘ক্রাইম করেছে, ক্রাইম! এই যে মানুষগুলোর মৃত্যু হয়েছে তার জন্য যদি কেউ দায়ী থাকে তার নাম মেয়র ফিরহাদ হাকিম। এটা এক ধরণের খুন। তাদের বিরুদ্ধে কেন ব্যবস্থা নেওয়া হবে না? যাদের দায়িত্বে কলকাতা শহর, তাদের পাড়াতেই আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বহুতল উঠছে। ভদ্রতা, নৈতিকতা জানলে তার

এখনই পদত্যাগ করা উচিত। আর বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর উচিত ছিল ঘাড় ধরে মেয়রের পদের থেকে নামিয়ে গ্রেফতার করে জেলে ভরা।’’ এই ঘটনায় তৃণমূলের দুর্নীতিকে দায়ী করে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, ‘‘গার্ডেনরিচ হচ্ছে বেআইনি নির্মাণের ঘাঁটি। ওখানে প্রায় প্রতিটি বিল্ডিংই বেআইনি। সাধারণ মানুষের দোষ নেই, তারা টাকা দিয়ে কিনেছে। কাউন্সিলরকে স্কোয়ার ফিটে টাকা দিয়েছে তারা। সেই জন্যই তো কাউন্সিলররা ৩ কোটি টাকা দামের গাড়ি কেনার সাহস পায়। সরকার সব জানে। মালের ভাগ পায়। তাই চুপ করে বসে আছে।’’ স্থানীয়দের দাবি, এলাকায় একাধিক বেআইনি নির্মাণ রয়েছে। কোনও নির্মাণ পুরোটাই বেআইনি। কোনওটায় আবার ওপরের কয়েকটি তল বেআইনি। নির্মাণ বেআইনি হলেও সেখানকার বাসিন্দাদের থেকে কর নেয় পুরসভা। তাহলে সেই ফ্ল্যাটের মালিক কী করে বুঝবে যে ফ্ল্যাট বেআইনি? প্রতিবাদ করতে গেলে যখন তখন গুলি করে দেওয়া হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন স্থানীয়রা।

‘ভাই ৬ ঘণ্টা জিন্দা ছিল, কাউকে ছাড়ব না’, ইট নিয়ে মারতে ছুটলেন তরুণ

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

‘‘আমার ভাই ছ’ঘণ্টা জিন্দা (বেঁচে) ছিল, ওরা ধ্বংসস্তূপ সরাচ্ছিল না, কাউকে ছাড়ব না আমি, কাউকে না’’- ব্যারিকেডের বেড়া পেরিয়ে এসে আচমকা চিৎকার করে বলতে শুরু করলেন তিরিশের কোঠায় থাকা এক ব্যক্তি। যাঁর ভাইয়ের নাকি আজ সকালে ধ্বংসস্তূপের তলা থেকে বের করা হয়েছে। সারি-সারি বাড়ির মধ্যে যে অল্পবিস্তর ফাঁকা জায়গা আছে, সেখানে কথাগুলো মিলিয়ে যাওয়ার আগেই ব্যারিকেডের ওপাশ থেকে আচমকা কালো জামা পরিহিত এক তরুণ হাতে আধলা ইট নিয়ে বেরিয়ে এসে দুর্ঘটনাস্থলের দিকে দৌড়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। মুখ বলতে থাকেন যে ইট নিয়ে এমনি যাচ্ছেন দুর্ঘটনাস্থলে। যদিও আশপাশে যে স্থানীয় বাসিন্দারা ছিলেন, কিছু একটা সন্দেহ করে তাঁকে দ্রুত জাপটে ধরেন। আর তাঁদের সন্দেহ যে ঠিক ছিল, সেটা কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই কার্যত স্পষ্ট হয়ে যায়। স্বজন হারানোর যন্ত্রণাটা চূড়ান্ত রাগে পরিণত হয়েছিল। সেই রাগ সামলাতে না পেরে সম্ভবত কাউকে একটা মারতে উদ্যত হয়ে পড়েছিলেন। চার-পাঁচজন কোনওক্রমে তাঁকে সামলে ভিতরে পাঠিয়ে দেন। মঙ্গলবার সকাল-দুপুরে গার্ডেনরিচের আজহার মোল্লা বাগান এলাকার ছবিটা ঠিক এরকমই ছিল। সবটা

প্রকাশ্যে আসছিল না। কিন্তু ক্ষোভের আগুনের আঁচটা পুরোপুরি চেপে রাখা যাচ্ছিল না কোনওভাবেই। ‘আগুন’ যাতে সংবাদমাধ্যমের কাছে ছড়িয়ে না পড়ে, তা নিশ্চিত করতে কোনও কসুর ছাড়ছিলেন না এলাকার ‘দাদা’রা। কেউ ‘ভালোবাসা’র ডাক দিয়ে বলছিলেন যে ‘‘আসুন না, ইন্টারভিউ করিয়ে দেব।’’ কেউ-কেউ আবার সরাসরি হুমকি দিলেন, ‘‘ফোন যেন বের করা না হয়। ফোন নিয়ে নেওয়া হবে। ফেরত পাওয়া যাবে না আর।’’ তাতে ছবি তোলার কিছুটা আটকানো গেলেও একটি বাড়ি থেকে যে আর্তির স্বর শোনা যাচ্ছিল, সেট দমানো যায়নি। বাড়ির ভিতরে ঢোকার তো ‘পারমিশন’ ছিল না। তবে নাম গোপন রাখার শর্তে দু’একজন দাবি করলেন যে ওখানে নাকি আহতদের পরিবারের সদস্যরা আছেন। কেউ-কেউ আবার দাবি করলেন যে ওখানে নাকি মৃতদের পরিবারের সদস্যরা আছেন। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে কান্না জড়ানো গলায় তাঁদেরও কিছু বলতে শোনা যায়। তবে ঠিক কী বলছিলেন, তা বোঝা যায়নি। আজহার মোল্লা বাগানের ছোট্ট গলির বিভাষিকীয় তা চাপা পড়ে গিয়েছিল। তবে রবিবার গভীর রাতে যা ঘটেছে, সেটির বীভৎসতা অবশ্য শুধুমাত্র আজহার মোল্লা বাগানের ছোট্ট গলিতেই আটকে নেই। যে রাস্তাটা দিয়ে ওই গলিতে ঢুকতে হয়, সেখানকার অধিকাংশ মানুষের চোখে-মুখেও আতঙ্ক লেগেছিল। এক যুবকের বাবা জানালেন, রবিবার রাত থেকেই চোখের সামনে বীভৎসতা দেখেছেন ছেলে। যতটা সাহায্য করা যায়, করেছেন। সামনে থেকে দেখেছেন মৃতদেহ। ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে যাওয়া মানুষদের বের করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ভয়াবহ দৃশ্য দেখেছেন। তার ফলে মানসিকভাবে একেবারে ভেঙে পড়েছেন। মঙ্গলবার কাজে যেতে পারেননি ছেলে। ওই ব্যক্তি যখন সেই কথাগুলি বলছিলেন, তখন যেন ঘাড়ের কাছে আরও কয়েকটা আতঙ্কিত মুখের নিঃশ্বাস পড়ছিল। চোখেমুখে একরাশ আতঙ্কের মধ্যেই তাঁদের মনে একটা প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে, অন্য কোনও বহুতলেরও এরকম পরিণতি হবে না তো?

সিএসপি সেন্টার খুলে টাকা আত্মসাৎ এর ফাঁদ এক যুবকের

তনয় কুমার মিশ্র,মালদাঃ সিএসপি সেঃটারের টাকা রেখে লক্ষাধিক টাকা আত্মসা হতে বসেছিল এক গৃহবধুর।কিন্তু আদালতের নির্দেশ ও মোথাবাড়ি পুলিশের সহযোগিতায. অবশেষে সেই টাকা ফিরে পেল এক প্রতারিত মহিলা। দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী এই ঘটনাটি ঘটেছে কালিযাচক ১ নম্বর ব্লকের বাঙ্গীটোলা অঞ্চলের কাশিমবাজার এলাকায।পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে আদালতে পাঠিয়েছে। কালিয়াচক ২ নম্বর ব্লকের গ্রাম পঞ্চায়েতের কাশিম বাজারে এসবিআই ব্যাংকের সিএসপি সেন্টার খুলে মজিবর রহমান নাম এক যুবক।২০১৮ সালে এই সিএসপি সেন্টারে আসে মাম্পি মন্ডল। সে সত্তর হাজার টাকা জমা দেয়। এবং আগামী পাঁচ ঝঝজ্ঞেথ সেই টাকা এক লাখ চার হাজার হবে বলে রিসিভও দেয .সিএসপি সেন্টার থেকে। পাঁচ বছর পরে মাম্পি ব্যাংকে গেলে দেখে তার নামে কোন টাকাই নেই অ্যাকাউন্টে। তারপরে মেয়েটি প্রথমে পুলিশের কাছে এবং পরে আদালতে যায়। আদালত পুলিশকে সেই টাকা রিকভারি করার নির্দেশ দিলে মোথাবাড়ি থানার পুলিশ অভিযুক্তঃ মজিবর রহমানকে গ্রেফতার করে। ওই মহিলার টাকা ফেরত দেওবার সিদ্ধান্ত নেয়। রবিবার দুপুরে সব টাকা ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করে। টাকা পেয়ে বেজাই খুশি প্রতারিত মাম্পি মন্ডল। মাম্পি বলেন এই ভাবে সব টাকা তব তব তব পাব ভাবতেই পারে নি। তার জন্য পুলিশকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ,মোথাবাড়ি থানার এই কেউই তার বিকাশ হালদারের নেতৃত্বে এই টাকার রিকভারি হয়। মোথাবাড়ি থানার ওসি কুনাল কান্তি দাস জানিয়েছেন, ওই সিএসপি সেন্টারের মালিক মজিবর রহমানের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ আছে । আমরা শেষ পি সেন্টারের মালিককে গ্রেফতার করে প্রতারিত মহিলার সমস্ত টাকা উদ্ধার করে দিয়েছি।

পবালুরঘাট আসনে ঘোষিত প্রার্থীর নাম

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ আশঙ্কাই সত্যি হল! আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে উত্তরবঙ্গ থেকেও লড়বে আদিবাসী কুড়মি সমাজ। সোমবার প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে কু।মি সমাজের তরফে। জঙ্গলমহলের চার জেলার পাশাপাশি বালুরঘাট (Balurghat) লোকসভা আসনেও লড়বেন কুড়মিরা। ওই কেন্দ্রে কু।মিদের প্রার্থী শিক্ষক বাবুলাল মাহাতো। মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী করা হয়েছে আদিবাসী কুড়মি সমাজের জেলা সভাপতি কমলেশ মাহাতোকে। আদিবাসী কু।মি সমাজের মূল মানতা (প্রধান নেতা) তথা পুরুলিয়া লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী অজিতপ্রসাদ মাহাতো বলেন, খুব শীঘ্রই আমরা বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী ঘোষণা করে দেব। এই বিষয়ে আমাদের সহযোগী সংগঠনগুলির সঙ্গে আলোচনা চলছে।সম্প্রতি পুরুলিয়া. (Purulia) শহরের উপকণ্ঠে ছড়রার মহাজড়ুয়াহী থেকে আদিবাসী কু।মি সমাজ ঘোষণা করেছিল, আসন্ন লোকসভা ভোটে তারা আলাদা লড়বে। প্রার্থী দেওয়া হবে রাজ্যের জঙ্গলমহলের চার আসনে। কিন্তু পরবর্তীতে তারা সিদ্ধান্ত নেয়, উত্তরবঙ্গের বালুরঘাট কেন্দ্রেও প্রার্থী দেবে। ওই কেন্দ্র-সহ জঙ্গলমহলের তিনটি আসন পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম ও মেদিনীপুরে প্রার্থী ঘোষণা ইতিমধ্যেই ঘোষণা করে দিয়েছে আদিবাসী কুড়মি সমাজ। বাঁকুড়া (Bankura) নিয়ে কিছু টানাপোড়েন চলছে বলে খবর।আদিবাসী কুড়মি সমাজ সূত্রে জানা গিয়েছে, বাঁকু।। আসনে সরাসরি কু।মি প্রার্থী না থাকলেও তাদের সহযোগী সংগঠনগুলি থেকে প্রার্থী করা হতে পারে। কারণ বাংলার এই ৫ আসনেই কু।মিদের সহযোগী সংগঠনগুলিও ওই কুড়মি প্রার্থীদেরকে সমর্থন করছে। পুরুলিয়া কেন্দ্র থেকে নিজে লড়ছেন সংগঠনের মূল মানতা অজিতপ্রসাদ মাহাতো। দীর্ঘ রাজনৈতিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এই ব্যক্তি ২০১৬ সাল থেকে কুড়মি জনজাতিকে ' তালিকাভুক্ত করার দাবিতে সরব হন। তাঁদের দাবি পূরণ করতে এবার লোকসভা ভোটে লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত আদিবাসী কুড়মি সমাজের।

ভেঙে পড়ল ভারতীয় নৌবাহিনীর বিমান

কোচি, ১৯ মার্চ ঃ দুর্ঘটনার কবলে ভারতীয় নৌসেনার বিমান। সোমবার প্রশিক্ষণ চলাকালীন কোচিতে ভেঙে পড়ে ভারতীয় নৌসেনার রিমোটলি পাইলটেড এয়ারক্রাফ্ট।জানা গেছে, সোমবার কোচির আইএনএস গারুডায় প্রশিক্ষণ চলছিল । রানওয়ে থেকে প্রায় এক মাইল দূরে ভেঙে পড়ে বিমানটি । তবে এই ঘটনায় কোনো হতাহত বা সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি ।ভারতীয় নৌসেনা এক বিবৃতিতে বলেছে, ঘটনার পর দ্রুত সেখানে

এসবিআই-কে সুপ্রিম তোপ, নির্বাচনী বন্ড সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য চাইল শীর্ষ আদালত

নয়াদিল্লি, ১৯ মার্চ ঃ নির্বাচনী বন্ডের তথ্যপ্রকাশ নিয়ে ফের সুপ্রিম কোর্ট ভর্সনা করল স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (এসবিআই)-কে। সোমবার এই সংক্রান্ত একটি মামলার শুনানিতে শীর্ষ আদালতের নির্দেশ, নির্বাচনী বন্ড নিয়ে যাবতীয় তথ্য প্রকাশ্যে আনতে হবে এসবিআই-কে। এর পাশাপাশি ফের নির্বাচনী বন্ডের ক্রমিক নম্বর প্রকাশ্যে আনার নির্দেশ স্টেট ব্যাঙ্ককে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে দেশের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন পাঁচ সদস্যের বেঞ্চ। সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, আদালত নির্বাচনী বন্ড সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য প্রকাশ করতে চায়, যা এসবিআই-এর দখলে রয়েছে।এসবিআই-এর পক্ষ থেকে আদালতে সওয়াল করেন আইনজীবী হরিশ সালভে, তিনি সুপ্রিম কোর্টকে জানান, যদি ইলেক্টোরাল বন্ডের নম্বর দিতে হয়, আমরা দেব। সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, এসবিআই-কে নির্বাচনী বন্ড নম্বরগুলি প্রকাশ করতে হবে এবং একটি হলফনামা দাখিল করতে হবে, যে এসবিআই কোনও তথ্য অসম্পূর্ণ রাখেনি। এসবিআই বলেছে, তাঁদের কাছে থাকা প্রতিটি তথ্য প্রদান করবে।সোমবার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ দিয়েছে, তারা যে কোনও তথ্য না লুকিয়ে সব কিছু প্রকাশ করেছে, এমনটা জানিয়ে বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টার মধ্যে শীর্ষ আদালতে হলফনামা জমা দিতে হবে স্টেট ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যানকে। এসবিআই নতুন তথ্য জমা দিলে ফের তা সরকারি ওয়েবসাইটে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে নির্বাচন কমিশনকে। সোমবার স্টেট ব্যাঙ্কের তরফে আদালতে সওয়াল করেন আইনজীবী হরিশ সালভে। তিনি জানান, নির্বাচনী বন্ডের নম্বর তুলে দেবেন তাঁরা।

নির্বাচনে বিপুল জয়ের পর মার্কিন গণতন্ত্রকে কটাক্ষ করলেন পুতিন

ভ্দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ নির্বাচনে বিপুল জয়ের পর রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বলেছেন, অনেক পশ্চিমা দেশের চেয়ে রাশিয়ার গণতন্ত্র বেশি স্বচ্ছ। রাশিয়ার নির্বাচন প্রসঙ্গে পুতিন বলেন, এটি স্বচ্ছ, একেবারেই বস্তুনিষ্ঠ। এই নির্বাচন যুক্তরাষ্ট্রের মেইল-ইন ভোটের মতো নয়, সেখানে ১০ ডলার দিয়ে একটি ভোট কেনা যায়। রাশিয়ায় ১৫ থেকে ১৭ মার্চ প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয়। নির্বাচনে পুতিন ৮৭ দশমিক ৮ শতাংশ ভোট পেয়েছেন। এক বুথফেরত জরিপে এই তথ্য উঠে এসেছে। এই জয়ের ফলে বর্তমান রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন আরও ছয় বছরের জন্য দেশটির ক্ষমতায় থাকছেন। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়, পুতিন ইতিমধ্যে রাজধানী মস্কোতে বিজয়ভাষণ দিয়েছেন।পুতিন তাঁর সমর্থকদের বলেন, ইউক্রেনে রাশিয়ার বিশেষ সামরিক অভিযান-সংশ্লিষ্ট বাকি কাজগুলোর সমাধানকে অগ্রাধিকার দেবেন তিনি। রাশিয়ার সামরিক বাহিনীকে তিনি শক্তিশালী করবেন।পুতিন বলেন, সামনে অনেক কাজ আছে। কিন্তু রুশরা যখন ঐক্যবদ্ধ হয়, তখন যে-ই ভয় দেখাতে চায়, দমন করতে চায় না কেন, ইতিহাস বলে, কেউ সফল হয়নি। তারা এখন সফল হয়নি। ভবিষ্যতেও সফল হবে না।ভ্রুশ প্রেসিডেন্ট সাংবাদিকদের সঙ্গেও কথা বলেছেন। পুতিন বলেন, তিনি রাশিয়ার এই নির্বাচনকে গণতান্ত্রিক বলে মনে করেন।মার্কিন টিভি নেটওয়ার্ক এনবিসি পুতিনের কাছে জানতে চেয়েছিল, তাঁর পুনর্নির্বাচিত হওয়া গণতান্ত্রিক কি না।জবাব দিতে গিয়ে পুতিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও বিচারব্যবস্থার কড়া সমালোচনা করেন।ভ্পুতিন বলেন, (যুক্তরাষ্ট্রে) যা ঘটছে, তাতে সারা বিশ্ব হাসছে। এটা কেবল একটি বিপর্যয়, গণতন্ত্র নয়। যুক্তরাষ্ট্রে একজন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীকে আক্রমণ করার জন্য প্রশাসন, বিচারব্যবস্থাসহ অন্যান্য বিষয়ের ব্যবহার করা কি গণতান্ত্রিক?পুতিনের এই মন্তব্য স্পষ্টতই মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টির সম্ভাব্য প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নিয়ে। তাঁর বিরুদ্ধে এখন চারটি ফৌজদারি মামলা আছে।

জল দুর্নীতির মামলাতেও ইডির তলব এড়িয়ে গেলেন কেজরীওয়াল, এই মামলায় অভিযোগটা কী

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ সোমবার এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটটের অফিসে যাচ্ছেন না দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। মুখ্যমন্ত্রীর দফতর এই ব্যাপারে মুখ না খুললেও আম আদমি পার্টি জানিয়ে দিয়েছে দলীয় সুপ্রিমো ইডির নোটিসে সাড়া দিচ্ছেন না। দলের বক্তব্য, মুখ্যমন্ত্রীকে দিল্লির আদালত জামিন দিয়েছে। তিনি এখন জামিনে মুক্ত।ভ্রবিবার ইডি দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে জোড়া সমন পাঠিয়েছিল। প্রথম সমনে বলা হয়েছিল, দিল্লির আবগারি নীতি মামলায় আগামী ২১ মার্চ হাজিরা দিতে হবে কেজরীওয়ালকে। আর দ্বিতীয় সমন ছিল দিল্লি জল বোর্ড মামলা সংক্রান্ত। অভিযোগ, দিল্লি জল বোর্ডে আর্থিক তছরুপ রয়েছে বলে অভিযোগ। সেই মামলাতেই নাম জড়িয়েছে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর। ফেব্রুয়ারি মাসেই এই মামলার তদন্তে ইডি দিল্লি জুড়ে একাধিক আপ নেতা এবং আমলার বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালায়। সেই তালিকায় ছিলেন কেজরীওয়ালের ব্যক্তিগত সহকারী, আপের এক জন রাজ্যসভার সাংসদ, দিল্লি জল বোর্ডের এক জন প্রাক্তন কর্তা-সহ আরও কয়েক জন।ভ্এই মামলায় কেজরীওয়ালকে ইডির সমন পাঠানো বিজেপির ' বলে আক্রমণ করেছে আপ। তাদের দাবি, লোকসভা ভোটের আগে ইডি এবং সিবিআইকে দিয়ে বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করছে বিজেপি। সাংবাদিক বৈঠক করে দিল্লির মন্ত্রী তথা আপ নেত্রী অতিশী বলেছিলেন, ' নীতির পর এ বার দিল্লি জল বোর্ড ইস্যুর মাধ্যমে ভোটের আগে কেজরীওয়ালকে নিশানা করছে নরেন্দ্র মোদী সরকার। আবগারি নীতি মামলায় দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে গ্রেফতার করা নিয়ে সংশয় দেখা দিতেই নতুন এক মামলায় তাঁর নাম জড়ানো হল। এটা বিজেপির ব্যাকআপ পরিকল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। বিজেপি চাইছে, যে ভাবে হোক ভোটের আগে কেজরীওয়ালকে জেলবন্দি করতে।''গতরবিবার দিল্লির আবগারি নীতি মামলাতেও ইডির সমন পেয়েছেন কেজরীওয়াল। সেই সমনে আগামী ২১ মার্চ তাঁকে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। এই নিয়ে আবগারি মামলায় নবম সমন পাঠিয়েছে ইডি। এর আগে এক বারও হাজিরা দেননি দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। শনিবার আদালতে এই সংক্রান্ত মামলায় তাঁকে ' দিয়েছে দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত। কোর্ট জানায়, এখনই কেজরীওয়ালকে গ্রেফতার করতে পারবে না ইডি। তার পরই দেখা যায়, নতুন মামলায় তলব করা হল দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে। সোমবার তাঁর হাজিরা এড়ানোর পর এই মামলায় ইডি এখন কী পদক্ষেপ করে, সেটাই দেখার।

পার্টি অফিসে কেউ রেখে যায় ১০ কোটির বন্ড, কমিশনকে জানিয়েছে নীতীশের দল

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ নির্বাচনী বন্ড বাবদ কোন দল কত টাকা পেয়েছে, রবিবার তা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। নিয়ম অনুযায়ী প্রতি বছর কমিশনকে সব দল তাদের আয়ের উৎস সক্রান্ত তথ্য দিয়ে থাকে। কমিশন সেই তথ্য থেকেই বন্ড বাবদ আয়ের হিসাব প্রকাশ করেছে। তবে ডিএমকে প্রথম দল যারা নিজেরাও বন্ড বাবদ প্রাপ্ত অর্থের হিসাব প্রকাশ করেছে। পরে তামিলনাড়ুর আর এক দল এআইএডিএমকে এবং কর্নাটকে জনতা দল সেকুলারও বন্ড থেকে আয়ের হিসাব অঙ্ক নিজেরাই প্রকাশ করে। ভ্কমিশনের দেওয়া হিসাব অনুযায়ী বন্ড বাতিল হওয়া পর্যন্ত এই খাতে বিজেপি ছয় হাজার, তৃণমূল ১৬০০ এবং কংগ্রেস ১৩০০ কোটি টাকা পেয়েছে। বাকি দলগুলি ছিঁটেফোটা অর্থ পেয়েছে। সেই তালিকায় আছে বিহারের শাসক দল জনতা দল ইউনাইটেডও। নীতীশ কুমার পার্টি পেয়েছে ২৪ কোটি টাকা। নির্বাচন কমিশনকে তারা জানিয়েছে, এরমধ্য ১০ কোটি টাকার বন্ড সরাসরি কোনও ব্যক্তি তাদের হাতে দেয়নি। ২০১৯এ-এর এপ্রিলে তাদের পাটনা অফিসে একটি সিল করা খাম উদ্ধার হয়। খুলে দেখা যায় তাতে ১০ কোটি টাকার ইলেক্টোলার বন্ড রয়েছে। প্রসঙ্গত, এই বন্ড দেখে বোঝার উপায় নেই সেগুলির ক্রেতা কে। স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার কলকাতার একটি শাখা থেকে কেনা বন্ডগুলি তারা ওই ব্যাঙ্কের পাটনা শাখায় জমা করে ভাঙিয়ে নেয়। ইলেক্টোরাল বন্ডে ক্রেতার নাম লেখা না থাকায় সেটি যখন যার কাছে থাকবে তিনিই তখন মালিক। যদিও রাজনৈতিক দল ছাড়া কারও পক্ষে ওই বন্ডের টাকা পাওয়া সম্ভব নয়।

বউবাজারের ' ক্ষত' সারছে,মেট্রো চলবে হাওড়া ময়দান টু সেক্টর ফাইভ!

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটেছে। হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্লানেড পর্যন্ত অংশে মেট্রো চলাচল শুরু হযেছে গঙ্গার নিচ দিয়ে। দীর্ঘ দিন ধরে হাওড়াবাসী অপেক্ষায় ছিলেন এই মেট্রোর। শিয়ালদহ থেকে সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত যাত্রী পরিষেবা শুরু হয়েছে আরও আগে। এবার সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া ময়দান অবধি মেট্রো কবে চালু হবে, তার জন্য অপেক্ষা চলছে। কিন্তু বউবাজারে টানেল বিপর্যয়ের জেরে এতদিন এসপ্ল্যানেড থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত রুট বন্ধ রাখা হয়েছিল। সেই জট ছাড়াতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করেছে রেল।বউবাজারে ক্ষতিগ্রস্ত টানেল মেরামতির কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। সব ঠিক থাকলে আগামী অক্টোবরের মধ্যে সেই কাজ শেষ হয়ে যাবে। নভেম্বর-ডিসেম্বর থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ-হাওড়া ময়দান মেট্রো পরিষেবা চালু হতে পারে। অর্থাৎ, বড়দিনের আগেই উত্তর ২৪ পরগনা-কলকাতা-হাওড়া সংযোগকারী মেট্রো করিডর চালু হয়ে যেতে পারে।ভ্মেট্রো সূত্রে খবর, জুলাইয়ের যে ' নির্ধারণ করা হয়েছিল, সেটা কিছুটা পিছিয়ে যাচ্ছে। নয়া পরিকল্পনা অনুযায়ী, অক্টোবরের মধ্যে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো করিডরের পুরো অংশে পরিষেবা শুরু করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। আপাতত সেই লক্ষ্যে কাজ চলছে। হাওড়া ময়দানগামী টানেলে বউবাজারের কাছে ব।স। সমস্যা দেখা দেয়।২০১৯ সালের আগস্টে টানেল বোরিং মেশিনের (টিবিএম) মাধ্যমে মাটি কাটার সময় ধস নামে। তখন টানেলের একটা বড় অংশ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তারপর জল ঢুকে মাটির নীচের কংক্রিটের পথ বন্ধ হয়ে যায়। এসপ্ল্যানেড থেকে শিয়ালদহ সংযোগকারী সেই টানেলকেই মেট্রো চলাচলের উপযুক্ত করে তুলতে ' ফিটিং'-এর কাজ চলছে। টানেলের ক্ষত সারাতে স্টিল প্লেট বসানো হচ্ছে। ২৮ মিটার অংশে স্টিলের প্লেট বসানোর কাজ হয়ে গিয়েছে বলে জানা গেছে। এখন আরও কিছুটা কাজ বাকি। সেই কাজ শেষ হলেই মেট্রো চলাচল শুরু হবে।

খড়গ্রামে দুয়ারে প্রচার জঙ্গিপুর লোকসভার প্রার্থী খলিলুর রহমান

এজাজ আহম্মেদ, খড়গ্রামঃ ব্রিগেডের জনগর্জন সভা থেকে প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণার পর থেকেই নির্বাচনী প্রচার শুরু করেছেন মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী খলিলুর রহমান। সোমবার সকাল থেকেই সকালে জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রচার সারলেন খলিলুর রহমান। ভ মুর্শিদাবাদ জেলার খরগ্রাম ব্লকে আসন্ন লোকসভা নির্বাচন সামনে রেখে বলিয়া অঞ্চলে প্রচার করলেন জঙ্গিপুরের তৃণমূল প্রার্থী খলিলুর রহমান । সোমবার প্রথমে খসড়া ক্ষুদিরামূর্তির পাদদেশে ফুল দিয়ে , তারপর দামালি পাড়া ফকির পাড়া, মন্ডল পুর, কেশবপুর , বিভিন্ন এলাকা পায়ে হেঁটে পোচার সারলেন , উপস্থিত ছিলেন খড়গ্রামের বিধায়ক আসিস মার্জিত, দুই ব্লক সভাপতি হুমায়ুন কবির ও শাশ্বত মুখার্জি, ও অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দ।। ভ উল্লেখ্য ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে প্রথমবার লড়াই করতে নেমে বিজেপি এবং কংগ্রেস প্রার্থীকে হারিয়ে. তৃণমূলের প্রতীকে জযী হন খলিলুর রহমান।এ বছরও নিজের জয়ের ধারা অব্যাহত রাখার বিষয়ে. আশাবাদী খলিলুর রহমান। গঙ্গা ভাঙন কিংবা এলাকার সমস্যা নিয়ে সাংসদে মানুষের কথা তুলে ধরা নিয়ে বিরোধীরা প্রশ্ন তুলেছেন। খড়গ্রামে প্রচার পর্ব শেষে খলিলুর

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৮৭ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ১৯ মার্চ ঃ আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রযেছে। বেন্ট ক্রুডের দাম প্রায.৮৭ ডলার এবং ডব্লিউটিআই ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি প্রয.৮৩ ডলার। । সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি শনিবার পেট্রোল এবং ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।ইন্ডিযান অযেলের ওযেবসাইট অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোলের দাম ৯৪.৭২ টাকা, ডিজেল ৮৭.৬২ টাকা, মুম্বাইতে পেট্রোল ১০৪.২১ টাকা, ডিজেল ৯২.১৫ টাকা, কলকাতায.১০৩.৯৪ টাকা, ডিজেল ৯০.৭৬ টাকা, চেন্নাইতে পেট্রোল ১০০.৭৫ টাকা ডিজেল ৯২.৩৪ টাকায় প্রতি লিটারে পাওয়া যাচ্ছে।আন্তর্জাতিক বাজারে, সপ্তাহের দ্বিতীয় দিনে প্রথম দিকে, ব্র্যান্ডেড ক্রুড ০.১৪ ডলার বা ০.১৬ শতাংশ হ্রাসের সাথে ব্যারেল প্রতি ৮৫.৫৪ ডলারে রয়েছে। একই সময়ে, ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) ক্রুড ব্যারেল প্রতি ০.১২ ডলার বা ০.১৬ শতাংশ কমে ৮২.৬০ ডলারে লেনদেন করছে।

তামিলিসাই সৌন্দরারাজনের পদত্যাগপত্র গ্রহণ রাষ্ট্রপতি মুর্মুর

নয়াদিল্লি, ১৯ মার্চ ঃ তেলেঙ্গানার রাজ্যপাল এবং পুদুচেরির লেফটেন্যান্ট গভর্নর ডঃ তামিলিসাই সৌন্দরারাজনের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। ১৮ মার্চ তিনি তেলেঙ্গানার রাজ্যপালের পদ থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। মঙ্গলবার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু তাঁর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছেন।ডঃ তামিলিসাই সৌন্দরারাজনের পদত্যাগের পর রাষ্ট্রপতি মুর্মু, ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপাল সিপি রাধাকৃষ্ণনকে তাঁর নিজের দাযিত্ব ছাড়াও তেলেঙ্গানার রাজ্যপাল এবং পুদুচেরির লেফটেন্যান্ট গভর্নর-এর দাযিত্ব পালনের জন্য নিযুক্ত করেছেন। যতদিন না পর্যন্ত ওই পদগুলিতে কেউ অধিষ্ঠিত হচ্ছেন ততদিন সিপি রাধাকৃষ্ণনই এই পদের দায়িত্ব সামলাবেন। মঙ্গলবার রাষ্ট্রপতি ভবন সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে।নিজের পদত্যাগপত্র প্রসঙ্গে এদিন তামিলিসাই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেছেন, আমি পদত্যাগ করেছি, আমি পরে আমার ভবিষ্যত পরিকল্পনার কথা জানাবো।

৪ মাসের নাতিকে ২৪০ কোটির উপহার নারায়ণ মূর্তির

বেঙ্গালুরু, ১৯ মার্চ ঃ বয়স মাত্র ৪ মাস। এই বয়সেই দাদুর কাছ থেকে ২৪০ কোটি টাকার উপহার পেল একাগ্র রোহন মূর্তি। ইনফোসিসের সহ-প্রতিষ্ঠাতা নারায়ণ মূর্তির নাতি একাগ্র রোহন মূর্তির বয়স এখন মাত্র চার মাস ।বিএসই-র তথ্য অনুযায়ী নারায়ণ মূর্তির নাতি একাগ্র রোহন মূর্তির কাছে এখন ইনফোসিসের ১৫ লক্ষ শেয়ার রয়েছে। যা মোট শেয়ারের ০.০৪ শতাংশ। এর ফলে ইনফোসিসে নারায়ণমূর্তির নিজের অংশ ০.৪০ শতাংশ থেকে কমে ০.৩৬ শতাংশ হয়েছে। জানা গেছে, অফ-মার্কেটে এই শেয়ার হস্তান্তর হয়েছে। উল্লেখ্য, নারায়ণ মূর্তির মোট সম্পত্তির আনুমানিক মূল্য ৩৬,৭০০ কোটি টাকা।প্রসঙ্গত, নারায়ণ মূর্তি ও তাঁর স্ত্রী সুধা মূর্তির ছেলে রোহন মূর্তি এবং পুত্রবধূ অপর্ণা কৃষ্ণানের একমাত্র সন্তান একাগ্র। এছাড়াও নারায়ণ মূর্তি ও সুধা মূর্তির দুই নাতনি রয়েছে। নারায়ণ মূর্তির মেয়ে অক্ষতা মূর্তি ও জামাই তথা ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনকের দুই কন্যা রয়েছে, কৃষ্ণা এবং অনুস্কা।

বিচারপতি মান্থার বেঞ্চে মুখ্যসচিব-স্বরাষ্ট্রসচিবের নামে রুল জারি,সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ দাড়িভিট নিয়ে ডিভিশন বেঞ্চে গেল রাজ্য সরকার। রাজ্যের মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব ও ডিআইজি সিআইডির বিরুদ্ধে রুল জারি করেছিল কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ। চারপতি রাজাশেখর মান্থার একক বেঞ্চ এই নির্দেশ দেয়। তাকে চ্যালেঞ্জ করেই মঙ্গলবার ডিভিশন বেঞ্চে যায় রাজ্য। মামলা দায়ের করার অনুমতি চায়। মামলা করার অনুমতি দিয়েছে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। রাজ্যের মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব ও এডিজি সিআইডির বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার দায়ে রুল ইস্যু করে হাইকোর্ট। দাড়িভিট কাণ্ডে এনআইএ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা। পাশাপাশি রাজ্যকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য। কিন্তু প্রায় এক বছর কেটে গেলেও সেই নির্দেশ পালন করা হয়নি। এবার বিচারপতি মান্থার নির্দেশের বিরুদ্ধেই ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হল রাজ্য সরকার। ২০১৮ সালের ২০ সেপ্টেম্বর উত্তর দিনাজপুরের দাড়িভিট স্কুলে শিক্ষক নিয়োগকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে ঘটনাস্থলে এসেছিল পুলিশ। অভিযোগ, সেই সময় পুলিশের গুলিতে স্কুলের দুই প্রাক্তন ছাত্র তাপস বর্মন ও রাজেশ সরকারের মৃত্যু হয়। যদিও পুলিশ গুলি চালানোর কথা অস্বীকার করে। এই ঘটনায় প্রথমে সিবিআই তদন্তের দাবি উঠেছিল। তবে হাইকোর্ট শেষমেষ এনআইএ তদন্তের নির্দেশ দেয়। দাড়িভিটের ঘটনায় সিআইডি তদন্ত চলাকালীন কলকাতা হাইকোর্ট তদন্তকারী অফিসারদের ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল। ওই ঘটনার তদন্ত শেষ করতে সিআইডির চার বছর কেন সময় লাগল, সেই প্রশ্ন তুলেছিল আদালত। একই সঙ্গে, সিআইডি-র দেওয়া রিপোর্ট নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করেছিল হাইকোর্ট। কারণ তাঁদের রিপোর্টে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ছিল না বলেই অভিযোগ ওঠে। ২০১৮ সালের সেই ঘটনার পর এখন কেটে গেছে ৬ বছর। এখন দেখার রাজ্যের আবেদনে ডিভিশন বেঞ্চ কী নির্দেশ দেয়।

বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত রাজধানী দিল্লি

নয়াদিল্লি, ১৯ মার্চ ঃ আবারও বায়ুদূষণ তালিকার শীর্ষস্থানে উঠে এল দিল্লি। বায়ুর মান পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (একিউআই)-এর সাম্প্রতিকতম রিপোর্টে উঠে এল এমনই তথ্য। রিপোর্ট অনুযায়ী, ১৩৪টি দেশের মধ্যে দ্বিতীয়তে রয়েছে পাকিস্তানের লাহোর এবং তৃতীয় স্থানাধিকারী বাংলাদেশের ঢাকা। পাশাপাশি নেপালের কাঠমান্ডু চতুর্থ, থাইল্যান্ডের চিয়াংমাই শহর পঞ্চম স্থান দখল করেছে।এবারে আবার উঠে এসেছে বিহারের বেগুসরাই শহরের নাম। ২০২২ সালে এই শহর দূষণের তালিকায় কোনও জায়গায় ছিল না, কিন্তু জানা গেছে, ২০২৩-এ ১১৮.৯ মাইক্রোগ্রাম দূষণকারী কণা রয়েছে পিএম ২.৫ ঘনত্ব প্রতি ঘনমিটারে।উল্লেখ্য, স্কোর শূন্য থেকে ৫০ এর মধ্যে থাকলে বায়ুর মান ভালো বলে বিবেচিত হয়। ৫১ থেকে ১০০ হলে মাঝারি বা সহনীয় ধরা হয় বায়ুর মান। সংবেদনশীল গোষ্ঠীর জন্য অস্বাস্থ্যকর হিসেবে বিবেচিত হয় ১০১ থেকে ১৫০ স্কোর। ১৫১ থেকে ২০০ পর্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হিসেবে বিবেচিত হয়। স্কোর ২০১ থেকে ৩০০ হলে খুবই অস্বাস্থ্যকর বলে বিবেচনা করা হয়। এছাড়া ৩০১-এর বেশি হলে তা দুর্যোগপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। ৩০১ থেকে ৪০০-এর মধ্যে থাকা একিউআই ' বলে বিবেচিত হয়।

'ওর কাছে নথি থাকলে ইডি-সিবিআইকে দিক' - হিরণকে স্পষ্ট চ্যালেঞ্জ দেবের

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ এবার ঘাটালের বিজেপি প্রার্থী হিরণ চট্টোপাধ্যাযকে কড়া চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন তৃণমূল সাংসদ দেব। এর আগে বহুবার হিরণ আক্রমণ করেছেন দেবকে। তবে বারবার হাসিমুখে বিষয়টা এড়িয়ে গিয়েছেন ঘাটালের বিদায়ী সাংসদ। অবশেষে মুখ খুললেন দেব ওরফে দীপক অধিকারী।চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে বললেন, ওঁর কাছে নথি থাকলে ইডি-সিবিআইকে দিন।ভ্লোকসভা ভোটের দামামা বেজে গিয়েছে। প্রচারে নেমে পড়েছেন সমস্ত দলের প্রার্থীরা। পিছিয়ে নেই তৃণমূলও (TMC)। সোমবার ঘাটালে প্রচারে বের হন তারকা প্রার্থী দেব। জনসংযোগের মাঝেই সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হন তিনি। সেখানেই ওঠে বিজেপি প্রার্থী হিরণ চট্টোপাধ্যায় প্রসঙ্গ। বহুবার হিরণ দাবি করেছেন, গরুপাচারে সঙ্গে জড়িত দেব। দুর্নীতির টাকায় নাকি সিনেমা বানিয়েছেন তিনি। তাঁর কাছে নথি আছে বলেও দাবি করেছেন হিরণ। এদিন ঘাটাল থেকে হিরণকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন দেব। বললেন, সবসময় তো শুনি ওঁর কাছে নথি আছে। আমি বলছি কোনও নথি থাকলে তা ইডি-সিবিআইয়ের হাতে তুলে দিন। তার পরই বিচার হবে। এখানেই শেষ নয়, দোষী হলে এতদিনে গ্রেপ্তার হয়ে যেতেন বলেই মন্তব্য করলেন দেব।ভ্যদিও সহকর্মীকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেও তাঁকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে নারাজ দেব। তাঁর কথায়, হিরণের কোনও দোষ নেই। আমার বিপক্ষে যিনি থাকতেন তিনিই এসব বলতেন। এটাই রাজনীতির নিয়ম। পাশাপাশি এদিন দেব স্পষ্ট করে দিয়েছেন, এর পর হিরণ যাই বলুন না কেন, তার উত্তর দেবেন না তিনি।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২০মার্চ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২০মার্চঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈত৪নাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ৫চৈত্র মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৬চৈত্র মাস মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ ৬চৈত্র মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্ণাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৩৯শতকরা। বৃষ্টি হয়নি মঙ্গলবার । জোয়ার-সকাল ৫টা ২১ মিনিট এবং রাত৭টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৫টা ২০মিনিট। রাত-৯টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৬ টা ১০মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৫ টা ৩০ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃনিজেকে আরো আশাবাদী হতে প্রেরণা জোগান। এটি প্রত্যয় এবং নমনীয়তা হবে **বৃষভ রাশিঃ**আজকের বিনোদনের মধ্যে খেলাধুলো সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ এবং বাইরের অনুষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত। **মিথুন রাশিঃ**আপনি দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। আপনি যদি বেড়াতে **কর্কট রাশিঃ**আপনি আপনার শারীরিক সক্ষমতা বজায.রাখতে কিছু ক্রীড়া কার্যকলাপ উপভোগ করতে পারেন। আপনার অফিসের সহকর্মী আজ আপনার মূল্যবান **সিংহরাশিঃ**কর্মব্যস্ত দিন হওয়া সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আপনি যদি বিদেশের কোনও জমিতে বিনিযোগে করে থাকেন **কন্যারাশিঃ**আপনার মধ্যে শক্তির প্রাচুর্যতা থাকবে- কিন্তু কাজের চাপ আপনার বিরক্তের কারণ হবে। বিশেষ জাত আছে এমন **তুলারাশিঃ**মেঝের উপর দিয়ে হাঁটার সময় গর্ভবতী মায়েদের বিশেষ যত্ন অবলম্বন করা উচিত। আর্থিক ক্ষেত্রে উন্নতি আপনার পক্ষে দীর্ঘস্থায়ী বকেয়া হয়েছে। **বৃশ্চিক রাশিঃ** আপনি আপনার শারীরিক মনোবল বজায় রাখার জন্য খেলাধুলায় আপনার সময় ব্যয় করুন। সংসারে শান্তি হবে **ধনু রাশিঃ** আর্থিক সীমাবদ্ধতা এড়াতে আপনার বাজেটে আটকে থাকুন। শুভদিন হতে পারে আজ **মকর রাশিঃ**আপনার স্বযত্নলালিত স্বপ্ন সত্যে পরিণত হবে। কিন্তু আপনার উত্তেজনা নিযন্ত্রণের **কুম্ভ রাশিঃ**বন্ধুরা সহায়ক হবে এবং আপনাকে খুশি রাখবে। এই রাশিচক্রের কিছু স্থানীয় নেত্রিকে আজ জমি সংক্রান্ত যে কোনও বিষয়ে অর্থ ব্যয় করতে হতে পারে। সন্তান হতে পারে আজ। **মীন রাশিঃ**স্বাস্থ্যের দিক থেকে এটি অত্যন্ত ভালো দিন। আপনার মনের উচ্ছল অবস্থা আপনাকে কাঙ্খিত বল এনে দেবে এবং প্রত্যয়ী করে তুলবে। আপনি আজ আপনার অর্থ সঙ্গীর খারাপ স্বাস্থ্যের জন্য ব্যয় করতে পারেন। তবে আপনাকে এটি নিয়ে চিন্তা

‘বাকযুদ্ধ’ দূরে ঠেলে উত্তর হাওড়ায় প্রসূনকে নিয়ে প্রচারে নামলেন গৌতম

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৯ মার্চ ঃ ‘বাকযুদ্ধ’ দূরে ঠেলে উত্তর হাওড়ায় প্রসূনকে নিয়ে প্রচারে নামলেন গৌতম। মঙ্গলবার সকালে উত্তর হাওড়ায় বাংলা অধিকার যাত্রার প্রচার শুরু করলো তৃণমূল কংগ্রেস। এদিন বিধায়ক গৌতম চৌধুরীর নেতৃত্বে ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের বিজয় মুখার্জী রোড দু’নম্বর বরো অফিসের সামনে থেকে প্রচার শুরু হয়। ভোলে বাবা মন্দিরে পুজো দিয়ে হাওড়া লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রচার শুরু করেন। হাওড়া এসি মার্কেট চত্বরে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে জনসংযোগও করেন প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রসূনবাবু বলেন, আমি হাওড়ার ভোটার। ২০১৩ সালে হাওড়ায় এসেছিলাম। তখন থেকে হাওড়ার বাসিন্দা। এখানেই আমি রাস্তায় ঘুরে বেড়াই, দপ্তরে যাই, খেলাধুলা করি। আমায় হাওড়ায় দেখা যায়না এটা ভুলভাল কথা। কেউ পাগল হয়ে গিয়েছে বলে এমন কথা বলছে। আমি এখন কলকাতায় প্রায় ঢুকি না। একমাত্র মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল খেলা হলে দেখতে যাই। আর বাকি সময় আমি সারাদিনই হাওড়ায় ঘুরে বেড়াই। উত্তর হাওড়ার মানুষ খুব ভাল। গৌতম চৌধুরী আসার পর এই জায়গা আগের থেকেও ভাল হয়েছে। ওনারা অনেক কিছুর সুযোগ পাননি। গৌতম নিজের পকেটে পয়সা থাকলে মানুষের জন্য কিছু করে। গৌতম চৌধুরী যেদিন থেকে এসেছে মানুষ খুশি হয়েছে। বিরোধী প্রার্থী রথীন চক্রবর্তী সম্পর্কে কিছু বলতে পারব না। তবে আমাদের যা টিম আমরা অনায়াসে জিতব। আমরা কাজ করছি সব সময়। এদিন মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রচার শুরু করেছি। গৌতম অন্যদের থেকে সেরা। গৌতম চৌধুরীর সঙ্গে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে সেই অভিযোগ উনিয়ে দিয়ে প্রসূন জানান এটা ভাই ভাইয়ের মধ্যে ব্যাপার। একটা বক্তব্যে অভিমান হয়েছিল। সেটা মিটে গিয়েছে। কোনও বিতর্ক হয় নি। আবার ওর পাশে এসে গিয়েছি। এটা বাড়ির ব্যাপার। এই নিয়ে বাড়াবাড়ি করার কোনও প্রয়োজন নেই। যখন লড়ব তখন সবাই এক হয়ে যাব। এগুলো ছোটখাট ব্যাপার। অন্যদিকে, এদিন বিজেপি প্রার্থী ডাঃ রথীন চক্রবর্তী বলেন, উত্তর হাওড়ায়

উনি (প্রসূন) একটা নিজের মনের কথা ব্যক্ত করেছেন। সেখানে সাংসদ স্বপ্ন দেখছেন কাকে কাউন্সিলার বানিয়ে দেবেন, কাকে বিধায়ক বানিয়ে দেবেন। এখন সেইসব নিয়ে ওনার বেশি চিন্তা। তাঁর ১৫ বছরের টার্মে হাওড়ার উন্নয়নের ব্যাপারে ২ থেকে ৩ বারের জন্য সংসদে কেউ শুনতে পেয়েছে কিনা বা সংবাদে উঠে এসেছে কিনা তা আমার জানা নেই। হাওড়ার উন্নয়নের ব্যাপারে সংসদে বলেছেন কিনা তাও মনে আসছে না। মানুষ এখন বুঝতে পেরে গিয়েছে। আসলে উনি পৌনে ৫ বছর ঘুমোন। মাত্র ৩ মাস ভোটের আগে জাগেন। এখন জেগেছেন। এখন কি করবেন সেই নিয়ে দিশেহারা হয়ে প।ছেন। নির্বাচকমন্ডলীর কাছে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার কিছু দেয়নি প্রভৃতি এই ধরনের উল্টোপাল্টা কথা বলছেন। হাওড়াকে সংযোগ করার জন্য কেন্দ্র মেট্রো দিল। উনি এটাও জানেন না যে হাওড়া স্টেশন থেকে কোল ডিপো হয়ে সাঁতরাগাছি পর্যন্ত মেট্রোর এক্সটেনসন করার জন্য ডিপিআর করা আছে। আমরা চাইব মেট্রো ধূলাগ।, বালিখাল পর্যন্ত সম্প্রসারিত হোক। রেলের ব্রিজগুলো প্রকল্প সম্পন্ন হোক। যে ছন্দে ভারতবর্ষ চলছে তাতে ছন্দদপতন হয়ে গিয়েছে প্রসূনবাবুর। ১৫ বছরে সাংসদ কোটার টাকা উনি কিভাবে খরচ করেছেন তার শ্বেতপত্র প্রকাশ করুক উনি। উনি দাবি করেছেন সব টাকা খরচ করেছেন। তাহলে সেই হিসাব প্রকাশ্যে আনতে হবে তাঁকে।

সুপ্রিম কোর্টের নজরদারিতে ভোট চাইলেন তৃণমূলের ডেরেক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ মার্চ ঃ অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের ক্ষেত্রে এবার সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে ভোট চাইল তৃণমূল কংগ্রেস। মঙ্গলবার সকালে এক্স হ্যান্ডেলে এই মর্মে একটি পোস্ট করেন তৃণমূল কংগ্রেসের জাতীয় মুখপাত্র তথা রাজ্যসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের দলনেতা ডেরেক ও’ব্রায়েন। সেখানেই তিনি বিষয়টি নিয়ে সরব হয়ে জানিয়েছেন, দেশের শীর্ষ আদালতের নজরদারিতে লোকসভা ভোট করানো হোক। তৃণমূল কংগ্রেসের জাতীয় মুখপাত্র লিখেছেন লিখেছেন, বিজেপির নোংরা কৌশল নির্বাচন কমিশনের মতো সাংবিধানিক সংস্থাকেও ধ্বংস করছে। বিজেপি কি দেশের সাধারণ নাগরিকের মুখোমুখি হতে এতই ভয় পাচ্ছে, যে তারা জাতীয় নির্বাচন কমিশনের মত একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে তাদের করায়ত্ত্ব করতে চাইছে! এর সঙ্গেই তিনি আরও লিখেছেন, বিরোধীদের টার্গেট করার জন্য তারা নির্বাচন কমিশনকেও তাদের পার্টি অফিসে পরিণত করতে চাইছে। তাঁর প্রশ্ন,

যেভাবে নির্বাচিত রাজ্য সরকারের আধিকারিকদের বদল করা হচ্ছে, তাতে বলতেই হয় বিজেপি কি নির্বাচন কমিশনকেও হিজ মাস্টার্স ভয়েসে রূপান্তরিত করতে চাইছে? এখানে থামেননি তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার দলনেতা। এদিন তিনি সরাসরি দাবি তুলেছেন, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য ২০২৪ সালের লোকসভা ভোট সুপ্রিম কোর্টের নজরদারিতে হোক সেটাই তারা চাইছে। উল্লেখ্য, নির্বাচন ঘোষণার পর একাধিক রাজ্যের মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে এ রাজ্যের ডিজিপি রাজীব কুমারকে সরিয়ে দিয়ে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

গার্ডেনরিচ এলাকায় হরেক সমস্যায় ব্যাহত হচ্ছে উদ্ধারকাজ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ মার্চ ঃ ঝুপড়ির উপর ভেঙে পড়েছিল নির্মীয়মাণ পাঁচতলা বহুতল। রবিবার মধ্যরাতে গার্ডেনরিচ এলাকায় এই দুর্ঘটনায় চাপা পড়েছিল বহু। এখনও পর্যন্ত এই দুর্ঘটনায় ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। মঙ্গলবার দুপুরেও উদ্ধারকার্য চলছে। কিন্তু হরেক সমস্যায় ব্যাহত হচ্ছে উদ্ধারকাজ। ধ্বংসস্তূপের নীচে এখনও একাধিক ব্যক্তি আটকে আছে বলে আশঙ্কা। কলকাতা পুলিশের বিপর্যয় মোকাবিলা বিভাগ, জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বিভাগ, দমকল ও সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা উদ্ধার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ধ্বংসস্তূপের নীচে কেউ আটকে থাকলে তাঁর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা প্রায় .ক্ষীণ বলেই জানাচ্ছে উদ্ধারকারীদের একাংশ। পরিস্থিতি এমন যে ধ্বংসস্তূপ কেটে তা আশপাশে ফেলার জায়গা পর্যন্ত নেই। পুলিশ সূত্রে খবর, এলাকাটি সরু গলি হওয়ায় সেখানে জেসিবি অথবা হাইড্রোলিক ক্রেন ঢোকানোর কোনও জায়গা নেই। জেসিবি মেশিন প্রবেশ করানো গেলে উদ্ধার কাজের সময় অনেকটাই কমত। আবার যে সব কংক্রিটের চাঙড় কাটা হচ্ছে, সেগুলি বাইরে বের করা বা আশপাশে রাখারও জায়গা নেই। ফলে ঘটনাস্থলে এদিক-ওদিক ফেলতে হচ্ছে। সেগুলো ফের সরিয়ে তার নীচে ঢুকতে হচ্ছে। এতে উদ্ধারকারীদেরও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে।

মঙ্গলবার দিনভর হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস কলকাতা ও দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ মার্চ ঃ সোমবারের মতোই সপ্তাহের দ্বিতীয় দিন মঙ্গলবারও আকাশের মুখভার থাকবে। আলিপুর আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, প্রায় .গোটা সপ্তাহজুড়েই বৃষ্টিপাত হবে। সঙ্গে জেলার কিছু কিছু জায়গায় ঝোড়ো হাওয়া বইবে। মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বৃষ্টি হবে বলে জানানো হয়েছে। বুধ ও বৃহস্পতিবার বৃষ্টি কিছুটা বাড়বে। ঝড়, বৃষ্টির কারণে দিনের তাপমাত্রা কম থাকলেও রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি থাকবে বলেই জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস।

প্রেসক্লাবের তরফ থেকে প্রয়াত সাংবাদিক ও চিত্র সাংবাদিকদের স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয় । সাংবাদিক ইন্দ্রনীল রায় চৌধুরী সাংবাদিক দেবযানী রায় সাংবাদিক প্রদীপ্ত শংকর সেন সাংবাদিক ভারতচন্দ্র নায়ক সাংবাদিক অনির্বাণ গুহ সাংবাদিক মানস কুমার চক্রবর্তী চিত্রসাংবাদিক সুধীর কুমার উপাধ্যায় ও প্রখ্যাত চিত্রসাংবাদিক তারাপদ বন্দোপাধ্যায় ও অন্যান্য প্রয়াত সাংবাদিকদের নিয়ে । প্রথমে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয় । তারপর একে একে তাদের চিত্রে পুস্প নিবেদন করেন ক্লাবের সভাপতি স্নেহাশীষ সুর ও সম্পাদক কিংশুকপ্রামানিক ও অন্যন্য বিশিষ্ট সাংবাদিকবৃন্দ। অনেক সাংবাদিক ও চিত্র সাংবাদিকরা তাদের কাজের এবং মানসিকতার ওপর স্মৃতিচারণ করেন । অনুষ্ঠানটি খুবই মর্মস্পর্শী ও বেদনাদায়ক হয়ে ওঠে । ছবি সুবল সাহা

পদাতিক এক্সপ্রেসে জন্ম হল শিশুর, মা এবং শিশু নিরাপদ এবং সুস্থ

কলকাতা, ১৯ মার্চ ঃ ঘটনার একটি অসাধারণ মোড়কে, ট্রেনটি মালদহের কাছে আসার সময় সাধারণ বগিতে ট্রেন নম্বর ১২৩৭৭ পদাতিক এক্সপ্রেসের উপরে একটি শিশুর জন্ম হয়েছিল। কোচবিহারের বাসিন্দা জনাব মুর্শিদ আলীর স্ত্রী মিসেস বাবলি বিবি চলন্ত ট্রেনের ভিড়ের মধ্যে একটি সুস্থ কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। অবিশ্বাস্য যাত্রা শুরু হয়েছিল যখন মিসেস বিবি ট্রেনে ভ্রমণ করার সময় অপ্রত্যাশিতভাবে প্রসব বেদনায় আক্রান্ত হন। দ্রুত-চিন্তাকারী যাত্রী এবং ট্রেনের কর্মীরা অবিলম্বে পদক্ষেপে নেমে আসে, কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করে এবং চিকিৎসা সহায়তা চায়। বিষয়টি জানতে পাওয়ার পর, মালদহের জেলা রেলওয়ে হাসপাতালের (ডিআরএইচ) একটি মেডিকেল দল অবিলম্বে সাড়া দেয়, অসাধারণ দক্ষতা এবং পেশাদারিত্ব প্রদর্শন করে। দক্ষ চিকিৎসা কর্মীদের নেতৃত্বে, দলটি দ্রুত মিসেস বিবির কাছে উপস্থিত হয়, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পরিসেবা ও সহায়তা প্রদান করে। প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও, মেডিকেল টিম সফলভাবে কর্ড ডিভিশন এবং প্ল্যাসেন্টাল ডেলিভারি সম্পন্ন করেছে, মা ও শিশু উভয়ের নিরাপত্তা ও সুস্থতা নিশ্চিত করেছে।

ডিআরএইচ, মালদার মেডিকেল টিমের দক্ষতা এবং নিষ্ঠার সাথে, মিসেস বিবি এবং তার নবজাতক কন্যা অগ্নিপরীক্ষা থেকে বেরিয়ে এসেছেন, উভয়ের স্বাস্থ্য ভালো রয়েছে বলে জানা গেছে। সফল প্রসবের পরে, মিসেস বিবি এবং তার মূল্যবান আনন্দের বিষয়টিকে আরও পর্যবেক্ষণ ও যত্নের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। সুবিধার চিকিৎসা পেশাদাররা তাদের অগ্রগতি নিরীক্ষণ চালিয়ে যাবেন এবং তাদের অব্যাহত পুনরুদ্ধার নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা প্রদান করবেন। শ্রী কৌশিক মিত্র প্রধান জনসংযোগ আধিকারিক, পূর্ব রেলওয়ে এই হৃদয়বিদারক ঘটনাটি মানবতার স্থিতিস্থাপকতা এবং সহানুভূতির প্রমাণ হিসাবে কাজ করে, প্রয়োজনের সময়ে পূর্ব রেলওয়ের মেডিকেল টিম দ্বারা অর্জিত অসাধারণ কৃতিত্বগুলি প্রদর্শন করে। সকলের সাহস এবং দ্রুত পদক্ষেপগুলি যাত্রী থেকে শুরু করে মেডিক্যাল টিমের সাথে জড়িতরা মানবিক চেতনা এবং সংহতির সর্বোত্তম উদাহরণ দেয়।

ডাকাতির ছক বানচাল করল পুলিশ, আগ্নেয়াস্ত্র ধারাল অস্ত্র সহ গ্রেপ্তার তিন

দুরন্ত বার্তা, ব্যারাকপুর, ১৯ মার্চ ঃ ডাকাতির উদ্দেশ্য ছক কষেছিল দুস্কৃতীরা। বানচাল করে আগ্নেয়াস্ত্র ধারালো অস্ত্র সহ দুস্কৃতীদের গ্রেফতার করল নিউ বারাকপুর থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে থানার পুলিশ সোমবার ভোরে নিউ বারাকপুর পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের পূর্ব কোদালিয়া এক ভাড়া বাড়ি থেকে আগ্নেয়াস্ত্র, দুটি গুলি, রামদা, হাসোয়া, কুড়ুল সহ এক দুস্কৃতীকে গ্রেফতার করে। পুলিশ তদন্তে নেমে এয়ারপোর্ট সহ পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে আরও দুজন দুস্কৃতীকে গ্রেপ্তার করে কর্তব্যরত পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে মঙ্গলবার দুস্কৃতীদের মেডিক্যাল করিয়ে ব্যারাকপুর আদালতে দুস্কৃতীদের হাজির করা হলে পাঁচ দিনের পুলিশ হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেয় আদালত। পুলিশ জানিয়েছে একটি বাড়িতে ভাড়া থাকত। অপরদের যাতায়াত ছিল। বিভিন্ন বাড়িতে গিয়ে বাগানে গাছ কাটা পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ করত। লক্ষ কোন বাড়িতে কোথায় কি আছে। পরিবারের লোকজন দের গতিবিধি।ভাড়া বাড়িতে থেকে বড় সড় ডাকাতির উদ্দেশ্য ছক কষেছিল। মজুদ ছিল আগ্নেয়াস্ত্র সহ ধারাল অস্ত্র। দুস্কৃতীদের আদি বাড়ি বসিরহাটে। দুস্কৃতীরা হলেন সফিকুল গাজি(৩৫),সঞ্জীব চক্রবর্তী(৩০)এবং প্রদীপ বিশ্বাস(২৮)। দুস্কৃতীদের বিরুদ্ধে চুরি ছিনতাই একাধিক অভিযোগ রয়েছে বলে জানান পুলিশ। নববারাকপুর থানার পুলিশের বিরাট সফলতায় খুশি এলাকাবাসী ।

গার্ডেনরিচে নওশাদ, জড়িত নেতাদের ধরার বার্তা, ক্ষুব্ধ তৃণমূল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ মার্চ ঃ গার্ডেনরিচে বাড়ি ভেঙে পড়ার ঘটনায় কলকাতা পুরসভা এবং প্রশাসনকেই দায় নিতে হবে বলে দাবি জানালেন নওশাদ সিদ্দিকি। মঙ্গলবার সকালে গার্ডেনরিচের দুর্ঘটনাস্থলে হাজির হন আইএসএফ নেতা। সেখানেই তিনি প্রশ্ন তোলেন শহরের বুকে জলাশয় বুজিয়ে বেআইনি নির্মাণ নিয়ে।

তাঁর যুক্তি, এই ধরনের বেআইনি কাজে শুধু একা প্রোমোটারকে দায়ী করে তাঁকে জবাই করলে চলবে না। আরও যাঁরা এই ধরনের বেআইনি নির্মাণের সঙ্গে নানা ভাবে যুক্ত থাকেন, তাঁদেরও গ্রেফতার করতে হবে। নওশাদের দাবি, ‘ যদি কোনও বড় নাম উঠে আসে, সেটা দেখলে চলবে না। যাঁরা যাঁরা দায়ী, প্রত্যেককে গ্রেফতার করতে হবে।’’মঙ্গলবারই গার্ডেনরিচে যান আইএসএফ নেতা নওশাদও। সকালে সেখানে পৌঁছে প্রশাসনের কাছে পাঁচ দফা দাবি জানান তিনি। দাবিগুলি হল- ১) সরকারের পক্ষ থেকে যে উদ্ধারকাজ চালানো হচ্ছে, তা আরও দ্রুত গতিতে হতে হবে। ২) পুকুর বুজিয়ে এবং জলাশয় বুজিয়ে কী ভাবে বেআইনি ভাবে বহুতল বানানো হল, তার দায়ভার কলকাতা পুরসভা এবং প্রশাসনকে নিতে হবে।

৩) জনরোষকে চাপা দিতে শুধু প্রোমোটারকে গ্রেফতার করিয়ে তাঁর উপর দোষ চাপিয়ে পিঠ বাঁচানো যাবে না। মানুষকে এ ভাবে ভুল বোঝানো যাবে না।

৪) যাঁরা এই অবৈধ কাজের সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের প্রত্যেককে গ্রেফতার করতে হবে। তাঁদের মধ্যে যদি বড় কোনও নাম বেরিয়ে আসে, তবে তাঁকেও গ্রেফতার করতে হবে। ৫) যাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, যাঁদের কোনও আত্মীয়-স্বজন মারা গিয়েছেন, তাদের অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। যাঁদের বাড়ি ভেঙেছে, যত দিন না তাঁদের বাড়ি তৈরি হচ্ছে, তাঁদের বাড়ি ভাড়া দিয়ে সরকারকে রাখতে হবে।

গার্ডেনরিচে দাঁড়িয়ে নওশাদ বলেন, ‘ এখানে রাজনীতি করতে আসিনি। মানুষের কথা ভাবা আগে দরকার। আমি সেটাই করতে এসেছি।’’ যার জবাবে তৃণমূল এবং কলকাতা পুরসভার বক্তব্য, ‘ আগে এক গুচ্ছ অবান্তর দাবি তুলে রাজনীতি করলে চলবে না। প্রশাসনের যা করণীয়, তার প্রাথমিক কাজ ইতিমধ্যেই করা হয়েছে।’’

গার্ডেনরিচ-কাণ্ডে পশ্চিমবঙ্গ দুর্নীতির গভীরতা খোঁজার আর্জি তথাগতের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ মার্চ ঃ গার্ডেনরিচ-কাণ্ডের বিশেষত্ব সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে গোটা দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। আর্জি জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গ দুর্নীতির গভীরতা সম্পর্কে আপনার নিজের সিদ্ধান্তে আঁকুন। মঙ্গলবার তিনি এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, বাকি ভারতের জন্য তথ্য। কলকাতার গার্ডেন রিচ এলাকায় নির্মাণাধীন একটি ভবন ধসে এ পর্যন্ত ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। সবাই একমত যে নির্মাণ অবৈধ ছিল। এলাকাটি দৃঢ়ভাবে মুসলিম এবং অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাদপদ। কলকাতার মেয়র, স্থানীয় কাউন্সিলর, প্রোমোটার সবাই মুসলিম, হতাহতদের মতোই। মেয়র ফিরহাদ হাকিম আগে আনন্দিত হয়েছিলেন এলাকাটি একটি ’মিনি-পাকিস্তান’ বলে। এখন তিনি বলেছেন যে তাঁর ওয়ার্ডে অবৈধ নির্মাণ হচ্ছে কিনা তা পরীক্ষা করা

স্থানীয় কাউন্সিলরের দায়িত্ব ছিল না। জানা গেছে কাউন্সিলর শামস ইকবাল একটি অ্যাস্টন-মার্টিন-এর মালিক এবং একটি বেন্টলির ডেলিভারি নেওয়ার কথা ছিল। এবার পশ্চিমবঙ্গ দুর্নীতির গভীরতা সম্পর্কে আপনার নিজের সিদ্ধান্তে আঁকুন। অপর একটি এক্স হ্যান্ডলে তথাগতবাবু লিখেছেন, কপালে অমন ভয়ানক ক্ষত, প্রাণসংশয়, তাই নিয়ে দিদিমা ছুটে গেলেন কোথায় ছাদ ভেঙে পড়ে গেছে তাই দেখতে ! কিন্তু ব্যাপারটা বুঝতে হবে ! স্থান হচ্ছে মেয়রের মিনি-পাকিস্তান কাল হচ্ছে ভোটের আগে আর পাত্র হচ্ছে দুধেল গাই!

পুরনো বাড়ির অংশ ভেঙে বৈদ্যবাটিতে আহত ২

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৯ মার্চ ঃ হুগলির বৈদ্যবাটিতে মঙ্গলবার হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে একটি পুরনো বাড়ির একাংশ। আহত বাড়ি ভাঙার কাজে যুক্ত দুই শ্রমিক। গার্ডেনরিচে বহুতল ভেঙে পড়ার আতঙ্কের মধ্যেই বৈদ্যবাটির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। সূত্রের খবর, বৈদ্যবাটি চৌমাথায় জিটি রোডের ওপর গত কয়েক দিন ধরেই একটি পুরোনো বাড়ি ভাঙার কাজ চলছিল। মঙ্গলবার দুপুরে সেই বাড়ি ভাঙার কাজ চলাকালীনই জিটি রোডের ওপর হুড়মুড়িয়ে. ভেঙে পড়ে বাড়িটির একাংশ। কর্মরত দুই শ্রমিক আহত হন। তাঁদের প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, একটুর জন্য বড়সড় দুর্ঘটনা এড়ানো গিয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে চলে আসে শ্রীরামপুর থানার পুলিশ। ঠিকাদার-সহ তিন জনকে আটক করা হয়েছে। বাড়িটি অনুমতি নিয়ে ভাঙ্গা হচ্ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

ঋণ চাই, ধার নেবেন- ফোনের জ্বালায় বিরক্ত খোদ বিচারপতি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ মার্চ ঃ ফোন তুললেই একটা কথা ‘লোন লাগবে? ক্রেডিট কার্ড লাগবে?’ কতটা বিরক্তি লাগে বলুন। একবার কল কেটে দিলে অন্য নম্বর থেকে আবার ফোন আসে? জানেন কি শুধু আপনি নন, খোদ বিচারপতিও বিরক্ত এই ফোন আসা নিয়ে। মঙ্গলবার ভরা এজলাসেই জানালেন সে কথা। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা আজ এজলাসে বসেই করলেন এহেন অভিযোগ। একটি মামলার শুনানির মধ্যে রাজ্যের কৌঁশলিকে বিচারপতি মান্থা বলেন, প্রতিদিন সকাল থেকে সাত-আটবার করে দু’টো ব্যাঙ্কের নামে ফোন করা হচ্ছে। এটা রীতিমতো হেনস্থার পর্যায় পৌঁছেছে। দয়া করে একটা কিছু করুন। যে সময় বিচারপতি এজলাসে এই মন্তব্য করছেন, তখন কোর্টরুমে ভর্তি আইনজীবী। অনেকেই সায় দিয়ে বললেন, তাঁরাও বিরক্ত। একই ধরনের ঘটনা তাঁদের সঙ্গেও ঘটছে। বিচারপতি মান্থা আরও বলেন, এইভাবে ব্যাঙ্কের লোন ও ক্রেডিট কার্ড বলে রোজ ফোন করছে। হেনস্থা হচ্ছি। এমনকী নম্বর ব্লক করলে অন্য কোনও নম্বর থেকে সেই একই ভাবে কল আসছে। আবার কোনও কোনও নম্বর আইডেন্টিফাই পর্যন্ত করা যাচ্ছে না। এইভাবে গত সপ্তাহ দুয়েক ধরে ফোনের জ্বালায় চরম নাজেহাল হচ্ছি। সাধারণত বিচারপতিদের কাছে সকলে নালিশ করতে আসেন। বিচারপতির নালিশে পুলিশ নড়েচড়ে বসে কি না সেটাই দেখার।

রাজগঞ্জে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৯ মার্চ ঃ জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ ব্লকের সন্ন্যাসিকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের পাগলাহাটের ডলিজোট এলাকায় মঙ্গলবার সকালে বাড়ির পাশে গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় এক যুবকের দেহ পাওয়া যায়। মৃত যুবকের নাম রিত রাই (২৩)। পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, রিত শিলিগুড়িতে একটি বেসরকারি সংস্থায় চাকরি করতেন। মঙ্গলবার সকালে বাড়ির পাশে গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় রিতের দেহ উদ্ধার ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

জলের দাবিতে অবরোধ, বিক্ষোভ হাওড়ার কোনা তেঁতুলতলায়

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৯ মার্চ ঃ হাওড়ার কোনা তেঁতুলতলায় পানীয় জলের দাবিতে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখালেন এলাকার মানুষ। মঙ্গলবার সকালে এলাকার প্রায় কয়েকশ মহিলা রাস্তা অবরোধ করেন। পুলিশ এলে পুলিশকে ঘিরেও ক্ষোভে ফেটে প।নে তারা। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে জল পাচ্ছে না তারা। তার জন্য জলের দাবিতে রাস্তা অবরোধ করেন মহিলারা। লিলুয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলে পুলিশকে ঘিরেও বিক্ষোভ হয়। পরে স্থানীয় মহিলাদের সঙ্গে কথা বলে আশ্বাস দিলে অবরোধ ওঠে। স্থানীযরা দাবি জানান, প্রায় সাত থেকে আট মাস ধরে জলকষ্টে ভুগছেন তারা। তাই বাধ্য হয়েই তারা পথে নেমেছেন। স্থানীয় বাসিন্দা মনোজ গোস্বামী বলেন, জল যাতে পাওয়া যায় তার জন্য আঃদোলন। পেয়ারাবাগান এলাকায় আগামী দিন এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান যদি না হয় তাহলে এই আন্দোলন, অবরোধ আরও ব। জায়গায় যাবে। আগামী দিন আমাদের মা-বোনেরাই এই আন্দোলন করবে। সমস্যা সমাধান না হলে এলাকার বাসিন্দাদের আন্দোলনের সঙ্গে যোগ দেবে কোনা এলাকার মানুষজন। আরেক স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, অনেক দিন ধরে জল আসছে না। বারে বারে প্রশাসনের কাছে জানালেও কিছু হয়নি। বাড়িতে রোগী শুয়ে আছে। বাড়িতে জল আসছে না। সেই কারণে রাস্তা অবরোধ করা হয়েছে।

চুঁচুড়ায় শ্রীরামকৃষ্ণ বৃদ্ধাশ্রমে আইনজীবী উজ্জ্বল চক্রবর্তীর লেখা বই প্রকাশ

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৯ মার্চ ঃ ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্ম মহোসব পালিত হল চুঁচুড়া সুগন্ধা অমরপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ বৃদ্ধাশ্রমে। প্রতিবছর ঠাকুরের জন্ম তিথির পরের রবিবার ১৫৯ তম জন্মদিন জন্মতিথি সারম্বরে এই উসব পালিত হয়। ওই দিন ভরে মঙ্গল আরতি দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। ভক্তদের ভোগ খাওয়ানোর ব্যবস্থা থাকে। এরপর দিনভর ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান,নাচ ,গান আবৃত্তির মধ্য দিয়ে জন্মতিথি মহোসব পালিত হয়। উজ্জ্বল চক্রবর্তী লেখা বই মানবিক ভাবনা বইটি প্রকাশিত হয়। উজ্জ্বল বাবু কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মিশন থেকে পড়াশোনা শুরু করেন । বিশিষ্ট আইনজীবী হিসেবে সফল। এবারে তিনি লেখক হিসাবে নিজের পরিচয় তৈরি করলেন। আইনজীবী হিসাবে ছোট ছোট সত্যি ঘটনা অবলম্বনে বই খানি। এদিন বই প্রকাশ অনুষ্ঠানের মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী যাদু ঘোষ, সাংবাদিক অজন্তা সরকার , স্বামী প্রেমাতানন্দ মহারাজ প্রমুখরা।

হুগলী স্টেশন সংলগ্ন হিন্দি প্রাথমিক বিদ্যালয় অনুষ্ঠিত হল বাংলা কবিতা উৎসব

দুরন্ত বার্তা, হুগলী, ১৯ মার্চ ঃ হুগলী স্টেশন সংলগ্ন হিন্দি প্রাথমিক বিদ্যালয় অনুষ্ঠিত হল লড়াই পত্রিকার পরিচালিত দশম বার্ষিক বাংলা কবিতা উৎসব। শনিবার দুপুরে ৪১ জন কবি সাহিত্যিকদের কবিতা পাঠে জমে গিয়েছিল। অনুষ্ঠানের কর্ণধার সংগ্রাম মল্লিক বলেন এই প্রজন্মের বেশ কিছু নবীন কবি অংশ নিয়েছিলেন তেমনি প্রবীণ কবিদের মধ্যে উৎসাহের কোনো খামতি ছিল না। ওই দিন লড়াই নামাঙ্কিত একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয় । এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী তথা সভাপতি যাদু ঘোষ, সাংবাদিক অজন্তা সরকার, আইনজীবী উজ্জ্বল চক্রবর্তী, সুব্রত ব্যানার্জি, নীলাঞ্জনা নন্দী,শিবশঙ্কর বক্সী পঙ্করা । সমগ্র অনুষ্ঠান সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনায় ছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। একটি সুন্দর সন্ধ্যা উপহার দেওয়ার জন্য সংস্থাকে অবশ্যই সাধুবাদ দিতে হয়।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ১১০ সংখ্যা, বুধবার, ৬ চৈত্র, ১৪৩০

লোকসভার নির্বাচনী কৌশল

হুঙ্কারের কাজ হয় না। কাজ হয় শান্তনায়। আওয়াজ দিলেই কাজ হয় না। কাজ করতে রাস্তায় নেমে সকলের সঙ্গে হাত ধরতে হয়। সেই হাত ধারাটা একেবারে বাদ দিয়ে দিয়েছিল বিজেপি। হাত ধরে চলার চেষ্টা করেনি বলেই আজকে বিজেপিকে এত বড় ধরনের ধাক্কাকে সামাল দিতে হচ্ছে। ভারতবর্ষের অসহায় মানুষদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে না পারলে কিন্তু পরাজয় একেবারে নিশ্চিত সেটা আবার প্রমাণ করে দিচ্ছে। জনগণ বুঝিয়ে দিচ্ছে যে তাদের পাশে যদি সরকার বা শাসক দলের নেতারা এসে না দাঁড়ায় তাহলে তাদেরকে সমর্থন করার কোনও মানে হয় না। আম আদমি দলের নেতারা জনগণের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছে তাদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে দিয়ে। সেটাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। কিন্তু যাদের শক্তি ছিল। কিন্তু তারা সেই শক্তি নিয়ে অসহায় নাগরিকদের পাশে এসে দাঁড়ায়নি তাদেরকে একেবারে ফেলে দিয়েছে রাস্তায়। তাদের আর উঠে দাঁড়ানোর মতো কোনও ক্ষমতা নেই। বিজেপিকে ক্ষমতায় নিয়ে এসেছিল জনগণ বহু আশা নিয়ে। কিন্তু বিজেপি জনগণের সেই আশাকে পূরণ করার চেষ্টা করছে। আম আদমি দলের শক্তি ছিল না। কিন্তু শক্তি ছিল সাধারণ মানুষের হয়ে কথা বলার। সাধারণ মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ানোর ফলে আজকে দিল্লিতে এবং পাঞ্জারে সরকার গঠন করতে পারলো আম আদমি। বিজেপি এখন সেই অঙ্কটা বুঝতে পারছে না। সরল অঙ্কটা বুঝতে কেন তাদের এতো সময় নিচ্ছে সেটা ঠিক ধরতে পারা গেল না। শুধু রাম জন্মভূমি নিয়ে রাজনীতি করলে আর চলবে না সেটা পরিস্কার হয়ে গিয়েছে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং বিজেপি সরকার একই পথ ধরে চলছে। পদে পদে তারা ভুল পথ ধরে চলার চেষ্টা করছে। সাধারণ মানুষ কী চায় সেটা ধরতে পারছে না। সাধারণ মানুষের হয়ে কথা বলতে হবো বিজেপিকে সেটা পরিস্কার । প্রধানমন্ত্রী মোদি সেই দিকে পা বাড়াতে শুরু করেছেন। সাধারণ মানুষের মনে আস্থা দিতে হবে। অভয় দান করতে হবে। তবেই বিজেপি শাসন সাধারণ মানুষের সহানুভূতি লাভ করতে সক্ষম হবে। না হলে কিন্তু আবার বিজেপিকে সারা ভারত থেকে সরে যেতে হবে। কোনঠাসা হয়ে যেতে হবে যেমন আজকে বিরোধী দলগুলির অবস্থা হয়েছে। এই সব বিরোধী দলগুলি এ সময়ে সরকারে ছিল। তারপরে তারা কি কোনও কাজ করতে পেরেছে সাধারণ মানুষের জন্য। তারা যদি সাধারণ মানুষের পাশে দিয়ে গাঁড়াতো বা তাদেরদের দিকে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করতো তাহলে কিন্তু আজকে জোট ইণ্ডিয়া তৈরি করার দরকার পরতো না। জোট ইণিডা তৈরি করা হয়েছে বিজেপির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে। নির্বাচনী সংগ্রাম করতে। কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা দখল করতে। ক্ষমতা দখলই হচ্ছে জোট ইণ্ডিয়ার প্রধান লক্ষ্য। তার বাইরে জোট ইণ্ডিয়া আর কোনও কাজ করতে পারছে না। বা ভারতে পারছে না। তারা ক্ষমতা এসে দেশের জনগণের জন্য কী কী কাজ করতে তার কোনও ইস্তাহার প্রকাশ করতে পারেনি। যে কংগ্রেস এক সময়ে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল সেই কংগ্রেস আজকে কোনঠাসা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তবুও কংগ্রেসের ওপরে ভরসা রাখে একদল নাগরিক। সাধারণ নাগরিকদের হয়ে কথা বলে কংগ্রেস। ভারতবর্ষটা হচ্ছে বহু ধর্মের বিশ্বাসীদের বসস্থান। সবাইকে ধর্মাচারণ করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। আইন দিয়ে বা ভয় দেখিয়ে তা কেড়ে নেওয়া যায় না।

ভারতের পুরাণে তিব্বত

ভারতেরপৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে এই সব অঞ্চল ভারতের অন্তর্ভূক্ত। ভারতীয় সংস্কৃতিক অঙ্গ হচ্ছে কৈলাস এবং মানস সরোবর। কিন্তু চিন জোর করে যেভাবে কৈলাশ এবং মানস সরোবর দখল করে নিয়েছে তাতে ভারতের পৌরাণিক কাহিনীর অপমান বলা যেতে পারে। কিন্তু চিনের সঙ্গে এই নিয়ে ভারত একটি কথা বলেনি। ভারতবাসীরা হিমালয় অঞ্চলটাকে দেব তুল্য বলে মনে করে। তারা হিমালয়কে শিব তুল্য মনে করে পুজো করে থাকে। চিনের কোনও পৌরাণিক কাহিনীতে হিমালয়কে নিয়ে কোনও কাহিনী লেখা নেই। চিনের প্রাচীর চিন সীমান্তকে চিহ্নিত করে দিয়েছে। চিনা প্রাচীর পর্যন্ত ছিল চিনের সীমা রেখা। চিন এখন যেভাবে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সীমান্ত অঞ্চলগুলোকে তাদের বলে দাবি করতে শুরু করে দিয়েছে তার কোনও ভিত্তি নেই। এদিকে সারা ভারতু জড়ে প্রচার চলছে চিনা পণ্য বয়কটে। এদিকে চিন নেপালকে ভারতের বিরুদ্ধে উস্কে দিয়েছে। আবার বাংলাদেশের দিকে হাত বাড়াতে শুরু করে দিয়েছে। চিন চাইছে গোটা দক্ষিণ পূর্ব জুড়ে ব্যবসা করতে। ভারতের সীমান্ত এলাকাগুলো যদি দখল করে নেওয়া যেতে পারে তাহলে অতি সহজেই ভারতের ওপরে নজরদারি থেকে শুরু করে খবরদারি পর্যন্ত করা সম্ভব হবে। নেপালকে চিন পাশে পেয়ে গিয়েছে। পাকিস্তান তো বরাবরই চিনের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। চিন পাশে রয়েছে বলেই পাকিস্তানকে মানচিত্রে দেখতে পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। না হলে কবেই ভারত পাক অধিকৃত কাশ্মীর দখল করে নিত। এদিকে ভারত থেকে বারবার বলা হচ্ছে অন্যায়ভাবে কাশ্মীরের অংশ দখল করে রয়েছে পাকিস্তান। তাকে কাশ্মীরের দখলীকৃত অংশ ছেড়ে দিতে বলা হয়েছে। পাকিস্তান থেকে যদি কাশ্মীরটা চলে যায় তাহলে চিনের আর্থিক কড়িডরটা একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। চিন আর্থিক কড়িডরকে রক্ষা করতে সেখানে চিনা সেনা মোতায়েন করেছে। ভারত যেভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করে চলেছে তাতে আগামি দিনে পাকিস্তানের বৃদ্ধি বিপদ হবে।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র ঠাকুর বলেন ারতবর্ষ হচ্ছে মাতৃতান্ত্রিক দেশ। এই দেশের মা হচ্ছেন সংসারের সেরা ব্যক্তি। তিনি আছেন বলেই সংসার এতো সুন্দর এবং বৈচিত্র্যময়। মা ত্যাগ করতে জানেন। মা সব সময়ে ত্যাগী হন। তিনি সংসারের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেন। তিনি পুত্রের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেন। তিনি মানবতাবাদকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ত্যাগ স্বীকার করেন। আসলে মাকে কেউ হারাতে চায় না। সবাই মাকে খুশী রাখতে চায়। মা ঠিক তেমনি তাঁর সন্তানদের খুশি করে রাখতে চেষ্টা করেন। মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। মানষুকে সেবা করতে হবে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

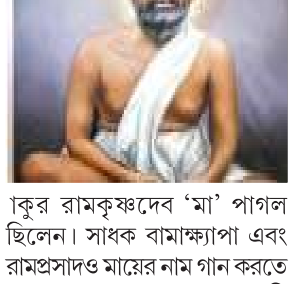

াকুর রামকৃষ্ণদেব 'মা' পাগল ছিলেন। সাধক বামাক্ষ্যাপা এবং রামপ্রসাদও মায়ের নাম গান করতে করতে পাগল হতেন। আর কবি গায়ক রামপ্রসাদ সেনও মায়ের নাম করতে করতে একবারে আত্মহারা হতেন। মায়ের নাম গানের মধ্যে দিয়ে মাতৃভক্তিকে জাগরিত করা যায় বলে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব মনে করতেন। তিনি কারোর কাছ থেকে কোনও দিন ভিক্ষা করেননি। একমাত্র মা ভবতারিণীর কাছ থেকে। তিনি মা ভবতারিণীর কাছ থেকে ভিক্ষা গ্রহণ করেছেন। মায়ের কাছ থেকে ভিক্ষা গ্রহণ করে ঠাকুর তাঁর শিষ্যদের খাইয়েছেন। কোথা থেকে মা ভবতারিনী তাদের খাদ্য জোগাড় করে দিতেন সেটা ছিল একটি রহস্য। জীবনে উন্নতি করতে গেলে চাই নারী শক্তির জাগরণ। সেটা করতে হবে। বাংলার নবজাগরণ শুরু হয়েছিল নারী শক্তির জাগরণের মধ্যে দিয়ে। সেই নারী জাগরণের মন্ত্র গ্রহণ করেছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব। বাংলার সব মনীষীরাই মায়ের শক্তি নিয়ে মহান হতে পেরেছেন। মাতৃশক্তি বড় শক্তি এবং মহাস্ত্র।

ভারত তথা বাংলার রাজনীতির পালাবদল শুরু হয়েছিল মুর্শিদাবাদে মোঘল, ইংরেজদের হাত ধরেই

রবীন্দ্র কুমার শীল

অবিভক্ত বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজধানী ছিল মুর্শিদাবাদ , খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের গুরুত্বপূর্ণ এক ঐতিহাসিক পীঠস্থান। যেখানে পাশাপাশি দেখা গিয়েছিল , জ্বলন্ত দেশপ্রেম ও ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতকতা। নবাব আলীবর্দী, সিরাজদ্দৌলা, মীরজাফর, মীরকাশেমের স্মৃতি বিজড়িত সেই মুর্শিদাবাদ , যে বাংলার ইতিহাসের বহু উত্থান পতনের নীরব সাক্ষী। নবাবী আমলের রাজধানী মুর্শিদাবাদের আড়ম্বর ও জাঁকজমকের কথা ইতিহাসে লেখা আছে। আয়তনে, জনসংখ্যায় আর ঐশ্বর্য্যে সেই মুর্শিদাবাদ ছিল লণ্ডনের চেয়েও বড়। পলাশীর যুদ্ধের পরে স্বয়ং 'লর্ড ক্লাইভ' লিখেছিলেন , "The city of Murshidabad is as extensive– populous and rich as the city of London with this difference that there are individuals in the first possessing infinitely greater property than in the last city." খৃষ্টীয় আঠারো শতকের বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদের এলাকা ছিল ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে খোসবাগ থেকে বড়নগর, আর পূর্ব তীরে অবস্থিত মতিঝিল থেকে মহিমাপুর পর্যন্ত। এই বিশাল নগরী জুড়ে ছিল অসংখ্য প্রাসাদ, অট্টালিকা ও রমণীয় উদ্যান। কুলুরীতে মুর্শিদকুলীর প্রাসাদ, চকবাজারে বিশাল দরবারগৃহ , 'চেহেল সেতুন', আলীবর্দীর প্রাসাদ, সিরাজের মনসুরগঞ্জ প্যালেস (হীরাঝিল প্যালেস), ঘসেটি বেগমের মতিঝিল প্রাসাদ , যেটার নাম ছিল 'সিংহদালান', মহিমাপুরে জগৎ শেঠের ইন্দ্রপুরী তুল্য প্রাসাদ ছাড়াও ছিল আমির-ওমরাহদের সুরম্য অট্টালিকা। হীরাঝিলের এক মাইল উত্তরে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরেই ছিল মোরাদাবাদ প্যালেস, যেখানে ব্যবসায়ী ইংরেজরা এসে উঠতেন। রেনেলের মানচিত্রেও মোরাদাবাদ প্যালেসের উল্লেখ পাওয়া যায়, সেখানেই লর্ড ক্লাইভ, ওয়ারেন হেস্টিংস, ভ্যান্সিস্টার্ট প্রমুখরা এসে উঠেছিলেন। এছাড়াও ছিল লালবাগ প্যালেস, যেখানে ১৭০৭ সাল থেকে ১৭১২ সাল পর্যন্ত, বাদশাহ হওয়ার আগে এসে বাস করেছিলেন ফারুকশিয়ার। বড়নগরে ছিল রাণী ভবানীর প্রাসাদ, হীরাঝিলের দক্ষিণ দিকে ছিল রায়দুর্লভের প্রাসাদোপম অট্টালিকা, ডাহাপাড়া আর ভট্টবাটিতে ছিল বঙ্গাধিকারীদের রাজবাড়ী। পিলখানায় ছিল নবাব নাজিমদের হাতিশালা। হুমায়ুন মঞ্জিলে ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কোর্ট হাউস বা বিচারালয়। এছাড়াও ছিল রোশনীবাগ, ফর্হবাগ। কিন্তু সেসব প্রাচীন বনেদি গৌরবের কোন চিহ্নই আজ অবশিষ্ট নেই। বর্তমানের মুর্শিদাবাদ যেন খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের ইতিহাসের 'ফসিল'। পুরানো অনেক স্মৃতিচিহ্নই আজ ভাগীরথীর গর্ভে হারিয়ে গিয়েছে। সামান্য যা কিছু অবশিষ্ট আছে, সেগুলোও বর্তমানে অযত্নে আর অবহেলায় জাদুঘরের নিষ্ঠুর হৃদয়হীন ব্যঙ্গে পরিণত হয়েছে। মুর্শিদাবাদের বর্তমানের অবিন্যস্ত দরিদ্ররূপ ইতিহাসের বাতাবরণে তো বটেই এমনকি আজকের দর্শকদের চোখেও করুণার উদ্রেক করে। মুর্শিদাবাদের নামকরণ নিয়ে ঐতিহাসিক ও গবেষকদের মধ্যে বিস্তর মতভেদ রয়েছে। কারও মতে খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের আগে এই শহরের নাম ছিল মুখসুদাবাদ, আবার কারও মতে নাম ছিল মুখসুসাবাদ। প্রবাদ আছে , বাদশাহ হোসেন শাহের সময় মুখসুদন দাস নামে এক নানকপন্থী সন্ন্যাসী বাদশাহের রোগ নিরাময় করে এই স্থানটি লাখেরোজ-স্বরূপ পেয়েছিলেন। পরে তাঁর নামানুসারেই এই স্থানের নাম হয় মুখসুদাবাদ। আবার কেউ কেউ বলেন - মুখসুদ খাঁ-এর নাম থেকেই মুখসুদাবাদ। রিয়াজ-উস-সালাতীনের মতে , মুখসুস খাঁ নামে কোন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ীর নামানুসারে মুখসুদাবাদ নামটির উৎপত্তি। ওদিকে আইন-ই-আকবরীতে লেখা আছে যে, মুখসুদাবাদের প্রতিষ্ঠাতা হলেন বাংলার শাসনকর্তা সায়েদ খাঁর ভাই মুখসুস খাঁ। এখন রিয়াজ-উস-সালাতীন এবং আইন-ই-আকবরীতে উল্লেখিত মুখসুস খাঁ একই ব্যক্তি কিনা সেটা সঠিকভাবে জানা যায় না। যদিও পুরোনো দলিলপত্রে মুখসুদাবাদ ও মুখসুসাবাদ , এই দুটি নামই পাওয়া যায়। পঞ্চদশ

অথবা ষষ্ঠদশ শতকে রচিত ভবিষ্যৎপুরাণ-এ এই শহরকে মোরাসুদাবাদ বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, এই শহরের প্রতিষ্ঠাতা একজন যবন (মুসলমান)। সায়র-উল-মুতক্ষীরণ গ্রন্থের অনুবাদক রেমণ্ড সাহেবের মতে, প্রথমে এই জায়গার নাম ছিল কোলারিয়া Colaria, পরে নাম হয় ম্যাকসুদাবাদ Macsoodabad, এবং তারও পরে নাম হয় মুরসুদাবাদ (Moorsoodabad)। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, মুর্শিদাবাদ শহরের পূর্বদিকে কূলূরী নামে একটি মৌজা আছে এবং অতীতে সেই জায়গাতেই মুর্শিদকুলি খাঁ বাস করতেন। ১৬৬৬ সালে এই শহর পরিদর্শন করে ফরাসী পর্যটক তাভের্নিএয় নিজের লেখনীতে এই শহরের নাম Madasoubazarki বলে উল্লেখ করেছিলেন। ঐতিহাসিক টিফেনথেলারের মতে সম্রাট আকবর এই শহর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, এই শহরের পূর্বদিকে আকবরপুর নামের একটা মৌজা ও গ্রাম রয়েছে। প্রথমে এই জায়গার নাম কি ছিল, তা নিয়ে বিস্তর মতভেদ থাকলেও, ঐতিহাসিক ও গবেষকরা একটি বিষয়ে একমত - মুর্শিদকুলি খাঁ তাঁর দেওয়ানী দপ্তর ঢাকা থেকে পুরানো মুখসুদাবাদ বা মুখসুসাবাদ-এ স্থানান্তরিত করবার পরে নবাবের নামানুসারে এই জায়গার নাম হয় মুর্শিদাবাদ। সেটা ছিল ১৭০৪ সাল। ১৭০৪ সালে তৈরি মুদ্রায় সর্বশেষ মুখসুসাবাদ নামটি দেখা যায় এবং ১৭০৫ সালে স্থানীয় টাঁকশালে তৈরি মুদ্রায় সর্বপ্রথম মুর্শিদাবাদ নামটি পাওয়া যায় Notes on Gour and other historical places– Monomohan Chakravarty। দেওয়ানীর সদর দপ্তর তথা রাজধানী রূপে মুর্শিদাবাদকে নির্বাচিত করবার পিছনে ছিল মুর্শিদকুলি খাঁর দূরদৃষ্টি, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও বিচক্ষণতা ছিল। এই প্রসঙ্গে উইলিয়াম হান্টার লিখেছিলেন, It seems probable that Murshid Kuli Khan was induced to take his step by political considerations ... the bank of Bhagirathi afforded a more central position for the management of the three provinces of Bengal– Bihar and Orissa. The new city also was situated on the line of trade ..." রিয়াজ-উস-সালাতীনের মতে , "An excellent site where news of all four quarters of the Subah could be easily procurable and which like the pupil of the eye was situated in the centre of the important places of the Subah." সপ্তদশ শতকের প্রথমদিকে মুর্শিদাবাদ মূলতঃ রেশম শিল্পের জন্যই বিখ্যাত ছিল। এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এই শহর মুঘল কর্মচারীদের আবাসস্থল রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করে। সপ্তদশ শতকে কাশিমবাজারে ছিল ফরাসীদের কারখানা। ১৬৬৫ সালে সম্রাট ঔরঙ্গজেবের ফরমান বলে একদল আর্মেনিয়ান সৈদাবাদে বসবাস শুরু করেন। কালিকাপুরে ডাচরাও তাঁদের নিজস্ব কারখানা তৈরি করে। তাঁদের সবারই এক উদ্দেশ্য ছিল, রেশমের ব্যবসা। বার্নার লিখেছিলেন যে, ডাচদের কারখানায় আটশোজন দেশীয় শ্রমিক কাজ করত, সেই তুলনায় ইংরেজ বা অন্যান্যদের কারখানায় দেশীয় শ্রমিকের সংখ্যা ছিল নগণ্য। নবাবী আমলে বাংলার রেশম খুবই উন্নত ছিল। রেশমের উৎকৃষ্ট ও সূক্ষ্ম কাপড়ের কদরও ছিল বেশি। বঙ্গদেশে সেইসময় বিভিন্ন ধরনের মসলিন কাপড় তৈরি হত, শ্রেষ্ঠ মসলিনের নাম ছিল, আভরণ। তখনকার দিনে একখানি অভরণের দাম ছিল চারশো টাকার মত (তখনকার মুদ্রার হিসেবে)। ওজন ছিল মাত্র পাঁচ ভরি। প্রধানতঃ নবাব-বাদশাহরা সেই কাপড় ব্যবহার করতেন। শোনা যায় যে, সম্রাট ঔরঙ্গজেবের এক কন্যা মসলিন কাপড় পড়ে সম্রাটের সামনে এসে দাঁড়ালে সূক্ষ্ম কাপড়ের আড়ালে তাঁর রোমাবলী দেখে সম্রাট ক্রুদ্ধ হয়ে কন্যাকে 'বেশরম' বলে অভিহিত করলে, কন্যা তাঁর পিতাকে জানিয়েছিলেন যে সাতখানা কাপড় দিয়ে তাঁর শরীর ঢাকা রয়েছে। সেই সময়ে মুর্শিদাবাদের রেশম শিল্পের বিদেশে কত কদর ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাভর্নিয়ে প্রদত্ত বিবরণে। তাঁর বক্তব্য অনুসারে, কাশিমবাজার থেকে বছরে বাইশ হাজার গাঁট (এক গাঁট গু একশো পাউন্ড) রেশমের কাপড় বিদেশে রপ্তানি করা হত। রেশম, তুলো আর হাতির দাঁতের তৈরি বিভিন্ন জিনিষের জন্য সেকালের মুর্শিদাবাদ সমগ্র এশিয়া ও ইউরোপে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে, কাশিমবাজার কুঠির অধ্যক্ষ ছিলেন জন কেন। তাঁর সহকারী ছিলেন জোব চার্নক। ১৬৮০ সালে জোব চার্নক কাশিমবাজার কুঠির প্রধান অধ্যক্ষ পদে উন্নীত হয়েছিলেন। মুর্শিদাবাদে ছিল সরকারি টাঁকশাল। নবাবী আমলে প্রথম টাকশাল তৈরি হয়েছিল ১৭০৫ সালে, কেল্লা নিজামতের কাছে। পরে ১৭১৭ সালে মহিমাপুরে নতুন করে টাঁকশাল তৈরি হয়, জগৎ শেঠের পুরোনো বাড়ির সামনে। সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেও মুখসুদাবাদে যে টাঁকশাল ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৯১৪ সালের মুর্শিদাবাদ ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে লেখা হয়েছিল, "A rupee of Aurangzeb preserved in the Lahore museum shows that Mukhsudabad was a mint town as early as 1679 AD." District Gazetteer Murshidabad– edited by L.S.S.OóMalley– 1914 ১৭৬০ সালে মীরকাশেম মসনদে বসার পরেই কলকাতা টাকশালের উন্নতি ঘটে। প্রধানতঃ, এই সময় থেকেই মুর্শিদাবাদের টাকশালের গুরুত্ব কমে যায়। ১৭৭৭ সালে তৎকালীন গভর্নর জেনারেলের অনুরোধে নবাব মোবারকদ্দৌল্লার আদেশে মুর্শিদাবাদের টাঁকশাল বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১৭৮৫ সালে মাত্র কিছু দিনের জন্য সেটাকে পুনরায় জীবিত করা হয়। ১৭৯৬ সালে সরকারি আদেশানুসারে সমস্ত প্রাদেশিক টাঁকশাল বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১৭৯৯ সালে মুর্শিদাবাদ থেকে টাঁকশালের যাবতীয় যন্ত্রাংশ কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং বাড়িটি প্রকাশ্য নীলামে বিক্রি করে দেওয়া হয়। ১৮০২ সালের আদমশুমারি অনুসারে মুর্শিদাবাদের জনসংখ্যা ছিল প্রায় দেড় লক্ষ। পাঁচজন বেহারা সমেত একটি পালকির একদিনের ভাড়া ছিল এক টাকা। কলকাতা থেকে আড়াই তোলা ওজনের একটি চিঠি মুর্শিদাবাদে পাঠাতে খরচা হত দু'-আনা। ১৭২৯ সালে মুর্শিদাবাদে একমণ দশ সের অতি মিহি বাঁশফুল চাল পাওয়া যেত এক টাকায়। তিন মণ গমের দাম ছিল এক টাকা। এক টাকায় সাড়ে দশ সের গাওয়া ঘি পাওয়া যেত। ১৭৭৬ সালে প্রতি যোল সের সর্বোৎকৃষ্ট মিহি চালের দাম মুর্শিদাবাদে ছিল এক টাকা। ১৮২২ সালে মুর্শিদাবাদে তিন টাকায় এক মণ ভালো চাল পাওয়া যেত। ঐ একই সময়ে এক মণ গাওয়া ঘিয়ের দাম ছিল সাতাশ টাকা। আর এই একই সময়ে একটা প্রমাণ আকৃতির ইলিশ মাছের দাম ছিল এক পয়সা। প্রচণ্ড বর্গী হাঙ্গামার পরেও মুর্শিদাবাদের জৌলুষ ছিল অম্লান, সম্পদ ছিল অফুরন্ত। এরপরে ইংরেজদের প্রভুত্ব বিস্তারের পর থেকেই মুর্শিদাবাদের গৌরব খর্ব হতে শুরু করে। একটি একটি করে সরকারি দপ্তর কলকাতায় স্থানান্তরিত হতে শুরু হয়। ১৭৯৩ সালে শেষটুকু সমাধা করে দেন লর্ড কর্ণওয়ালিস। ঐ সালেই ফৌজদারি সদর দপ্তর মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপরেই শুরু হয়, কলকাতার উন্নতি আর মুর্শিদাবাদের অবনতি। এরপরে কলকাতা উঠেছে, মুর্শিদাবাদ ডুবেছে। কলকাতা গড়েছে, মুর্শিদাবাদ ভেঙেছে। ভাগ্যলক্ষ্মী এসেছিল, একসময়ে চলেও গিয়েছে। মুর্শিদাবাদ ধরে রাখতে পারেনি। বর্তমানের মুর্শিদাবাদে অবশিষ্ট আছে অতীতের কয়েকটি মলিন স্মৃতি আর ইতিহাসের ধ্বংসস্তূপ। অথচ কত প্রাচীন ঐ গৌড় , (ক্রমশ)

মহিলা কথা সাহিত্যিক প্রতিভা বসুকে বাংলার সাহিত্য সমাজ ভুলে গেছে

বিশেষ প্রতিবেদন

এক বার গান শুনেই ব্লটিং পেপারের মতো শুষে নিতে পারে সেই গানের সুর, ভাষা। সে এমনই আশ্চর্য মেয়ে! আপন কন্যার এ হেন প্রতিভায় বিস্মিত হয়েছিলেন খোদ আশুতোষ এবং সরযূবালা সোম। পরে অবশ্য তাঁদের এই প্রতিভাময়ী কন্যার আরও নানা দিক উদ্ভাসিত হয়েছিল। সংসার সামলে হয়ে উঠেছিলেন বিংশ শতাব্দীর অন্যতম সাহিত্যিক। আর দেশপ্রেমিক সত্ত্বা তো তাঁর রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছিলই। এই কন্যার নাম প্রতিভা বসু। প্রতিভা বসু'র প্রতিভার স্ফূরণ জন্মাবধি। ছোট থেকেই সুরেলাকণ্ঠী রানু (প্রতিভা'র ডাকনাম)। শৈশবেই ঢাকা শহরে সঙ্গীতশিল্পী হিসাবে খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। বাবা আশুতোষ সোম মেয়েকে যারপরনাই স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। কথার কথা স্বাধীনতা নয়! রীতিমতো ডালপালা স্বাধীন ভাবে মেলে ধরবার স্বাধীনতা। তাই, সমকালের ঠুনকো সামাজিকতাকে পাত্তা না দিয়েই নামকরা উস্তাদদের (চারুদত্ত, মেহেদি হোসেন, ভোলানাথ মহারাজ, প্রফেসর গুল মহম্মদ খাঁ) কাছে গান শিখিয়েছিলেন মেয়েকে। এরই সুবাদে মাত্র ১১ বছর বয়সে রানুর প্রথম গানের রেকর্ড বের হয় 'হিজ মাস্টার্স ভয়েস' থেকে। সঙ্গীতের সূত্রেই দিলীপকুমার রায়, কাজী নজরুল ইসলাম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখদের সান্নিধ্য লাভ এবং সঙ্গীতশিক্ষার সৌভাগ্যও অর্জন করেছিলেন প্রতিভাদেবী। তবে, তাঁর এই খ্যাতির শিরোপা সারা জীবনের সঙ্গী হয়নি। 'ডাকাবুকো' সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসুকে বিবাহের সূত্রে তাঁর জীবন থেকে সঙ্গীত চিরতরে বিদায় নিয়েছিল। এ সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু 'আমাদের কবিতা ভবন'-এ লিখেছেন, 'বিয়ের পর কয়েক বছরের মধ্যে রানুর গানের চর্চা শুকিয়ে গেলো। সে তোড়জোড় বেঁধে শুরু করেছিলো কয়েকবার কিন্তু ধারাবাহিকভাবে চালাতে পারেনি। নিয়মিত ওস্তাদের বেতন জোগাতে গেলে বাজার খরচে টান পড়ে আমাদের, সাহিত্যিক অধ্যুষিত হাস্যরোলমুখর ছোট ফ্ল্যাটে খেয়ালের তান পাখা মেলতে পারেনা।' জীবনে এক পর্বের অবসান ঘটলেও অবশ্য শুরু হয়েছিল নতুন অধ্যায়ের; সৃজনশীলতা দানা বেঁধেছিল নতুন রূপে। যার আত্মপ্রকাশ সাহিত্য সৃষ্টির পথে। তবে, লেখিকার 'লেখার কু-অভ্যাস' আশৈশবের। তাঁর আত্মজীবনী 'জীবনের জলছবি' পড়ে জানতে পারি। ছেলেবেলায় মায়ের কথামতো মন খারাপের কারণ দেখিয়ে চিঠি লেখা কিম্বা 'নবশক্তি' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকায় ছোটগল্প লেখার প্রবণতা সেই প্রতিভারই অঙ্কুরোদ্গম স্বরূপ; যা পরবর্তীতে মহীরুহে পরিণত হয়। প্রতিভা বসু সারাজীবন ধরে লিখেছেন প্রায় পঁয়তাল্লিশটির মতো উপন্যাস ('মনোলীনা', 'সেতুবন্ধ', 'মনের ময়ূর' প্রভৃতি), অসংখ্য ছোটগল্প ('সুমিত্রার অপমৃত্যু', 'মাধবীর জন্য', 'ইষ্টিশানের মিষ্টি ফুল' ইত্যাদি), ভ্রমণকাহিনি ('স্মৃতি সততই সুখের'- ১'ম ও ২'য় খণ্ড), স্মৃতিকথা ('ব্যক্তিত্ব বহুবর্ণে'), গদ্যগ্রন্থ ('মহাভারতের মহারণ্যে'), আত্মজীবনী ('জীবনের জলছবি') প্রভৃতি। সৃজনশীল সাহিত্যসৃষ্টির জন্য তিনি পেয়েছেন লীলা পুরস্কার, আনন্দ পুরস্কার, জগত্তারিণী গোল্ড মেডেল। তাঁর বেশ কয়েকটি গল্প-উপন্যাস অবলম্বনে বাংলা ও হিন্দিতে সিনেমাও হয়েছে। প্রতিভা বসু'র জীবন ছিল বৈচিত্র্যময়। সঙ্গীত আর সাহিত্য ছাড়াও দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন খুব অল্প বয়সে। সমকালের বিখ্যাত রাজনীতিক লীলা নাগের হাত ধরে রাজনীতিতে হাতেখড়ি। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অন্যতম নায়ক অনন্ত সিংহের ফাঁসি রদ করার জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন ছিল, কিন্নরকণ্ঠী রানু, লীলাদি'র কথামতো গান গেয়ে সেই অর্থ জোগাড় করেন; ফাঁসিও রদ হয়। লীলাদি'র ব্যক্তিত্ব, আদর্শ, সাহসিকতা রানুকে এতটাই প্রভাবিত করে যে, পরবর্তীতে তাঁর গল্প-উপন্যাসের চরিত্র নির্মাণেও লীলাদি'কে খুঁজে পাওয়া যায়। প্রতিভা বসু'র জীবনের অর্ধেক সময় সুখের জোয়ারে অতিবাহিত হলেও; একসময় স্বামীর মৃত্যু, পুত্রের মৃত্যু, পীড়াগ্রস্ত জীবের দংশনের বিষক্রিয়ায় চলৎশক্তিহীন ভাবে জীবনধারণে দুঃখই ছিল তাঁর নিত্যদিনের সঙ্গী। তবুও তিনি মনোবল হারান নি। সুদৃঢ় মননশীলতাই তাঁকে বেঁচে থাকার রসদ জুগিয়েছে। লিখে গিয়েছেন একের পর এক গল্প- উপন্যাস। ১৩ অক্টোবর ২০০৬ সালে বিশিষ্ট এই সাহিত্যিকের মৃত্যু হয়। প্রতিভা বসু ১৯১৫ সালের ১৩ মার্চ ঢাকার বিক্রমপুরের হাঁসাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

বারাণসী কড়চা ঃ কাশীর হর গৌরী বাংলার বর-বধূ সাজে কাশী পরিক্রমা করতে থাকবে

জয়দেব দাস, কাশী

(বারাণসীর দোল আগেই শুরু হয়ে যায়। যদিও বৃন্দাবনের দোলের সুনাম পুরাণকাল থেকেই বজায় রয়েছে। নবদ্বীপের দোলের সুনাম অতীত কাল থেকেই চলে আসছে।ইদানিং আবার শান্তি নিকেতনের বিশ্বভারতীর দোল খুবই নাম করেছে। যদিও সেটা দোল বলা হয় না। বলা হয় বসন্ত উৎসব। বসন্ত উৎসব সৃষ্টি করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দোল উৎসব নাম করবে না বলেই ব্রাহ্মরা বসন্ত উৎসব নাম দিয়ে দোল উৎসবের পালন করে থাকে। কাশী বা বারাণসী থেকে লেখা দিয়েছেন জয়দেব দাস। তিনি বারাণসীর বাসিন্দা। সেখান থেকে লেখেন 'বারাণসীর কড়চা')

ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী মানে আমলকী একাদশী। এই একাদশীর উপবাস আমলকি একাদশী এবং রঙ্গভরি একাদশী নামেও পরিচিত। কাশীতে এই দিনটি রঙ্গভরি একাদশী রুপেই পালিত হয়ে। অর্থাৎ আজ আমলকী বা রঙ্গভরি একাদশী পালিত হবে। হিন্দু ধর্মে সমস্ত একাদশীকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হলেও, আমলকী একাদশীকে সর্বোচ্চ স্থান প্রদান করা হয়েছে। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী বিবাহের পর ফাল্গুন শুক্লপক্ষের একাদশী তিথিতে শিব পার্বতীকে প্রথমবার কাশী নিয়ে যান। সে দিন আবীর মাখিয়ে শিব ও শক্তিকে স্বাগত জানান সকল ভক্তরা। তার পর থেকেই প্রতি বছর ফাল্গুন মাসে রঙ্গভরি একাদশী পালিত হয়। এই দিন থেকে কাশীতে হোলি খেলা শুরু হয়। ৬ দিন পর্যন্ত হোলি খেলা হয় সেখানে। রঙ্গভরী একাদশী তিথিতে পুজোর সময়ে শিব-পার্বতীকে আবীর নিবেদন করা উচিত। দেব কিরীট অন্ন পূর্ণা মন্দিরের মহন্ত শঙ্কর পুরি মহারাজ বিশেষ উপলক্ষয়ের নিমিত বঙ্গ ভূমির শিল্পি দ্বারা নির্মিত করে কাশী নিয়ে এসেছেন। প্রাক্তন মহন্ত ডক্টর কুলপতি তিওয়ারির পুত্র পণ্ডিত বাচস্পতি বলেন, বাবা বিশ্বনাথ এবং মা গৌরী গোউনা'র সময় এই প্রথম বাংলার 'দেবকিরীট' ধারণ করবেন। বিগত শুক্রবার দেবকিরীট শিবাঞ্জলির আয়োজনের সংযোজক সঞ্জীবন মিশ্র'র হাতে তুলে দেন। গোউনা হোল হিন্দি প্রদেশের এক রীতি। সেই রীতি অনুসারে বিয়ের কিছু দিন পর বর তার শ্বশুর বাড়িতে যায় এবং কিছু আচার-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার পর কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে আসে। কুছু দিন আগেই শিবরাত্রি গেছে। তাই মনে করা হয়ে, গৌরীকে তার বাপের বাড়ি রেখেই মহাদেব ফিরে আসেন। তারপর রঙ্গভরি একদশী তিথিতে গৌরীকে কাশী নিয়ে আসেন। এই দিন গৌরীর বাপের বাড়ি কাশীর প্রাক্তন মহন্ত কুলপতি তিওয়ারির বাড়ি কৈলাস হয়ে যায়। এবং সেই বাড়িতেই বিগত এক সপ্তাহ ধরে কন্যা বিদায়ের সব আচার আচরণ পালিত হতে থেকে। বৈদিক পঞ্জিকা অনুযায়ী ১৯ মার্চ বুধবার ১২টা ২২ মিনিটে ফাল্গুন শুক্ল একাদশী তিথির সূচনা। ২০ মার্চ মাঝরাত ২টো ২৩ মিনিট পর্যন্ত একাদশী তিথি থাকবে। উদয়া তিথি অনুযায়ী ২০ মার্চ রঙ্গভরি একাদশী পালিত হবে। এই একাদশী তিথিতে ব্রহ্মমুহূর্ত থাকবে ভোর ৪টে ৫০ মিনিট থেকে ৫টা ৩৭ মিনিট পর্যন্ত। এ দিন সকাল ৬টা ২৫ মিনিট থেকে ৯টা ২৭ মিনিটের সময়টি অত্যন্ত শুভ, এ সময় একাদশীর পুজো করা যাবে। এ বছর রবি যোগ ও পুষ্য নক্ষত্রে রঙ্গভরি একাদশী পালিত হবে। সকাল ৬টা ২৫ থেকে রাত ১০টা ৩৮ মিনিট পর্যন্ত এই যোগ থাকবে। অন্য দিকে পুষ্য নক্ষত্র থাকবে সকাল ১০টা ৩৮ মিনিট পর্যন্ত, তার পর অশ্লেষা নক্ষত্রের সূচনা। রঙ্গভরি একদশী উৎসবে কাশী বঙ্গ সংস্কৃতির ছায়া দেখা যাবে। এই বার হর গৌরী বঙ্গীয় দম্পতি সাজে সজ্জিত হবেন। বাবা বিশ্বনাথ দেবী পার্বতিকে কৈলাস থেকে পালকি করে কাশী নিয়ে আসবেন তখন বঙ্গীয় কিরীট (মুকুট) মাথায় শোভিত দেখা যাবে। রঙ্গভরি একাদশীর তিথিতে হর গৌরী বাঙ্গীয় মুকুট ধারণ করলেও তাঁদের রাজবেশ হবে খদ্দরের। মাহদেব মা গৌরী কে গোউন রীতি অনুসরণ করে রাজবেশে কাশী ধামে পদার্পণ করবেন। সেই রাজ বেশ হবে খাদির কাপড়ের। মদেবের এই সাজের আরম্ভ সেই স্বাধীনতা আন্দলনের সময় থেকে। নব্বই বছর ধরে বাবা এই তিথিতে খদ্দরের রাজবেশেই কাশী পরিক্রমা করে ছলেছেন। কালকে টেরি নিমের বাড়িতে স্থানিও মহিলারা গৌরীকে হলুদ দান করে গায়ে হলুদের আচার আচরণের সঙ্গে মঙ্গল গীতির আয়োজন সম্পন্ন করে। এই সময় কাশী এক অদ্ভুত উৎসবের মাতয়ারা। আজকের এই পরবের সঙ্গে আগালি কাল কাশীর মণিকর্ণিকা ঘাটে 'মসানে কি হোলি' হবে।

বৃটিশ আমলের দেবোত্তর পুকুরে সোনা খোঁজার হিড়িক পূর্ব বর্ধমানের ভাতাড়ে

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৯ মার্চ ঃ পূর্ব বর্ধমানের ভাতারের কামারপাড়ায় রয়েছে বৃটিশ আমলের একটি পুকুর যা দেবোত্তর পুকুর হিসাবে এলাকায় পরিচিত। এই পুকুরের জল মারতেই শুরু হয়েছে সোনার গহনা খোঁজার হিড়িক! স্থানীয় গ্রামবাসীদের একাংশ কাদা জলে নেমে পরেছেন ওই দেবোত্তর পুকুরে সোনার গহনা খুঁজতে। স্থানীয়দের বিশ্বাস, ওই দেবোত্তর পুকুরে অনেকেই বিভিন্ন মানত পূরণের উদ্দেশ্যে সোনার গহনা ফেলতেন বা নিবেদন করতেন। তাই ওই পুকুরটির জল মরতেই কাদা পাঁক ঘেঁটে ঘেঁটে সোনা খোঁজা শুরু করেছেন স্থানীয়রা। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পরে ভাতার এলাকায়। পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকেও ভীড় করেছে মানুষজন। তবে স্থানীয় সূত্রে জানা যায় ১৮২৫ সালে পুকুরটিকে সংস্কার করার জন্য পুণরায় খনন করেন কামারপাড়ার রাণী আরম্বা রানী সুন্দরী। এ যাবৎ পুকুরের জল কখনও শুকায়নি বলে দাবি এলাকাবাসীদের। এখানে কেউ মাছও ধরেন না। বেশ কয়েকবার ওই পুকুরের জল শুকানোর চেষ্টা করেছিল স্থানীয়রা। তবে সেই জল কখনো শুকাতে পারেননি তারা। এবারে টানা ১৬ দিনের চেষ্টায় সেই পুকুরের জল শুকিয়েছে বৃটিশ আমলে। আর পুকুরের জল শুকাতেই এলাকার মানুষ অবাক হয়েছেন। তাদের ধারণা ছিল এই পুকুরের জল শুকায় না। বর্তমানে এই পুকুরের মালিক জমিদার পরিবারের বংশধর অয়ন রায়। এখন পুকুরে আদৌ সোনা মেলে কি না, সেটাই এখন দেখার। যদিও দু একজন সোনার গহনা পেয়েছেন বলেও দাবী করেছেন স্থানীয়রা। এলাকার বাসিন্দা বিশ্বজিত কোনার এই পুকুরের জল শুকিয়েছেন। তার মতে, এখানে দু একজন অল্প কিছু পেয়েছেন। তবে ক্রমশই ভিড় বাড়ছে। আরেক বাসিন্দা অভিজিত কোনার জানান, এখানে ভরে কেউ নামত না। মাছ ধরাও হত না। এলাকার প্রবীণ বাসিন্দা ধীরেন রায় জানান, এই পুকুরে লেয়ারের কারণে সবসময় জল থাকত। এখন লেয়ার নীচে নেমে গেছে। তাই জল আর বাড়বে না। সে যাই হোক, সোনা থাক বা না থাক, সোনা খোঁজার জন্যে হন্যে হয়ে হাতড়ে চলেছে এলাকাবাসী, যদি কিছু পাওয়া যায়।

স্বামী- স্ত্রীর মধ্যে বচসা, আত্মহত্যা করলো গৃহবধূ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৯ মার্চ ঃ মেলা যাওয়াকে কেন্দ্র করে স্বামী- স্ত্রীর মধ্যে বচসা, স্ত্রীকে মারধর। আর এই বচসার জেরেই অবশেষে বাবার বাড়িতে এসে আত্মহত্যা করলো গৃহবধূ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য মালদার মানিকচকের রাধুটোলা এলাকায়। মৃত গৃহবধূর নাম পুষ্প মন্ডল (২৪)। মৃতের বাবার অভিযোগ, স্বামীর অকথ্য অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছে মেয়ে। ঘটনার সম্পর্কে জানা গেছে, বিগত তিন বছর আগে বামনগোলা থানার পার্বতীডাঙা এলাকার যুবক দেবাশীষ মন্ডলের সাথে। তাদের ৮ মাসের এক কন্যা সন্তানও রয়েছে। মৃত গৃহবধূর বাবার অভিযোগ, শিবরাত্রির দিন মেয়ে মেলা যাওয়ার জন্য তার স্বামীর কাছে বায়না ধরে। আর এই বায়নার জেরে স্বামী দেবাশীষ পুষ্পকে বেধড়ক ভাবে মারধর করে। সোমবার মেয়েকে আমাদের বাড়িতে রেখে যায় জামাই দেবাশীষ মন্ডল। আর সেদিন গভীর রাতে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে মেয়ে। মেয়ের মৃত্যুর জন্য জামাই দায়ী। মেয়ের মৃত্যুর খবর জামাইকে জানাতে বারংবার ফোন করা হলেও যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। দেহের ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায় তদন্ত করতে মানিকচক থানায় পৌঁছান মানিকচক ব্লক বিডিও অনুপ চক্রবর্তী। ইতিমধ্যে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে মানিকচক থানার পুলিশ। তবে এই ঘটনায় লিখিত কোন অভিযোগ করা হয়নি মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে।

নালা থেকে উদ্ধার ভোটার কার্ড

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৯ মার্চ ঃ দেশজুড়ে লাগু করা হয়েছে সিএএ, ইতিমধ্যে ঘোষণা হয়েছে নির্বাচনের দিনক্ষন। তারই মধ্যে কোচবিহার শহরের প্রাণকেন্দ্র সুনিতি রোডের পাশে ব্রাহ্ম মন্দির কমপ্লেক্সের নালা থেকে উদ্ধার হলো ৩০ থেকে ৪০ টি ভোটার কার্ড। কোথা থেকে এই ভোটার কার্ড গুলি সেখানে এলো তা নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা। স্থানীয় বাসিন্দারা সেই ভোটার কার্ডগুলি পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দিলে পুলিশ ভোটার কার্ড গুলি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। প্রাথমিকভাবে লক্ষ্য করা যায় সেই ভোটার কার্ড গুলিতে কোচবিহার কোতোয়ালি থানা এলাকার ঠিকানা রয়েছে।

বিজ্ঞান প্রদর্শনী মেলা অনুষ্ঠিত

দুরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ১৯ মার্চ ঃ পূর্বস্থলী ২ ব্লকের পূর্বস্থলী পঞ্চায়েতের অন্তর্গত নীলমণি ব্রহ্মচারী ইনস্টিটিউশনে বিজ্ঞান প্রদর্শনী মেলা অনুষ্ঠিত হলো এদিন মঙ্গলবার। এদিনের এই মেলায় ছাত্র-ছাত্রীরা সমাজে দূষিত করা থার্মোকলকে পেট্রোল এর মাধ্যমে কিভাবে আঠা বানানো যায় বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তা তৈরি করেছেন, একই সাথে কোনরকম ব্লু টুথ ওয়াইফাই ব্যবহার না করে কিভাবে মিউজিক সিস্টেম চালানো যায় তার পদ্ধতি বার করেছে তারা। মূলত এই সমস্ত উদ্ভাবনী শক্তির দ্বারা কিভাবে সেগুলিকে বাজারজাত করা যায় সেই বিষয় গুলির কথা মাথায় রেখেই এই বিজ্ঞান মেলার আয়োজন বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায়, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঝুমা তরফদার, শিক্ষার কর্মাধ্যক্ষ পল্লব ঘোষাল, পঞ্চায়েত প্রধান অনিন্দিতা রায়, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক উত্তম বসাক সহ আরো অনেকে। এদিন স্কুলে প্রায় ৩০ টির মতো স্টল হয় বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে এই বিজ্ঞান প্রদর্শনী মেলায়।

জয়নগরে আরও মিলতে পারে আর ও প্রত্নসামগ্রী বলে মনে করেন প্রত্নগবেষকেরা

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১৯ মার্চ ঃ সুন্দরবনের জয়নগর থানা এলাকা থেকে আবার মিললো প্রত্নসামগ্রী। চাষের কাজে কোপ দিতেই মিললো প্রত্নসামগ্রী। ইতিহাস থেকে জানা যায়, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় আদিগঙ্গাকে কেন্দ্র করে জলপথে ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপক বিস্তার ঘটেছিল একসময়। শ্রী চৈতন্য নীলাচল যাত্রা করেছিলেন এই পথেই। আর সেই পথেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল এই সব প্রত্নসামগ্রী। কিছুদিন আগে জয়নগর থানার জাঙ্গালিয়া পঞ্চায়েতের নমাজগড় এলাকায় চাষের কাজের জন্য মাটি খুঁড়তে গিয়েছিলেন কিছু চাষি। মাটিতে কোদালের কোপ পড়তেই বেরিয়ে আসে মাথার খুলি, টেরোকাটোর জিনিসপত্র, পাথরের টুকরো-সহ নানা প্রত্নসামগ্রী। প্রত্নতত্ত্ব গবেষকদের অনুমান, এই সব জিনিস প্রায় হাজার বছরের প্রাচীন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেল , মাটি খোঁড়ার সময়ে মাথার খুলি মিলতেই 'কঙ্কাল' উদ্ধার হয়েছে বলে শোরগোল পড়ে যায় এলাকায়। জয়নগর থানার পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশে এসে খুলিটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। ওই কঙ্কালের সঙ্গেই আরও কিছু টেরাকোটার জিনিসপত্র এবং নানা পাথরের টুকরোও পাওয়া যায় মাটির নীচ থেকে। প্রাথমিক ভাবে সে সব নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের তেমন উৎসাহ না থাকলেও খবর পেয়ে এলাকায় চলে আসেন একাধিক প্রত্নতত্ত্ব গবেষক। জিনিসগুলি খতিয়ে দেখে তাঁরা অবাক হন। সুন্দরবনের প্রাচীন প্রত্নতত্ত্ব গবেষক দেবীশঙ্কর মিদ্যা বলেন, এই সব জিনিস ৭০০ থেকে দু'হাজার বছরের পুরনো। দেখে মনে হচ্ছে শুঙ্গ, কুষাণ যুগের জিনিস। এর প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব রয়েছে। ওই জায়গায় খোঁজ করলে আরও এই রকম জিনিস মিলতে পারে। ইতিহাস থেকে জানা যায়, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় আদিগঙ্গাকে কেন্দ্র করে জলপথে ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপক বিস্তার ঘটেছিল একসময়। শ্রীচৈতন্য নীলাচল যাত্রা করেছিলেন এই পথেই। তারও আগে যে এই পথে যাতায়ত ছিল তাঁর ও প্রমাণ মিলেছে বিভিন্ন সময়। গবেষকদের একাংশ মনে করছেন, ওই এলাকায় আদি গঙ্গার ঘাট ছিল। সেই সূত্রেই এই সব জিনিসপত্র এখানে পাওয়া যেতে পারে। জনপদ থাকার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। স্থানীয় প্রত্নতত্ত্ব গবেষক সঞ্জয় ঘোষ ও উজ্জ্বল সর্দার এই ব্যাপারে বলেন, কয়েকবছর আগে ওই এলাকার কাছেই ঢোষা, তিলপিতে এর আগে কুষাণ যুগের নিদর্শন মিলেছে। দু'হাজার বছর আগে এই এলাকায় জনপদ ছিলো। তাঁর প্রমান মিলেছে। কিন্তু সুন্দরবনের গবেষকদের অভিযোগ, প্রশাসনের তরফে সে ভাবে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। উদ্ধার হওয়া জিনিসপত্র সংরক্ষণেও তেমন কোনো উদ্যোগ নেই। ওই এলাকায় আরও খোঁড়াখুঁড়ি নিয়েও তেমন পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি এখনো পর্যন্ত। বারুইপুরের মহকুমাশাসক চিত্রদীপ সেন এই বিষয়ে বললেন, এই ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোনও তথ্য এখনও মেলেনি। তবে এই বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

মাটি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্যে ভাগীরথীর ভাঙ্গন শুরু কালনায়

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৯ মার্চ ঃ দিনে রাতে মাটি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য, এর পাশাপাশি ভাগীরথীর জল কমে যাওয়ায় ভাঙ্গন শুরু হয়েছে পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের নিচু জাপট এলাকায়। সোমবার রাত থেকে শুরু হয় ভাঙ্গন। মঙ্গলবার সকাল হতেই সেই ভাঙ্গনের চেহারা হয়েছে আরো ভয়ংকর। ভাঙ্গনের মুখে ক্ষতিগ্রস্ত একাধিক বাড়ি যার মধ্যে বর্তমানে তিনটি বাড়ি একদম ভাঙ্গনের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। স্থানীয় এলাকার বাসিন্দা সত্য পাল, কুটি পাল এবং গনেশ পাল এর বাড়ি ভাঙ্গন থেকে মাত্র ১০ মিটার দূরত্বে। এলাকাবাসীরা জানাচ্ছেন, মাটি মাফিয়ারা অবৈধভাবে অনবরত মাটি কেটে নিয়ে যাচ্ছে ভাগীরথীর বুক থেকে। বছর খানেক আগে তৃণমূল সরকারের আমলে বালির বস্তা দিয়ে ভাঙ্গন রোধের জন্য পাড় বাঁধানোর চেষ্টা হয়েছিল। এরপর এক বছর ঘুরতে না ঘুরতেই সেই বালির বস্তা চলে যাচ্ছে নদী গর্ভে। মঙ্গলবার বেলা বারোটা নাগাদ বর্ধমান পূর্ব লোকসভার বাম প্রার্থী নিরব খাঁ উপস্থিত হয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে যান। তিনি বলেন, বাম সরকারের আমলে যে কাজ হয়েছিল তা এতদিন চলেছে, এরপর যা হয়েছে তা তো চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছে মানুষ। এই সরকারের আমলে সর্বত্র চলছে লুঠতরাজ। বালি, পাথর, কয়লার পাশাপাশি বাদ যাচ্ছে না মাটিও।

দীর্ঘদিনের সহকারী শিক্ষককেই প্রধান শিক্ষক করার দাবিতে রাস্তা অবরোধ

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৯ মার্চঃ সহকারী শিক্ষক বিশ্বনাথ রায় কেই করতে হবে হেডমাস্টার এমনই দাবি নিয়ে স্কুলের পড়ুয়া থেকে অভিভাবক এবং গ্রামবাসীরা করলেন পথ অবরোধ। প্রায় ৩০ মিনিট চলল নিমতলা বাজার কালনা কাটোয়া এসটিকে রোডের উপর অবরোধ। পরবর্তী সময় নাদনঘাট থানা পুলিশের আধিকারিকরা গিয়ে অবরোধ তুলে দেয়। জানা গেছে, ২০০০ সাল থেকে বিশ্বনাথ রায় সহকারী শিক্ষক হিসাবে চাপাহাঁটি জিএসএফপি বিদ্যালয় শিক্ষক হিসাবে রয়েছেন তিনি। আর ওই স্কুলে হেডমাস্টার হিসেবে অন্য আর একজনের নাম ঘোষণা হতেই, স্কুলের পড়ুয়া থেকে অভিভাবকরা এদিন পথ অবরোধ বিক্ষোভে সামিল হন। তাদের দাবি দীর্ঘদিন ধরে ২৪ বছর ধরে ওই স্কুলে শিক্ষকতা করছেন। সিনিয়ারিটির দিক থেকে তিনি প্রধান শিক্ষকের যোগ্য। তাকেই প্রধান শিক্ষক করতে হবে। স্থানীয় গ্রামবাসী মিনু দেবনাথ, সন্ধ্যা দেউরিরা জানিয়েছেন, বিশ্বনাথবাবু দীর্ঘদিন ধরে ওই স্কুলে শিক্ষকতা করছেন শুধু তাই নয়, উনি হাতে করে যাদের শিক্ষাদান করেছেন তাদের অনেকেই এখন চাকরী করে সুপ্রতিষ্ঠিত। তিনি অত্যন্ত আন্তরিকভাবে শিশুদের শিক্ষাদান করেন। অত্যন্ত বিনয়ী ও ভাল মানুষ তিনি। প্রতিটি ছাত্রছাত্রীকে স্নেহ ও ভালবাসা দিয়ে শিক্ষাদান করেন তিনি। তাই এমন একজন শিক্ষককে প্রধান শিক্ষক হিসাবে পেতে চান সকলেই। এই দাবি নিয়েই পথ অবরোধে সামিল হয়েছেন তারা। স্কুলের বর্তমান ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক কমল মঙ্গল নাথ জানান, ছাত্রছাত্রী ও অবিভাবকরা আবেগের সাথে যে কাজ করেছে তা একজন শিক্ষকের জীবনে বড় পাওনা। তিনি নিজেও চান বিশ্বনাথবাবু প্রধান শিক্ষকের চেয়ারে বসুন। বিশ্বনাথবাবুর অধীনে থেকেই তিনি শিক্ষকতার কাজ চালিয়ে যেতে পারলে অত্যন্ত খুশী হবেন। যার জন্য ছাত্রছাত্রী ও অবিভাবকদের এই বিক্ষোভ সেই সহকারী শিক্ষক বিশ্বনাথ রায় জানিয়েছেন, ছাত্র ও অভিভাবকরা আবেগে এই বিক্ষোভ করেছে। সরকারি প্যানেল অনুযায়ী প্রধান শিক্ষক এখানে আসবেন সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা কিভাবে খবর পেয়েছে যে অন্য একজন প্রধান শিক্ষক এই স্কুলে আসছেন। তাই তারা বিক্ষোভ জানিয়েছে। ছাত্র-ছাত্রী থেকে গ্রামবাসীদের এই আন্দোলনে তিনি হেডমাস্টার না হয়েও হেডমাস্টার হয়ে গেছেন বলেও এদিন আবেগ সঞ্চারিত হয়ে জানালেন তিনি। উল্লেখ্য, ২০০০ সাল থেকে ওই স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন বিশ্বনাথ রায় নামের ওই সহকারী শিক্ষক। এর আগে একাধিকবার প্রধান শিক্ষক হিসাবে প্রোমোশন পেয়ে অন্য স্কুলে চলে যাবার সুযোগ থাকলেও স্কুল, ছাত্রছাত্রী ও সহকারী শিক্ষকদের প্রতি ভালবাসার টানে সেই সুযোগ নেন নি তিনি। বর্তমানে শিক্ষকদের নিয়ে অনেকরকম অভিযোগ শোনা গেলেও বিশ্বনাথ রায় যে একজন ব্যতিক্রমি শিক্ষক সেই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

এগরাতে প্রচারে জুন

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ১৯ মার্চ ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরাতে ভোট প্রচারে এলেন মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্রর তৃণমূল প্রার্থী জুন মালিয়া। প্রথমে এগরা মাজারে চাদর চড়িয়ে শ্রদ্ধা জানান জুন মালিয়া । পরে কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে পদযাত্রা সহকারে এগরা হট্টনাগর মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রচার শুরু করেন। জুন মালিয়া জানান, আমি এগরা থেকে প্রথম লোকসভা ভোটের প্রচার শুরু করলাম বিভিন্ন জায়গায় সকলের আশীর্বাদ নিয়েছি এখন ঠাকুরের আশীর্বাদ নিলাম । এতো ভালোবাসা যখন পাচ্ছি , এতো আন্তরিকতা যখন পাচ্ছি স্বতঃপূর্ত ভাবে তাই বাবার কাছে এই প্রার্থনা করে গেলাম বাংলার মানুষ যেনো তাদের অধিকার অর্জন করে নিতে পারে।

মর্মান্তিকভাবে মৃত্যু রিকশা চালকের

দুরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ১৯ মার্চ ঃ ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার দুপুরে নবদ্বীপ পৌরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের দণ্ডপানিতলা বাই লেনে। ঘটনার জেরে এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে তীব্র চাঞ্চল্য। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নবদ্বীপ থানার পুলিশ। রিকশার হ্যান্ডেলে অচৈতন্য হয়ে পড়া ওই রিক্সা চালককে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে নবদ্বীপ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে, কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। হাসপাতাল ও পরিবার সূত্রে জানতে পারা যায় মৃত ওই রিকশা চালকের নাম বিশু ওরফে বিশ্বনাথ সাধুখাঁ। বয়স আনুমানিক ৪৮ বছর। ঘটনা জেরে পরিবারে নেমে আসে শোকের ছায়া। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, নবদ্বীপ পৌরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের দণ্ডপানিতলা রোডের বাসিন্দা পেশায় রিকশা চালক বিশ্বনাথ সাধুখাঁ প্রতিদিনের মতো সকালে বেরিয়েছিলেন রোজগারের উদ্দেশ্যে। মঙ্গলবার দুপুর প্রায় একটা নাগাদ বাড়ি ফেরার পথে দণ্ডপানিতলা বাই লেনে হঠাৎই রিকশাতেই অচৈতন্য হয়ে লুটিয়ে পড়ে বিশ্বনাথ। স্থানীয়রা জানান, দুপুর একটা থেকে প্রায় আড়াইটা পর্যন্ত ওই রিকশাতেই অচৈতন্য হয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায় তাকে। পরে ঘটনার বিষয় থানায় জানালে ঘটনাস্থলে এসে বিশুকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ।

''আমার জীবনে আর কিছু পাওয়ার নেই'' প্রচারে বেড়িয়ে বললেন রচনা

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৯ মার্চ ঃ ভোট প্রচারে বেরিয়েছেন হুগলির তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী তথা অভিনেত্রী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতিমধ্যেই সিঙ্গুরে প্রচার করে এসেছেন তিনি। আর মঙ্গলবার তিনি প্রচারে বেরলেন চন্দননগরে। বললেন, আমার জীবনে আর কিছু পাওয়ার নেই। রচনা বলেন, আমি নাম করে নিয়েছি। খ্যতি আছে। এখন যদি জীবনের শেষ পনেরো কু।টি বছর মানুষের জন্য কিছু করতে পারি তাহলে আমি খুশি হব। জীবনে আমার আর কিছু পাওয়ার নেই। আমি দিদি নম্বর এক হতেই হুগলিতে এসেছি। মানুষের প্রতি আস্থা বিশ্বাস আছে তাই বলছি আমি জিতব। একই সঙ্গে তাঁর টিভি শো 'দিদি নম্বর ১' করা নিয়ে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে সেই প্রসঙ্গেও মুখ খোলেন অভিনেত্রী। বললেন, এটা নিয়ে বিতর্কের কিছু নেই। বেসরকারি টেলিভিসনে চ্যানেলে অনুষ্ঠান করা যাবে না। এটা কে বলেছে? কোথাও লেখা নেই। বস্তুত হুগলির তৃণমূল প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচারের মঙ্গলবার চতুর্থ দিন। মঙ্গলবার চন্দননগরের বোড়াইচণ্ডি মন্দিরে পুজো দিয়ে, পাশের মাজারে চাদর চরিয়ে প্রচার শুরু করেন হুগলির তারকা প্রার্থী। তাকে দেখতে যথারীতি ভীড় জমে রাস্তার দু'ধারে। বোড়াইচণ্ডীতলা থেকে বেরিয়ে বিন্দুবাসিনী পাড়া হয়ে লক্ষ্মীগঞ্জ বাজার, উর্দ্দি বাজারের বিভিন্ন পাড়ায় প্রচার করেন রচনা। পরে একটি লজে খাবার খান তিনি।

ঠান্ডা পানীয়তে গলা ভিজিয়ে খোয়া গেলো টাকা ও মোবাইল!

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৯ মার্চ ঃ ঠান্ডা পানীয়তে গলা ভিজিয়ে খোয়া গেলো টাকা, মোবাইল ফোন! পানীয়ের সঙ্গে মাদক পান করিয়ে কেপমারি চন্দননগর হাসপাতালে! পরে ঘটনাস্থলে গিয়ে মাথা ফাটল একজনের। হরিপালের বাসিন্দা শেখ মহম্মদ ওলিউল্লা, শ্রীমন্ত সিং ডানকুনির আউজুল মল্লিক। এই তিনজনেরই নিকট আত্মীয় ভর্তি চন্দননগর হাসপাতালে। অ্যানেক্স বিল্ডিংয়ের সামনে আরও অনেকের সঙ্গে তাঁরা রাত জাগছিলেন। সেই সময় এক মাঝ বয়সী ব্যক্তি তাঁদের সঙ্গে আলাপ জমায়। কিছুক্ষণ কথাবার্তা এবং খোঁজ খবর নেওয়ার পর তাঁদের ফ্রুটি খেতে দেয়। তিনজনেই অল্প করে সেই সুস্বাদু পানীয়তে চুমুক দেন। কয়েক মুহুর্তেই প্রায় অচেতন হয়ে পড়েন তিনজনেই। মঙ্গলবার সকালের দিকে কোনওমতে চোখ খোলেন তাঁরা। সেই সময়ই দেখতে পান, মোবাইল ও টাকা গায়েব। মহঃ ওলিউল্লা উঠে শৌচালয়ে যান কোনওমতে। কিন্তু, মাদকের প্রভাবে মাথা ঘুরে পড়ে যান তিনি। ফাটে মাথাও। এরপর তাঁর প্রাথমিক চিকিৎসা করানো হয় হাসপাতালেই। মাদকের প্রভাব এতটাই যে উঠে দাঁড়াতে পারছেন তাঁরা কেউই। অনেক সময় অসংলগ্নভাবে কথা বলছিলেন তাঁরা। মহঃ ওলিউল্লা বলেন, 'আমি রোজা করি। গত রাতে একজন বলল একটু জুস খান। খাওয়ার পর আর হুঁশ ছিল না। সকালে উঠে মুখ ধুতে গিয়ে পরে যাই। সেই সময় গা হাত- পা টলমল করছিল। আচমকাই শক্তি হারিয়ে পড়ে যাই। হাসপাতালে অনেক ধরনের মানুষ আসেন। কর্তৃপক্ষের নিরাপত্তা নিয়ে ভাবা দরকার।' এই ঘটনায় রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে। যদিও রোগীর পরিজনদের একাংশের দাবি, এর আগেও সেখানে কেপমারির ঘটনা ঘটেছে। তবে এভাবে জুস খাইয়ে কেপমারি করার ঘটনা প্রথমবার বলেই দাবি অনেকেরই।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর হাতে আটক ৩ রোহিঙ্গা

মালিগাঁও, ১৯ মার্চ ঃ ১৭ মার্চ, ২০২৪ তারিখে আগরতলা রেলওয়ে স্টেশন থেকে ৩ জন রোহিঙ্গাকে আটক করে উত্তর - পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ)। আগরতলা রেলওয়ে স্টেশনে রুটিন তল্লাশি চালানোর সময় আরপিএফ ও জিআরপি-এর একটি যৌথ দলের চোখে পড়ে এক দল মানুষের সন্দেহজনক গতিবিধি। জিজ্ঞাসাবাদের সময় তারা কোনও বৈধ নথিপত্র দেখাতে পারেনি। পরে তারা জানায় যে ভারতে তারা অবৈধভাবে প্রবেশ করেছে এবং ট্রেন নং. ১৩১৭৪ (কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্রেস) করে তারা আগরতলা থেকে পালানোর পরিকল্পনা করেছিল। এরপর এই রোহিঙ্গাদের আটক করা হয় এবং পরবর্তী আইনি পদক্ষেপের জন্য ধৃতদের অফিসার ইন-চার্জগভমেন্ট রেলওয়ে পুলিশআগরতলার হাতে তুলে দেওয়া হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে সমগ্র উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে জোন থেকে মোট ৩৪০ জন অবৈধ অনুপ্রবেশকারীকে (রোহিঙ্গা / বাংলাদেশি)আরপিএফ আটক করে। স্টেশন ও ট্রেনগুলিতে নিয়োজিত আরপিএফ কর্মীরা সবসময় সতর্ক থাকেন এবং সীমান্ত অঞ্চল থেকে অবৈধ অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধেও সর্বদা সতর্ক নজরদারি রাখেন। অবৈধ অনুপ্রবেশ প্রতিরোধের জন্য রেলওয়ে স্টেশন ও ট্রেনগুলিতে আরপিএফ নিয়মিত তল্লাশি অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে।

বিশেষ বৈঠক

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৯ মার্চ ঃ ২৪ এর লোকসভার দামামা বাজিয়েছে নির্বাচন কমিশন। সারা দেশের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গেও সাত দফায় নির্বাচন হতে চলেছে। নির্বাচন ঘোষণার পর থেকেই লাগু হয়েছে আদর্শ আচরণ বিধি। সেই আদর্শ আচরণ বিধি নিয়ে মঙ্গলবার সকালে জেলা প্রশাসনিক ভবনের কনফারেন্স হলে বিশেষ বৈঠক আয়োজিত হল। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মালদা জেলাশাসক নীতির সিংহানিয়া অতিরিক্ত জেলাশাসক পীযূষ সালুঙ্খে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সহ সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে প্রশাসনিক আধিকারিকরা বৈঠক করেন। বৈঠকে রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা নিজেদের অভিযোগ তুলে ধরেন।

হাওড়া পৌর নিগম

৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, ১১০ হাওড়া-৭১১১০১

ফোন ঃ ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১ / ১২ / ১৩, ফ্যাক্স ঃ ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ www.myhmc.in

ইডি/ ১১ / পি এবং জি / ২৩-২৪ তারিখ ঃ ১৪.০৩.২০২৪

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে নির্বাহী প্রকৌশলী (পি এন্ড জি), এইচএমসি দ্বারা এমপিএলএডি স্কিমের অধীনে ২টি বিভিন্ন কাজের জন্য স্বনামধন্য, সম্পদশালী এবং একই ধরনের কাজের পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা থাকা ঠিকাদারদের কাছ থেকে। বিশদভাবে সম্পর্কিত তথ্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং পি জি বিভাগ থেকে পাওয়া যাবে https// :wbtendes.gov.in বিড জমা দেওয়ার (অনলাইন) শেষ তারিখঃ ২৩.০৩.২০২৪ সন্ধ্যা ৬.০০ পর্যন্ত। টেন্ডার আইডি দেখুন- 2024_MAD_685732. এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনো কারণ ছাড়াই যেকোনো আবেদন গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

324(2)/ 23-24
15.3.24

এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
হাওড়া পৌর নিগম

Office of the Board of Administrators
BUNIADPUR MUNICIPALITY
PO-Buniadpur, Dist-Dakshin Dinajpur, Pin:733121
e-TENDER

Tender are hereby Date Corrigendum from the eligible contractors/suppliers for the different works as specified in NIT No.-380/BPM/N-157/2024 dated-29/02/2024, (Closing date-23/03/2024, 11.00 AM). For details please contact the office of the Chairperson, Buniadpur Municipality, and Dakshin Dinajpur.

Sd/- Chairperson
Buniadpur Municipality

পূর্ব রেলওয়ে

সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ইএল–এএসএন –কন–টিআরডি– ১৫২–২০২৪–এনআইটি, টেন্ডার নং.ঃ ইএল–এএসএন –কন–টিআরডি–১৫২–২০২৪, তারিখঃ ১৬.০৩.২০২৪। ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (কন), পূর্ব রেলওয়ে, ৩৭১, তেলকল ঘাট রোড, হাওড়া–৭১১ ১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য পর্যাপ্ত আর্থিক ক্ষমতা এবং পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা সহ অভিজ্ঞ ইলেকট্রিক্যাল কন্ট্র্যাক্টর, পার্টনারশিপ ফার্ম ইত্যাদির কাছ থেকে ই–টেন্ডারিং পদ্ধতির মাধ্যমে ওপেন টেন্ডার আহ্বান করছেন। **কাজের নামঃ** পূর্ব রেলওয়ের আসানসোল ডিভিসনে (ক) সীতারামপুরে বাইপাস লাইন নির্মাণ, (খ) অন্ডাল – দুর্গাপুর স্টিল এক্সচেঞ্জ ইয়ার্ড এবং এম্পটি ইয়ার্ড/অন্ডালে পরিকাঠামো ত্রুটি সম্পর্কিত পরিকাঠামোর উন্নয়ন সম্পর্কিত কাজে ২৫ কেভি এ.সি. সিঙ্গল ফেজ ওভারহেড ইক্যুইপমেন্ট, এলটি সাপ্লাই ট্রান্সফর্মার এবং স্যুইচিং স্টেশন ইত্যাদি সরবরাহ, নির্মাণ, পরীক্ষণ ও চালুকরণ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৫,৭৯,৫১,৮৮২.৬০ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ৪,৩৯,৮০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্যঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ২৪ মাস। **বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ০৮.০৪.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা। উপরে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ে অথবা তার পূর্বে এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে উপরে উল্লিখিত ''টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য'' এবং ''বায়না মূল্যের'' অনলাইন পেমেন্টের পরে **www.ireps.gov.in** থেকে টেন্ডার নথিপত্র ডাউনলোড করা যাবে এবং সেখানেই বিড জমা করা যাবে। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে উপরে উল্লিখিত সকল নথিপত্র সহ এবং সর্বতোভাবে পূরণ করা টেন্ডার **www.ireps.gov.in**–তে আপলোড করতে হবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই–টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিডিং জমা করতে হবে। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল করে দেওয়া হবে। টেন্ডার নথিপত্র, বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, সময়ে সময়ে ইস্যুকৃত সংশোধনী (যদি থাকে) এবং অন্যান্য প্রাথমিক তথ্যাদি **www.ireps.gov.in** –তে পাওয়া যাবে। এই টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (কন), ৩৭১, তেলকল ঘাট রোড, হাওড়া–৭১১১০১ অফিসের নোটিস বোর্ডে দেখা যাবে।

CON-105/2023-24

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

HDFC BANK
আমরা বুঝতে পারি আপনার পৃথিবী

রেজিস্টার্ড অফিসঃ এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক হাউস, সেনাপতি বাপত মার্গ, লোয়ার পার্ল (পশ্চিম), মুম্বই- ৪০০০১৩ এবং এটির একটি অফিস হিসাবে রয়েছে

খুচরা পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা, এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেড, ১ম তলা, আই-থিঙ্ক টেকনো ক্যাম্পাসে, কাঞ্জুরমার্গ (পূর্ব), মুম্বাই - ৪০০০৪২

বিক্রয়ের তথ্য এবং বিক্রয়ের জন্য পাবলিক নোটিশ এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেডের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সিকিউরিটিজ

এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেডের (''ব্যাঙ্ক'') নীচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতাদের এতদ্বারা সিকিউরিটিজের বিরুদ্ধে ঋণ / ওভারড্রাফ্টের প্রকৃতিতে ক্রেডিট সুবিধা নেওয়ার জন্য ব্যাঙ্কের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সিকিউরিটিজ বিক্রির বিষয়ে অবহিত করা হল।

সম্মত ঋণের শর্তানুযায়ী বকেয়া পাওনা পরিশোধে ঋণগ্রহীতাদের ক্রমাগত খেলাপি হওয়ার কারণে, নিচের লোন অ্যাকাউন্টগুলো বকেয়া অবস্থায় রয়েছে। ব্যাঙ্ক এই ঋণগ্রহীতাদের একাধিক নোটিশ জারি করেছে, যার মধ্যে নিম্নোল্লিখিত তারিখে চূড়ান্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি সহ, যার মাধ্যমে, ব্যাঙ্ক অঙ্গীকারের আবেদন করেছিল এবং নীচের অ্যাকাউন্টগুলিতে সমস্ত বকেয়া পাওনা পরিশোধ করতে ঋণগ্রহীতাকে ৭ দিনের সময় প্রদান করেছিল, যা ব্যর্থ হয়। ব্যাংক এই বিষয়ে পরবর্তী নোটিশ জারি না করে বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজ বিক্রি করার স্বাধীনতায় থাকবে।

ঋণগ্রহীতারা অবহেলা করেছেন এবং বকেয়া পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই, ঋণগ্রহীতা হিসেবে ব্যাংক তার অধিকার প্রয়োগে ঋণগ্রহীতাদের পাওনা পরিশোধের জন্য **২৭ মার্চ ২০২৪** তারিখে বা তার পরে সিকিউরিটিজ বিক্রি নিস্পত্তি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ব্যাংক. ঋণগ্রহীতাদের এও অবহিত করা হয় যে, যদি কোনো সময়ে, বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজের মূল্য স্টক মার্কেটের অস্থিরতার কারণে আরও কমে যায় যাতে মার্জিনের প্রয়োজনে আরও ঘাটতি তৈরি হয়, তাহলে ব্যাঙ্ক তার বিবেচনার ভিত্তিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ জামানত একের মধ্যে বিক্রি করবে (১) ক্যালেন্ডার দিন, এই বিষয়ে আর কোন বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই। ঋণগ্রহীতা(রা) যে কোনো অবশিষ্ট বকেয়া অর্থ পরিশোধের জন্য ব্যাংকের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সিকিউরিটিজ বিক্রি থেকে আয়ের সমন্বয়ের পরে।

ক্রম নং	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহীতাদের নাম	বকেয়া পরিমাণ ১৭ জানুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত	বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি তারিখ
১	xxxx0749	সায়নেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪৮,৯৯০.৪৩	১৬ মার্চ ২৪
২	xxxx8696	সুরথ ঘোষ মজুমদার	৮২৯,৬৭২.৬৮	১৬ মার্চ ২৪
৩	xxxx2072	অলোক চক্রবর্তী	৬৫৩,৩৫০.৮৬	১৬ মার্চ ২৪
৪	xxxx5471	পায়েল ঘোষ	৩০৭,৩৩১.০৭	১৬ মার্চ ২৪
৫	xxxx7219	সংমিত্রা চক্রবর্তী	৬০১,৩৪২.৩৬	১৬ মার্চ ২৪
৬	xxxx9134	সৌমিক কর	৮৩,৫৩৮.৪৪	১৬ মার্চ ২৪
৭	xxxx4620	বীরেন্দ্র নারায়ণ বসাক	১,৮১৫,৫৪০.৮২	১৬ মার্চ ২৪

তারিখ- ২০ ।৩ ।২০২৪
স্থান- পশ্চিমবঙ্গ

স্বা /-
এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

ওপেন টেন্ডার নং. - ডিওয়াই.ইএলএ/২০/ ইটিপি/৩৯জি. ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে নিম্নলিখিত কাজের জন্য অভিজ্ঞ এবং আগ্রহী ঠিকাদারদের থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নামঃ** দুই (০২) বছরের জন্য সিএলডব্লু-র পেন্ট শপ এইএল-১৬-তে বর্জ্য পরিশোধন প্ল্যান্ট (ইটিপি)-র পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের চুক্তি। **পরিমাণঃএক(০১)টি প্ল্যান্ট। কাজের মূল্য (টাকায়):**₹৮,৬৯,০৬৭.৬২। **দরপ্রস্তাব জামিন (টাকায়):** ₹১৭,৪০০/-। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** ০২ (দুই) বছর। **অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ০৩.০৪.২০২৪ **তারিখ বিকেল ৩টে।** টেন্ডার এবং টেন্ডারের বয়ান সংক্রান্ত বিশদ তথ্য ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে **www.ireps.gov.in.**

পিআর৭/৩৫১ ডেপুটি সিএমই/ইএলএ/সিএলডব্লু/সিআরজে

Like us on: www.facebook.com/clwrailways

ডিএ সেটের এসকর্টিং, অপারেশন

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. এসআৰ. ডিইই/ এলএমজি/৪৩ অফ ২০২৩-২৪ তারিখ ১৪-০৩-২০২৪। নিম্নে উল্লেখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারি দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ **ক্রমিক নং. ১**। **টেণ্ডাৰ নং. ইএল/এলএম/২৩-২৪/২৬-আৰটি**। **কাজের নামঃ** শিলচর কোচিং ডিপোতে ০২ (দুই) বৎসরের জন্য শিলচর থেকে যাত্রা প্রারম্ভ করা বিভিন্ন রেকের পাওয়ার কারসমূহে সংলগ্ন ৫০০ কেভিএ ৭৫০ ভি ডিজি সেটের এ চেক এবং ডিএ সেটের এসকর্টিং, অপারেশন। **টেণ্ডার রাশিঃ ৬৮,৬০,০৬৬.১৬** টাকা। **বায়না রাশিঃ ১,৩৭,২০০/-** টাকা। **ই-টেণ্ডার বন্ধ হবে ২৮-০৩-২০২৪** তারিখের **১১.০০** বজাত **খোলা যাবে ২৮-০৩-২০২৪** তারিখের **১১.৩০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্র সহিত সম্পূর্ণ সবিশেষ **২৮-০৩-২০২৪** তারিখের **১১.০০** ঘন্টায় **http://www.ireps.gov.in** এ উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ. ডিইই/জিএণ্ডঅপি, লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

বারমেঢ়–হাওড়া–বারমেঢ় হোলি স্পেশাল ট্রেনের সংশোধিত স্টপেজ

হাওড়া ও বারমেঢ়-এর মধ্যে হোলি স্পেশাল ট্রেন যথা ০৪৮১৩/০৪৮১৪ **বারমেঢ়–হাওড়া–বারমেঢ় স্পেশাল** ট্রেনটি গোবিন্দপুরী স্টেশনের পরিবর্তে **কানপুর সেন্ট্রাল** স্টেশনে নিম্নলিখিত সময়সূচী অনুযায়ী থামবে ঃ

বারমেঢ়–হাওড়া স্পেশাল			(০৪৮১৩) (০৪৮১৪)	হাওড়া–বারমেঢ় স্পেশাল		
দিন	পৌঁছবে	ছাড়বে	স্টেশন	পৌঁছবে	ছাড়বে	দিন
মঙ্গলবার	—	০০.১৫	↓ বারমেঢ়	০৪.৩০	—	শনিবার
	১৯.০০	১৯.১০	কানপুর সেন্ট্রাল	১০.০০	১০.১০	শুক্রবার
বুধবার	১৬.০০	—	হাওড়া ↑	—	১৫.০০	বৃহস্পতিবার

অন্যান্য সকল নির্দেশাবলী অপরিবর্তিত থাকবে।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই–টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ এনআইটি/০২/২৪/১৮, তারিখঃ ১৮.০৩.২০২৪। প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, ৩য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, কলকাতা–৭০০০০১, পূর্ব রেলওয়ে নিম্নলিখিত আইটেম সরবরাহের জন্য ই–টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ক্রমিক নং.; টেন্ডার নং.; বিবরণ; ইএমডিঃ (১); ০১২৪১৪৩২;** ডেন্সিফায়েড থার্মাল বন্ডেড পলিয়েস্টার ব্লক ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০১.০৪.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২); ২২২৪৫১৯৩;** ট্যাব/ক্যাপ পালবোসিকলিব ১২৫ এমজি; ০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৩.০৪.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(৩); ০৮২৩১৪৭৪;** কন্ট্যাক্টর ৪ পোল এসি/ডিসি অপারেটেড ইত্যাদির প্রাপ্যতা; ০ টাকা। **(৪); ০৮২৩৫০১৯;** ২৬/৪৫ (৫২) কেভি (আইইসি-৬০১৮৩-২০১৫ অনুযায়ী) সিংগল কোর x ৬৩০ বর্গ মিমি স্ট্র্যান্ডেড সার্কুলার কপার কন্ডাক্টর; ২০০০০০০ টাকা। **(৫); ১১২৩১৫৮৩;** এলইডি লাইট ফিটিং ইত্যাদি; ৬১৪০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৪.০৪.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। (ক্রমিক নং ৩ থেকে ৫–এর জন্য)। **(৬); ১০২৩১১৩৬;** রোলার বিয়ারিং ইত্যাদির সেটের ক্রয়; ০ টাকা। **(৭); ১০২৩২১৪৯;** এলপিও মডিউল অ্যাসেম্বলী ইত্যাদি; ০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৫.০৪.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। (ক্রমিক নং ৬ এবং ৭ –এর জন্য)। **(৮); ১০২৩২১৩৪;** রিলে টাইপ ডিইউ (কিউওএ) ইত্যাদির প্রাপ্যতা; ৬৩৯৪০ টাকা। **(৯); ১০২৩২৫৭৩এ;** স্প্রিং হোল্ডার প্লেট অ্যাসেম্বলী ইত্যাদির প্রাপ্যতা; ৬৯৩৭০ টাকা। **(১০); ২১২৩১২৬৪বি;** ডোরওয়ে ক্রস বার প্রেসিং ইত্যাদির প্রাপ্যতা; ৬৬৫২০ টাকা। **(১১); ২১২৩১৪৬৮বি;** বিএমবিএস বোগীর জন্য ব্রেক হেড ইত্যাদি; ৪০৯৪২০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৮.০৪.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। (ক্রমিক নং ৮ থেকে ১১–এর জন্য)। **(১২); ১০২৩১১৪০;** রিলে কিউএফ ইত্যাদির প্রাপ্যতা; ০ টাকা। **(১৩); ১০২৩১৫৯৭;** এফ-১ সিলেক্টর ভালভ্ ইত্যাদি ক্রয়; ৫৮৮৬০ টাকা। **(১৪); ১১২৪১০০৭;** লোয়ার স্প্রিং বীম (১৩টি) ইত্যাদির প্রাপ্যতা; ০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৯.০৪.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। (ক্রমিক নং ১২ থেকে ১৪–এর জন্য)। **(১৫); ১০২৩১৫৯৯;** বোগী ফ্রেম বুশ ইত্যাদির সেট; ০ টাকা । **(১৬); ১০২৪১৯৩৫;** সিঙ্গল পোল সার্কিট ব্রেকারের সেট ইত্যাদি; ১৮৮১০ টাকা । **(১৭); ১৬২৩১০১৭;** সিঙ্গল পোল ভ্যাকুয়ামের প্রাপ্যতা; ৮৫৪৪০ টাকা। **(১৮); ১৬২৩১০৪৮;** স্টীল ওয়্যার রোপের প্রাপ্যতা; ০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১০.০৪.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং ১৫ থেকে ১৮–এর জন্য) **(১৯); ১০২৩২৪৮৪;** হ্যান্ডেল সহ ক্লেভিসের প্রাপ্যতা ইত্যাদি; ৬৭৮২০ টাকা। **(২০); ১০২৩২৫০৯এ;** কেবল হেড টার্মিনেশন ভার্টিক্যাল টেক ইত্যাদির প্রাপ্যতা; ১৮১১১০ টাকা। **(২১); ১০২৩২৫৭৮;** ট্রাইডেন্ট মেক এয়ার-ড্রায়ার স্পেয়ার কিট ইত্যাদির প্রাপ্যতা; ৮৪২৬০ টাকা। **(২২); ১১২৩১১১৩;** কলার সহ প্রোটেকটিভ টিউব ইত্যাদি; ০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১১.০৪.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং ১৯ থেকে ২২–এর জন্য)। **(২৩); ১০২৩২৩৬৫;** টু্য ওয়ে হর্ন ভালভ্ অ্যাসেম্বলী ইত্যাদি; ১২০০৩০ টাকা। **(২৪); ১০২৩৫০২০এ;** ইলেকট্রন বীম সিঙ্গল কোর কেবল ইত্যাদি; ২০১০৭০ টাকা। **(২৫); ১০২৩৫০২৭;** স্টেনলেস স্টীল পাইপ ফিটিংসের সেট ইত্যাদি; ০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১৫.০৪.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং ২৩ থেকে ২৫–এর জন্য)। **(২৬); ০৫২৩১০৯৯এ;** জার্নাল বিয়ারিং অ্যাসেম্বলী এএআর অ্যাপ্রুভড্ কার্ট্রিজ ট্যাপার রোলার বিয়ারিং ৬ ১/২"x১২" ক্লাস এফ; ২৭২০৬০ টাকা। **(২৭); ১০২৩১০৮১;** ট্র্যাকশন মোটরের জন্য বেলোর প্রাপ্যতা ইত্যাদি; ০ টাকা। **(২৮); ১০২৩১১০৮;** এলবো ইউনিয়ন ফিমেলের সেট; ১৫৪৪৬০ টাকা। **(২৯); ১০২৩৫০২৮;** ব্রাস পাইপ ফিটিংস; ০ টাকা। **(৩০); ১০২৪২২৯৫;** ইলেকট্রন বীম সিঙ্গল কোর কেবল ইত্যাদি; ০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১৬.০৪.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং ২৬ থেকে ৩০–এর জন্য)। **(৩১); ১০২৪১৪৭৭;** স্ট্রাইকার ব্লক ইত্যাদির প্রাপ্যতা; ০ টাকা। **(৩২); ১১২৩১৪১৩এ;** ওয়েস্ট বিন অ্যারেঞ্জমেন্ট; ৮৮৫৮০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১৭.০৪.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং ৩১ এবং ৩২–এর জন্য)। **(৩৩); ১০২৩১১৪১;** বি.এল. স্যুইচ বক্স ইত্যাদির প্রাপ্যতা; ৭৯৫৫০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১৮.০৪.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(৩৪); ১০২৩২০২৯;** মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্টের সেট ইত্যাদির প্রাপ্যতা; ১০০৭৮০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২২.০৪.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(৩৫); ১০২৪১৩৪৮;** ইলেকট্রিক লোকোর জন্য সিকোয়েন্স রিলে ইত্যাদি; ১১২৫০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৩.০৪.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(৩৬); ১০২৩১০৩৬এ;** ডিস্ক ভালভ্ অ্যাসেম্বলী ডায়া ১০০ (এলপি) ইত্যাদি; ১০৮৩৭০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৫.০৪.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(৩৭); ১০২৩১০৩৭;** ডিস্ক কাপলিং ইত্যাদি; ১৭২০৩০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৬.০৪.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(৩৮); ১০২৩১১০২;** এয়ার ড্রায়ারের জন্য স্পেয়ার্সের ওএইচ কিট; ১৮৪৮৪০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৯.০৪.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(৩৯); ১০২৩১১৫১;** আইওএইচ কিট ইত্যাদির প্রাপ্যতা; ১৯৪৪৩০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০২.০৫.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(৪০); ১০২৩১০৭৫এ;** পলিইউরেথেন স্প্রিং প্যাডস্ ইত্যাদি; ৫০৭৪০ টাকা। **(৪১); ১০২৩২৫২৯বি;** মিডিয়াম ফসফোরাস (কাস্ট আয়রণ) ব্রেক ব্লক; ১৩৩৩৭০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৬.০৫.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। (ক্রমিক নং ৪০ এবং ৪১–এর জন্য)। **(৪২); ১০২৩১৮৭৬এ;** কমিউটেটর স্যুইচের জন্য কন্ট্যাক্ট সেগমেন্ট অ্যাসেম্বলী ইত্যাদি; ১১৮১৮০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১৩.০৫.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **টেন্ডার মূল্যঃ** ০ টাকা (ক্রমিক নং ১ থেকে ৪২–এর জন্য)। **দ্রষ্টব্যঃ** উপরে উল্লিখিত টেন্ডারগুলি হল ই-টেন্ডার এবং আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **https://www.ireps.gov.in**–এর মাধ্যমে অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে সকল টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। উপরে উল্লিখিত টেন্ডার এবং অন্যান্য সরবরাহ টেন্ডারের আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন।

STORES-81/2023-24

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

DETAILED PUBLIC STATEMENT IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF REGULATIONS 13(4), 14(3), AND 15(2) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED, TO THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

BANGALORE FORT FARMS LIMITED

Corporate Identification Number: L51101WB1966PLC226442;
Registered Office: 16A, Brabourne Road 6th Floor, Kolkata, Kolkata -700001, West Bengal, India;
Contact Number: +91-90047-54433, **E-mail Address:** info@bangalorefortfarms.com; **Website:** www.bangalorefortfarms.com

Open Offer for acquisition of up to 12,47,844 Offer Shares representing 26.00% of the Voting Capital of Bangalore Fort Farms Limited, the Target Company, from Public Shareholders of the Target Company, at an offer price of ₹28.50/- per Offer Share, payable in cash, by Genesis Trade-Links Private Limited, the Corporate Acquirer 1, along with the individuals Mr. Vikash Singh, Acquirer 2, and Mrs. Nitu Singh, Acquirer 3, pursuant to and in compliance with the provisions of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition Of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended ('SEBI (SAST) Regulations') ('Offer').

This Detailed Public Statement is being issued by Swaraj Shares and Securities Private Limited, the Manager to the Offer, on behalf of the Acquirers in compliance with the provisions of Regulations 3 (1), and 4 read with Regulations 13 (4), 14(3), and 15(2) of the SEBI (SAST) Regulations, pursuant to the Public Announcement dated Wednesday, March 13, 2024 which was filed with SEBI, the Stock Exchanges, and the Target Company at its registered office, in compliance with the provisions of Regulations 3(1) and 4 and other applicable Regulations of the SEBI (SAST) Regulations. The Public Announcement was sent to SEBI, the Stock Exchanges, and to the Target Company on Wednesday March 13, 2024, in terms of Regulations 14 (1) and 14 (2) of the SEBI (SAST) Regulations.

I. DEFINED TERMS

For this Detailed Public Statement, the following terms have the meaning assigned to them herein below:

'Acquirer 1' or **'Corporate Acquirer'** for the purpose of this Offer is Genesis Trade-Links Private Limited having CIN: U51909WB2005PTC104820, bearing Permanent Account Number 'AACCG4903H' under the Income Tax Act, 1961, having registered office at Hasting Chambers, 2nd Floor, Room No 15, 7C Kiran Shankar Roy Road, Kolkata - 700001, West Bengal, India.

'Acquirer 2' for the purpose of this Offer is Mr. Vikash Singh, s/o Rajgrihi Singh, aged 46 years, Indian Resident, bearing Permanent Account Number 'ALQPS5001E', resident at 63B Kansari Para Road, Bhawanipore S.O., Kolkata - 700025, West Bengal, India.

'Acquirer 3' for the purpose of this Offer is Mrs. Nitu Singh, w/o Mr. Vikash Singh, aged 45 years, Indian Resident, bearing Permanent Account Number 'BVRPS6669E', resident at 63B Kansari Para Road, Bhawanipore S.O., Kolkata - 700025, West Bengal, India.

'Acquirers' for the purpose of this Offer collectively refers to Genesis Trade-Links Private Limited (Acquirer 1), Mr. Vikash Singh (Acquirer 2) and Mrs. Nitu Singh (Acquirer 3).

'BSE' is the abbreviation for BSE Limited is one of the stock exchanges, where presently the Equity Shares of the Target Company are listed.

'Board of Directors' the Board of Directors of the Target Company.

'Buying Broker' means Nikunj Stock Brokers Limited, the registered broker for this offer as appointed by the Acquirers, through whom the purchases and the settlement of the offer shall be made.

'CIN' is the abbreviation for the term Corporate Identification Number issued under the provisions of the Companies Act, 1956/ 2013, and the rules made thereunder.

'CSE' is the abbreviation for The Calcutta Stock Exchange Limited, being one of the stock exchanges, where presently the Equity Shares of the Target Company are listed.

'DIN' is the abbreviation for the term Director Identification Number issued and allotted under the companies Act 1956/ 2013, and the rules made thereunder.

'Escrow Account' refers Escrow Account opened in accordance with Regulation 17 of the SEBI (SAST) Regulations, under the name and style of **"BFFL - OPEN OFFER ESCROW ACCOUNT"** and **"BFFL - OPEN OFFER SPECIAL ACCOUNT"** with Axis Bank Limited, the Escrow Banker.

'Escrow Agreement' refers Escrow Agreement, dated Wednesday, March 13, 2024, entered amongst and between the Acquirers, Escrow Banker, and the Manger to the Offer.

'Escrow Amount' refers the amount aggregating to ₹90,00,000.00/- maintained by the Acquirers with the Escrow Banker, in accordance with the Escrow Agreement.

'Escrow Banker' refers to Axis Bank Limited.

'Equity Shares' shall mean the fully paid-up equity shares of the face value of ₹10.00/- each.

'Identified Date' means the date falling on the 10th (Tenth) Working Day prior to the commencement of the Tendering Period for the Offer to determine the Public Shareholders to whom the Letter of Offer shall be sent. It is clarified that all the Public Shareholders (registered or unregistered) who own Equity Shares are eligible to participate in this Offer at any time before the expiry of the Tendering Period.

'Manager' refers to Swaraj Shares and Securities Private Limited, the Manager to the Offer.

'Negotiated Price' means a price of ₹25.00/- per Sale Share.

'Offer' means an open offer being made by the Acquirers for acquisition of up to 12,47,844 Offer Shares, representing 26.00% of the Voting Share Capital of the Target Company, at an offer price of ₹28.50/- per Offer Share, to the Public Shareholders of the Target Company, payable in cash, assuming full acceptance aggregating to a maximum consideration of aggregating to an amount of ₹3,55,63,554.00/-, that will be offered to the Public Shareholders who validly tender their Equity Shares in the Offer.

'Offer Documents' shall mean Public Announcement, Detailed Public Statement, Draft Letter of Offer, Letter of Offer, Recommendation of the Committee of the Independent Directors of the Company, Pre-Offer Cum Corrigendum to Detailed Public Statement, and Post Offer Public Announcement, and any other notices, advertisements, and corrigendum issued by or on behalf of the Manager.

'Offer Price' is a price of ₹28.50/- per Offer Share.

'Offer Shares' means an open offer being made by the Acquirers for acquisition of up to 12,47,844 Offer Shares, representing 26.00% of the Voting Share Capital of the Target Company.

'Offer Period' means the period from the date of entering into an agreement, to acquire the Sale Shares, and Voting Share Capital in, or control over, the Target Company requiring a Public Announcement or the date on which the Public Announcement has been issued by the Acquirers, i.e., Wednesday, March 13, 2024, and the date on which the payment of consideration to the Public Shareholders whose Equity Shares are validly accepted in this Offer, is made, or the date on which this Offer is withdrawn, as the case may be.

'Public Shareholders' are the equity shareholders of the Target Company other than (i) the parties to the Share Purchase Agreement, (ii) the Promoters and members of the Promoter Group of the Target Company, and (iii) persons deemed to be acting in concert with parties at (i), and (ii) for undertaking the sale of the Sale Shares of the Target Company in compliance with the provisions of Regulation 7(6) of the SEBI (SAST) Regulations.

'Sale Shares' shall mean 15,95,693 Equity Shares, representing 33.25% of the Voting Share Capital of the Target Company, which the Acquirers have agreed to acquire from the Promoter Seller in pursuance of the Share Purchase Agreement.

'SCRR' means Securities Contract (Regulation) Rules, 1957, as amended.

'Selling Promoter Shareholder' means the existing promoter of the Target Company, in accordance with the provisions of Regulations 2 (1) (s), and 2 (1) (t) of the SEBI (SAST) Regulations, read with Regulations 2 (1) (oo) and 2 (1) (pp) of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, in this case, namely being Revati Holdings Private Limited (CIN: U74900WB2014PTC200064) having PAN 'AAGCR8371J' under Income Tax Act, 1961 and having registered office at Anandlok, 227, A.J.C. Boseroad 2nd Floor, Room no.207, Kolkata -700020, West Bengal, India.

'SEBI' means Securities and Exchange Board of India.

'SEBI (LODR) Regulations' means Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and subsequent amendment thereto.

'SEBI (SAST) Regulations' means Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and subsequent amendment thereto.

'Share Purchase Agreement' means the share purchase agreement dated Wednesday March 13, 2024, executed between the Acquirers and the Selling Promoter Shareholder, pursuant to which the Acquirers have agreed to acquire 15,95,693 Sale Shares, representing 33.25% of the Voting Share Capital of the Target Company, from the Promoter Seller at a negotiated price of ₹25.00/- per Sale Share, aggregating to an amount of ₹3,98,92,325.00/-, payable in such terms and conditions as stipulated under this Share Purchase Agreement.

'Stock Exchanges' collectively refers to the BSE Limited, and The Calcutta Stock Exchange Limited.

'Target Company' or 'BFFL' refers to Bangalore Fort Farms Limited bearing corporate identity number 'L51101WB1966PLC226442', with its registered office located at 16A, Brabourne Road 6th Floor, Kolkata, West Bengal, India, 700001.

'Tendering Period' shall have the meaning ascribed to it under Regulation 2(1) (za) of the SEBI (SAST) Regulations.

'Underlying Transaction' refers to the terms and conditions agreed under the Share Purchase Agreement transaction.

'Voting Share Capital' is the fully diluted Equity Share Capital and voting share capital of the Target Company as of the 10th (Tenth) working day from the closure of the Tendering Period.

'Working Day' shall have the meaning ascribed to it under Regulation 2(1) (zf) of the SEBI (SAST) Regulations.

II. DETAILS OF THE ACQUIRERS, SELLING PROMOTER SHAREHOLDER, TARGET COMPANY, AND OFFER

A. INFORMATION ABOUT THE ACQUIRERS

1. GENESIS TRADE-LINKS PRIVATE LIMITED (ACQUIRER 1)

1.1. Genesis Trade-Links Private Limited, a Private Limited Company incorporated on Monday, August 22, 2005, under the provisions of Companies Act, 1956, bearing CIN: U51909WB2005PTC104820, and bearing PAN 'AACCG4903H', and having its registered office located at Hasting Chambers 2nd Floor Room No 15 7c Kiran Shankar Roy Road, Kolkata, West Bengal, India, 700001, with contact number being 033- 4000 4000 and e-mail address being 'vikash@rsinghassociates.com'. There has been no change in the name of the Acquirer 1 since its incorporation.

1.2. The Acquirer 1 is engaged in the business of trading, investment, and financing activities.

1.3. Vikash Singh bearing DIN '01428290' and Rajgrihi Singh bearing DIN '01476978' are the directors of the Acquirer 1.

1.4. The details of share capital of the Acquirer 1 are encapsulated as under:

Sr. No.	Particulars of share capital	Number of shares	Aggregate amount of share capital	% of shareholding
a.	Authorized share capital	1,20,00,000	₹12,00,00,000.00/-	100.00%
b.	Issued, subscribed, and paid-up share capital	11,75,500	₹1,17,55,000.00/-	100.00%

1.5. The details of the promoters cum shareholders of the Acquirer 1 are as follows:

Sr. No	Name of the Shareholders	No of Shares held	% of equity shareholding
a.	Hallmark Distributors Private Limited	11,67,000	99.28
b.	Vikash Singh, Acquirer 2	8,500	0.72

1.6. The Unaudited Financial Statement for the period ended February 29, 2024, and the audited financial information for the Financial Years ending March 31, 2023, March 31, 2022, and March 31, 2021, are as follows:

(Amount in Lakhs except Earnings Per share)

Particulars	Unaudited Financial Statement for the Period ended February 29, 2024*	Audited Financial Statements for the Financial Year ending March 31		
		2023	2022	2021
Total Revenue	40.28	22.58	3.73	1.19
Net Earnings or Profit/(Loss) after tax	1.84	12.81	(0.01)	(0.006)
Earnings per Share (EPS)	0.16	1.09	(0.00)	(0.00)
Net Worth	1120.11	1118.27	1105.45	1105.47

Not annualized.

2. MR. VIKASH SINGH (ACQUIRER 2)

2.1. Vikash Singh, Acquirer 2, Indian Resident, bearing PAN 'ALQPS5001E', DIN '01428290' is a resident at 63B Kansari Para Road, Bhawanipore S.O., Kolkata - 700025, West Bengal, India, with contact number being '9903072141', E-mail address being 'vikash@rsinghassociates.com'.

2.2. The Acquirer 2 holds Master of Law degree from Jindal Global Law School, and is currently a partner at M/S. R. Singh & Associates, Advocates, & Solicitors, practising in the field of law.

2.3. The Net Worth of Acquirer 2 as on Thursday, February 29, 2024, is ₹2,94,27,000.00/- as certified by Chartered Accountant, Sunil bearing membership number '055302' , proprietor of Beriwal & Associates, Chartered Accountants bearing firm registration number '310097E' having their office located at 2A, Ganesh Chandra Avenue, 9th Floor, Kolkata - 700013, West Bengal, India with contact number being '91-9831117315' and e-mail address being 'sunil _beriwal@hotmail.com', on Wednesday, March 13, 2024, with the additional certification that sufficient resources are available with the Acquirer 2 for fulfilling his Offer obligations along with the other Acquirers in full.

2.4. Acquirer 2 is the promoter-director of Acquirer 1 since its incorporation, and is involved in management and decision-making process. Additionally, the Acquirer 2 is acting in the capacity of a director at Eloquent Tradelinks Private Limited, Promising Tradelinks Private Limited, Classic Tracom Private Limited, Hallmark Distributors Private Limited, Ornate Tradelink Private Limited, Honesty Vintrade Private Limited, Brilliant Vintrade Private Limited, Kredit India Finance & Technology Private Limited, Orchid Capital Private Limited, Orchid Insurance Broker Limited, and in capacity of a partner at Lexjure Global LLP.

3. MRS. NITU SINGH (ACQUIRER 3)

3.1. Nitu Singh, Acquirer 3, Indian Resident, bearing PAN 'BVRPS6669E', DIN '02738788', having office at 63B Kansari Para Road, Bhawanipore S.O., Kolkata - 700025, West Bengal, India, with contact number being '7003732073', E-mail address being 'nitu@nsinghassociates.com'.

3.2. The Acquirer is the member of Institute of Company Secretaries of India bearing membership number 'F12157' and is experienced in the matters of Insolvency.

3.3. The Net Worth of Acquirer 3 as on Thursday, February 29, 2024, is ₹1,29,10,000.00/- as certified by Chartered Accountant, Sunil bearing membership number '055302' , proprietor of Beriwal & Associates, Chartered Accountants bearing firm registration number '310097E' having their office located at 2A, Ganesh Chandra Avenue, 9th Floor, Kolkata - 700013, West Bengal, India with contact number being '91-9831117315' and e-mail address being 'sunil _beriwal@hotmail.com', on Wednesday, March 14, 2024, with the additional certification that sufficient resources are available with the Acquirer 3 for fulfilling his Offer obligations along with the other Acquirers in full.

3.4. The Acquirer is acting in the capacity of a director at Orchid Insurance Broker Limited.

4. ACQUIRERS' UNDERTAKINGS

The Corporate Acquirer along with its Promoter Director cum Shareholders, and the Individual Acquirers, have confirmed, warranted, undertaken that:

4.1. As on the date of this Detailed Public Statement, the Acquirers do not hold any Equity Shares of the Target Company.

4.2. Pursuant to consummation of the Share Purchase Agreement, the Acquirers shall be classified as the promoters of the Target Company, subject to the compliance of the SEBI (LODR) Regulations. Except the transaction contemplated in the Share Purchase Agreement, as detailed in Part III below (Background of the Offer), that has triggered this Open Offer the Acquirers do not have any other relationship with or interest in the Target Company.

4.3. They do not belong to any group.

4.4. They do not form part of the present promoters and promoter group of the Target Company.

4.5. There are no directors representing itself on the board of the Target Company.

4.6. They have not been prohibited by SEBI from dealing in securities, in terms of the provisions of Section 11B of SEBI Act or under any other Regulation made under the SEBI Act.

4.7. No other person is acting in concert with the Acquirer for the purposes of this Offer. While persons may be deemed to be acting in concert with the Acquirer in terms of Regulation 2(1)(q)(2) of the SEBI (SAST) Regulations ('Deemed PACs'), however, such Deemed PACs are not acting in concert with the Acquirer for the purposes of this Offer, within the meaning of Regulation 2(1)(q)(1) of the SEBI (SAST) Regulations.

4.8. They have not been categorized nor are appearing in the 'Wilful Defaulter or a Fraudulent Borrower' list issued by any bank, financial institution, or consortium thereof in accordance with the guidelines on wilful defaulters or fraudulent borrowers issued by Reserve Bank of India.

4.9. They have not been declared as 'Fugitive Economic Offenders' under Section 12 of the Fugitive Economic Offenders Act, 2018.

4.10. There are no persons acting in concert in relation to this Offer within the meaning of Regulation 2(1)(q)(1) of the SEBI (SAST) Regulations.

4.11. They will not sell the Equity Shares of the Target Company, held, and acquired, if any, during the Offer period in terms of Regulation 25(4) of the SEBI (SAST) Regulations.

4.12. Pursuant to the consummation of this Underlying Transactions and subject to compliance with the SEBI (SAST) Regulations, the Acquirers will acquire control over the Target Company and shall become the new promoters of the Target Company, subject to compliance with conditions specified in Regulation 31A of the SEBI (LODR) Regulations.

4.13. The relationship between the Acquirers have been detailed as under:

Name of the Acquirer	Relationship
Genesis Trade-Links Private Limited, Corporate Acquirer 1	Vikash Singh, Acquirer 2, is the promoter director of , Corporate Acquirer 1 Nitu Singh, Acquirer 3, belongs to the promoter group of Corporate Acquirer 1, as she is the spouse of Vikash Singh, Acquirer 2

4.14. The Acquirers do not have an intention to delist the Target Company pursuant to this Offer.

B. INFORMATION ABOUT THE SELLING PROMOTER SHAREHOLDER

1. The Selling Promoter Shareholder forms a part of the present promoters and promoter group of the Target Company, and prior to the execution of the Share Purchase Agreement, held 15,95,693 Sale Shares, representing 33.25% of the Voting Share Capital of the Target Company. Pursuant to the execution of the Share Purchase Agreement, the Acquirers have agreed to purchase the Sale Shares from the Selling Promoter Shareholder.
2. The details of the Selling Promoter Shareholder who has entered into the Share Purchase Agreement with the Acquirers, are as follows:

Name, PAN, and Address of the Selling Promoter Shareholder	Changes of name in the past	Nature of Entity	Group	Part of Promoter/ Promoter Group of Target company	Details of Equity Shares/Voting Rights held by the Selling Promoter Shareholder			
					Pre-Share Purchase Agreement Transaction		Post-Share Purchase Agreement Transaction	
					No of Equity Shares	% of equity share holding	No of Equity Shares	% of equity share holding
Revati Holdings Private Limited PAN: AAGCR8371J Registered Office: Anandlok, 227,A.J.C.Boseroad, 2nd Floor, Room no.207, Kolkata, West Bengal, India, 700020	Not Applicable	Private Limited Company	None	Yes	15,95,693	33.25%	Nil	
	Total				**15,95,693**	**33.25%**		

3. Post completion of the Offer formalities, the Selling Promoter Shareholder shall relinquish its control and management over the Target Company in favor of the Acquirers, in accordance with and in compliance with the provisions of Regulation 31A of SEBI (LODR) Regulations.
4. The Selling Promoter Shareholder shall declassify itself from the 'promoter and promoter group' category of the Target Company subject to receipt of necessary approvals required in terms of Regulation 31A (10) of the SEBI (LODR) Regulations and the satisfaction of conditions prescribed therein.
5. The Selling Promoter Shareholder has not been prohibited by SEBI from dealing in securities, in terms of directions issued under Section 11B of the SEBI Act or under any other regulation made under the SEBI Act.

C. INFORMATION ABOUT THE TARGET COMPANY

1. The Target Company was incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956 on October 24, 1966. The Corporate Identification Number (CIN) of the Company is L51101WB1966PLC226442. There has been no change in the name of the Target Company in the last three years.
2. The Registered Office of the Target Company is situated at 16A, Brabourne Road, 6th Floor, Kolkata, West Bengal, 700001, and the contact details of the Target Company are as follows Email: info@bangalorefortfarms.com, Telephone number is 033-46019814 / 9073933003, and website is www.bangalorefortfarms.com.
3. The share capital of the Target Company is as follows:

Sr. No.	Particulars of Equity Share Capital	Number of Equity Shares	Aggregate amount of Equity Shares	Percentage of Voting Share Capital
1.	Authorized Equity share capital	50,00,000	₹5,00,00,000.00/-	100.00%
2.	Issued, subscribed and paid-up Equity Share capital	47,99,400	₹4,79,94,000.00/-	100.00%

4. As on the date of this Detailed Public Statement, the Target Company doesn't have:

i. Any outstanding partly paid-up shares;

ii. Outstanding instruments in warrants, or options or fully or partly convertible debentures/preference shares/ employee stock options, etc., which are convertible into Equity Shares at a later stage;

iii. Equity Shares which are forfeited or kept in abeyance;

iv. Outstanding Equity Shares that have been issued but not listed on any stock exchange.

5. The Equity Shares of the Target Company bear ISIN 'INE578R01011' are presently listed on BSE bearing Scrip ID '539120' and the Calcutta Stock Exchange Limited bearing Scrip ID '012644'. The Target Company has already established connectivity with the Depositories. The Equity Shares of the Target Company are frequently traded on BSE in accordance with the provisions of Regulation 2(1)(j) of the SEBI (SAST) Regulations.
6. The audited financial information for the Financial Years ending March 31, 2023, March 31, 2022, and March 31, 2021, are as follows: *(Amount in Lakhs except Equity Share Data)*

Particulars	Unaudited Financial Statement for the Half -Yearly Period ended September 30, 2023*	Audited Financial Statements for the Financial Year ending March 31*		
		2023	2022	2021
Total Revenue	771.85	2,495.77	2,274.40	2,072.84
Net Earnings or Profit/(Loss) after tax	30.50	16.98	14.59	15.99
Earnings per Share (EPS)	0.64	0.36	0.30	0.33
Net Worth	775.84	17,708.69	728.27	713.68

**Not annualized.*

The key financial information for the financial years ended March 31, 2023, March 31, 2022, and March 31, 2021, have been extracted from Company's annual reports for financial years 2022-2023, 2021-2022 and 2020-2021, respectively. Figures for the half year ended September 30, 2023, have been extracted from the approved financial results of the Target Company, submitted to the stock exchange.

7 The present Board of Directors of the Target Company are as follows:

Sr. No.	Name	Date of Appointment	Director Identification Number	Designation
1.	Mahendra Singh	11/08/2018	07692374	Managing Director
2.	Naba Kumar Das	14/08/2019	02604632	Independent Director
3.	Mousumi Sengupta	25/06/2022	07825625	Independent Director
4.	Sundeep Kumar Tayal	16/08/2023	10196518	Independent Director

D. DETAILS OF THE OFFER

1. The Acquirers along with the Selling Promoter Shareholder have entered into a Share Purchase Agreement dated Wednesday, March 13, 2024, in pursuance of which the Acquirers have agreed to acquire, and the Selling Promoter Shareholder have agreed to sell 15,95,693 Sale Shares, representing 33.25% of the Voting Share Capital of the Target Company to the Acquirers. The aforesaid transaction triggered the obligation to make a public announcement under Regulations 3(1) and 4 of the SEBI (SAST) Regulations read with Regulation 13 (1), 14, and 15 (1) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011 on Wednesday, March 13, 2024.
2. This is a mandatory Offer for acquisition of up to 12,47,844 Offer Shares, representing 26.00% of the Voting Share Capital of the Target Company, made by the Corporate Acquirer, being made at a price of ₹28.50/- Offer Share. The Equity Shares of the Target Company are frequently traded in accordance with the explanation provided under the provisions of Regulation 2 (1) (j) of the SEBI (SAST) Regulations, and hence the Offer Price has been determined in accordance with the provisions specified under Regulation 8 of the SEBI (SAST) Regulations. Assuming full acceptance under this Offer, the aggregate consideration payable to the Public Shareholders in accordance with the SEBI (SAST) Regulations will be ₹3,55,63,554.00/-, payable in cash, in accordance with the provisions of Regulation 9(1)(a) of the SEBI (SAST) Regulations, that will be offered to the Public Shareholders who validly tender their Equity Shares in the Open Offer.
3. The Offer Price of ₹28.50/- per Offer Share will be paid in cash by the Acquirers, in accordance with the provisions of Regulation 9 (1) (a) of the SEBI (SAST) Regulations in accordance with the terms and conditions mentioned in this Detailed Public Statement and to be set out in the Offer Documents proposed to be issued in accordance with the SEBI (SAST) Regulations.
4. This Offer is being made under SEBI (SAST) Regulations, to all the Public Shareholders of the Target Company as on Friday, April 26, 2024, the Identified Date, other than the parties to the Share Purchase Agreement under the provisions of Regulation 7(6) of the SEBI (SAST) Regulations.
5. This Offer is not conditional upon any minimum level of acceptance in terms of the Regulation 19(1) of SEBI (SAST) Regulations.
6. This Offer is not a competitive bid in terms of the Regulation 20 of SEBI (SAST) Regulations.
7. This Offer is not pursuant to any global acquisition resulting in an indirect acquisition of Equity Shares of the Target Company.
8. There are no conditions as stipulated in the Share Purchase Agreement, the meeting of which would be outside the reasonable control of the Acquirers, and in view of which the Offer might be withdrawn under Regulation 23(1) of the SEBI (SAST) Regulations.
9. The Equity Shares of the Target Company to be acquired by the Acquirers are fully paid up, free from all liens, charges, and encumbrances and together with the rights attached thereto, including all rights to dividend, bonus and rights offer declared thereof.
10. The Manager does not hold any Equity Shares in the Target Company as on the date of appointment as Manager. The Manager hereby declares and undertakes that, it shall not deal in the Equity Shares of the Target Company during the period commencing from the date of their appointment as Manager until the expiry of 15 Days from the date of closure of this Offer.
11. To the best of the knowledge and belief of the Acquirers, as on the date of this Detailed Public Statement, there are no statutory or other approvals required to implement the Offer other than as indicated in Paragraph VII of this Detailed Public Statement. If any other statutory approvals are required or become applicable prior to completion of the Offer, the Offer would be subject to the receipt of such other statutory approvals. The Acquirers will not proceed with the Offer in the event such statutory approvals are refused in terms of Regulation 23 of the SEBI (SAST) Regulations. In the event of withdrawal, a public announcement will be made within 2 (Two) Working Days of such withdrawal, in the same newspapers in which this Detailed Public Statement has been published and such public announcement will also be sent to SEBI, Stock Exchanges, and to the Target Company at its registered office.
12. In case of delay in receipt of any statutory approval, Regulation 18(11) of the SEBI (SAST) Regulations shall be adhered to i.e., extension of time to Acquirers for payment of consideration the shareholders of the Target Company shall be allowed subject to the Acquirers agreeing to pay interest at the rate of 10.00% per annum. Further, in terms of Regulation 18(11A) of the SEBI (SAST) Regulations, if the Acquirers would not be able to make payment to the shareholders on account of reasons other than delay in receipt of statutory approval, then the Acquirers shall pay interest at the rate of 10.00% per annum for the period of delay to all the shareholders whose Equity Shares have been accepted in this Offer. Further, in case the delay occurs because of wilful default by the Acquirers in obtaining statutory approval in time, the amount lying in the escrow account shall be forfeited and dealt in the manner as provided under Regulation 17(10)(e) of the SEBI (SAST).
13. The Acquirers do not have any plans to alienate any significant assets of the Target Company whether by way of sale, lease, encumbrance or otherwise for a period of 2 (Two) years except in the ordinary course of business. The Target Company's future policy for disposal of its assets, if any, within 2 (Two) years from the completion of Offer will be decided by its Board of Directors, subject to the applicable provisions of the law and subject to the approval of the shareholders through Special Resolution passed by way of postal ballot and the notice for such postal ballot shall contain reasons as to why such alienation is necessary in terms of Regulation 25(2) of SEBI (SAST) Regulations.
14. This Detailed Public Statement is being published in the following newspapers:

Publication	Language	Edition
Financial Express	English	All Editions
Jansatta	Hindi	All Editions and Delhi Edition
Mumbai Lakshadeep	Marathi	Mumbai Edition (being the regional language of the place where the equity shares are listed)
Duranto Barata	Bengali	Kolkata Edition (being the place of the registered office of the Target Company)

15. The Public Shareholders who tender their Equity Shares in this Offer shall ensure that all the Equity Shares validly tendered by the Public Shareholders in this Offer are free from all liens, charges, and encumbrances and together with the rights attached thereto, including all rights to dividend, bonus and rights offer declared thereof, and in accordance with the terms and conditions set forth in the Public Announcement, this Detailed Public Statement, and as will be set out in the Letter of Offer, and the tendering Public Shareholders shall have obtained all necessary consents for it to sell the Offer Shares on the foregoing basis.
16. If the aggregate number of Equity Shares validly tendered in this Offer by the Public Shareholders, is more than the Offer Size, then the Equity Shares validly tendered by the Public Shareholders will be accepted on a proportionate basis, in consultation with the Manager.
17. As per Regulation 38 of the SEBI (LODR) Regulations read with rule 19A of the SCRR, the Target Company is required to maintain at least 25.00% public shareholding as determined in accordance with the SCRR, on a continuous basis for listing. Upon completion of the Offer and the underlying transaction pursuant to the Share Purchase Agreement, the public shareholding is not envisaged to fall below the required minimum public shareholding.
18. If the Acquirers acquire Equity Shares of the Target Company during the period of 26 weeks after the Tendering Period at a price higher than the Offer Price, then the Acquirers shall pay the difference between the highest acquisition price and the Offer Price, to all Public Shareholders whose Offer Shares have been accepted in the Offer within 60 days from the date of such acquisition. However, no such difference shall be paid if such acquisition is made under another open offer under the SEBI (SAST) Regulations, or pursuant to Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021, including subsequent amendments thereto, or open market purchases made in the ordinary course on the stock exchange, not being negotiated acquisition of Equity Shares of the Target Company in any form.
19. The payment of consideration shall be made to all the Public Shareholders, who have tendered their Equity Shares in acceptance of the Offer within 10 (Ten) Working Days of the expiry of the Tendering Period. Credit for consideration will be paid to the Public Shareholders who have validly tendered Equity Shares in the Offer by crossed account payee cheques/ pay order/demand drafts/electronic transfer. It is desirable that Public Shareholders provide bank details in the Form of Acceptance cum Acknowledgement, so that the same can be incorporated in the cheques/demand draft/pay order.
20. All Public Shareholders including resident or non-resident shareholders (including NRIs, OCBs and FPIs) must obtain all requisite approvals required, if any, to tender the Offer Shares (including without limitation, the approval from RBI held by them) in this Offer and submit such approvals, along with the other documents required to accept this Open Offer. In the event such approvals are not submitted, the Corporate Acquirer reserve the right to reject such Equity Shares tendered in this Offer. Further, if the holders of the Equity Shares who are not persons resident in India had required any approvals (including from the RBI, or any other regulatory body) in respect of the Equity Shares held by them, they will be required to submit such previous approvals, that they would have obtained for holding the Equity Shares, to tender the Offer Shares held by them, along with the other documents required to be tendered to accept this Offer. In the event such approvals are not submitted, the Corporate Acquirer reserve the right to reject such Offer.

III. BACKGROUND TO THE OFFER

1. This Open Offer is a mandatory open offer being made by the Acquirers in terms of Regulation 3(1) and Regulation 4 of the SEBI (SAST) Regulations pursuant to the execution of the Share Purchase Agreement for Equity Shares and Voting Share Capital along with control over the Target Company.
2. The Acquirers have entered into a Share Purchase Agreement with the Selling Promoter Seller with an intent to purchase 15,95,693 Equity Shares, representing 33.25% of the Voting Share Capital of the Target Company along with control in terms of Regulations 3 (1) and 4 of the Target Company, at a price of ₹25.00/- per Sale Share, aggregating to a purchase consideration of ₹3,98,92,325.00/, payable through banking channels subject to such terms and conditions as mentioned in the Share Purchase Agreement. The acquisition will result in the change in control and management of the Target Company.
3. The Selling Promoter Seller has irrevocably agreed to relinquish the management control of the Target Company in favor of the Acquirers, subject to the receipt of all the necessary approvals and the Acquirers completing all the Offer formalities. Upon completion of the Offer, the Selling Promoter Seller shall cease to be promoter of the Target Company and the Acquirers shall become the new promoters of the Target Company, subject to compliance with conditions stipulated in Regulation 31A of the SEBI (LODR) Regulations.
4. The prime object of this Offer is to acquire substantial Equity Shares and Voting Rights capital accompanied by control over the Target Company. The Acquirers intend to expand the Target Company's business activities by carrying on additional business for commercial reasons and operational efficiencies. The Acquirers reserve the right to modify the present structure of the business in a manner which is useful to the larger interest of the shareholders. Any change in the structure that may be carried out, will be in accordance with applicable laws.

IV. EQUITY SHAREHOLDING AND ACQUISITION DETAILS

1. The current and proposed shareholding pattern of the Acquirers in the Target Company and the details of the acquisition are as follows:

Details	Acquirer 1		Acquirer 2		Acquirer 3	
	Number of Equity Shares	% of Equity Share Capital	Number of Equity Shares	% of Equity Share Capital	Number of Equity Shares	% of Equity Share Capital
Shareholding as on the Public Announcement date	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Equity Shares acquired between the Public Announcement date and the Detailed Public Statement date	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Equity Shares to be acquired through Share Purchase Agreement	15,95,693	33.25%	Nil	Nil	Nil	Nil
Equity Shares proposed to be acquired in the Offer*	12,47,844	26.00%	Nil	Nil	Nil	Nil
Post-Offer Shareholding on diluted basis on 10th (tenth) Working Day after closing of Tendering Period as suming full acceptance of Equity Shares tendered in this Offer	28,43,537	59.25%	Nil	Nil	Nil	Nil

2. As on date of this Detailed Public Statement, the Acquirers do not hold any Equity Shares of the Target Company.

10. OFFER PRICE

1. The Equity Shares of the Target Company bear ISIN 'INE578R01011' and are presently listed on BSE bearing Scrip ID '539120' and CSE bearing Scrip ID '012644'.
2. The trading turnover in the Equity Shares of the Target Company on BSE based on trading volume during the 12 (Twelve) calendar months prior to the month of the Public Announcement (March 01, 2023, to February 29, 2024) have been obtained from www.bseindia.com, as given below:

Stock Exchange	*Total no. of Equity Shares traded during the 12 (twelve) calendar months prior to the month of the Public Announcement*	*Total no. of listed Equity Shares*	*Total Trading Turnover (as % of Equity Shares listed)*
BSE	6,33,685	47,99,400	13.20%
CSE	Nil	47,99,400	Nil

Note: No trading was executed on CSE.

Based on the information provided above, the Equity Shares of the Target Company are frequently traded on the BSE in accordance with the provisions of Regulation 2(1)(j) of the SEBI (SAST) Regulations.

3. The Offer Price of ₹28.50/- is justified in terms of Regulation 8 of the SEBI (SAST) Regulations, being more than highest of the following:

Sr. No.	Particulars	Price
1.	Negotiated Price under the Share Purchase Agreement attracting the obligations to make a Public Announcement for the Offer	₹25.00/
2.	The volume-weighted average price paid or payable for acquisition(s) by the Acquirers, during the 52 (Fifty-Two) weeks immediately preceding the date of Public Announcement	Not Applicable
3.	The highest price paid or payable for any acquisition by the Acquirers, during the 26 (Twenty-Six) weeks immediately preceding the date of Public Announcement	Not Applicable
4.	The volume-weighted average market price of Equity Shares for a period of 60 (Sixty) trading days immediately preceding the date of Public Announcement as traded on BSE where the maximum volume of trading in the Equity Shares of the Target Company are recorded during such period, provided such shares are frequently traded	₹28.44/-
5.	Where the Equity Shares are not frequently traded, the price determined by the Acquirers and the Manager considering valuation parameters per Equity Share including, book value, comparable trading multiples, and such other parameters as are customary for valuation of Equity Shares	Not Applicable
6.	The per equity share value computed under Regulation 8(5) of SEBI (SAST) Regulations, if applicable	Not Applicable, since this is not an indirect acquisition of Equity Shares

In view of the parameters considered and presented in the table above, in the opinion of the Acquirers and Manager, the Offer Price of ₹28.50/- per Offer Share being the highest of the prices mentioned above is justified in terms of Regulation 8 (2) of the SEBI (SAST) Regulations and is payable in cash.

4. Based on the information available on the website of BSE, there have been no corporate actions undertaken by the Target Company warranting adjustment of any of the relevant price parameters under Regulation 8(9) of the SEBI (SAST) Regulations. The Offer Price may be adjusted in the event of any corporate actions like bonus, rights issue, stock split, consolidation, dividend, demergers, reduction, etc. where the record date for effecting such corporate actions falls between the date of this Detailed Public Statement up to 3 Working Days prior to the commencement of the Tendering Period, in accordance with Regulation 8(9) of the SEBI (SAST) Regulations.
5. There has been no revision in the Offer Price or to the size of this Offer as on the date of this Detailed Public Statement. In case of any revision in the Offer Price or Offer Size, the Acquirers would comply with Regulation 18 and all other applicable provisions of SEBI (SAST) Regulations.
6. An upward revision in the Offer Price or to the size of this Offer, if any, on account of competing offers or otherwise, will be done at any time prior to the commencement of the last 1 (One) Working Day before the commencement of the Tendering Period in accordance with the provisions of Regulation 18(4) of the SEBI (SAST) Regulations. In the event of such revision, the Acquirers shall (i) make corresponding increases to the escrow amounts, as more particularly set out in Paragraph V (E) of this Detailed Public Statement; (ii) make a public announcement in the same newspapers in which this Detailed Public Statement has been published; and (iii) simultaneously with the issue of such announcement, inform SEBI, Stock Exchanges, and the Target Company at its registered office of such revision.
7. In the event of acquisition of the Equity Shares by the Acquirers during the Offer Period, whether by subscription or purchase, at a price higher than the Offer Price, then the Offer Price will be revised upwards to be equal to or more than the highest price paid for such acquisition in terms of Regulation 8(8) of the SEBI (SAST) Regulations. In the event of such revision, the Acquirers shall: (a) make corresponding increases to the Escrow Amount; (b) make a public announcement in the Newspapers; and (c) simultaneously with the issue of such public announcement, inform SEBI, Stock Exchanges, and the Target Company at its registered office of such revision. However, the Corporate Acquirer shall not acquire any Equity Shares after the 3rd Working Day prior to the commencement of the Tendering Period of this Offer and until the expiry of the Tendering Period of this Offer.
8. If the Acquirers acquire Equity Shares of the Target Company during the period of 26 weeks after the Tendering Period at a price higher than the Offer Price, the Acquirers will pay the difference between the highest acquisition price and the Offer Price, to all Public Shareholders whose Equity Shares have been accepted in the Offer within 60 days from the date of such acquisition. However, no such difference shall be paid if such acquisition is made under another Open Offer under SEBI (SAST) Regulations, or pursuant to Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021, or open market purchases made in the ordinary course on the stock exchanges, not being negotiated acquisition of Equity Shares of the Target Company in any form.

VI. FINANCIAL ARRANGEMENTS

1. In terms of Regulation 25(1) of the SEBI (SAST) Regulations, the Acquirers have adequate financial resources and have made firm financial arrangements for the implementation of the Offer in full out of his own sources/ Net-worth and no borrowings from any Bank and/ or Financial Institutions are envisaged, by Chartered Accountant, Sunil Beriwal bearing membership number '055302' , proprietor of Beriwal & Associates, Chartered Accountants bearing firm registration number '327762E' having their office located at 2A, Ganesh Chandra Avenue,9th Floor, Kolkata 700 013, West Bengal with contact number being '91-9831117315' and e-mail address being 'sunil _beriwal@hotmail.com', has vide certificate on Wednesday, March 13, 2024, certified that sufficient resources are available with the Acquirers, and for fulfilling its Offer obligations in full.
2. The maximum consideration payable by the Acquirers to acquire up to 12,47,844 Offer Shares representing 26.00% of the Voting Share Capital of the Target Company at the Offer Price of ₹28.50/- per Equity Share, assuming full acceptance of the

Offer aggregating to an amount of ₹3,55,63,554.00/- . In accordance with Regulation 17 of the SEBI (SAST) Regulations, the Acquirers have opened an Escrow Account under the name and style of 'BFFL open offer escrow account' with Axis Bank Limited, and have deposited ₹90,00,000.00/- i.e., more than 25.00% of the total consideration payable in the Offer, assuming full acceptance.

3. The Manager is duly authorized to operate the Escrow Account to the exclusion of all others and has been duly empowered to realize the value of the Escrow Account in terms of the SEBI (SAST) Regulations.
4. The Corporate Acquirers have confirmed that they have, and they will continue to have, and maintain sufficient means and firm arrangements to enable compliance with payment obligations under the Offer.
5. In case of upward revision of the Offer Price and/or the Offer Size, the Acquirers would deposit appropriate additional amount into an Escrow Account to ensure compliance with Regulation 18(5) of the SEBI (SAST) Regulations, prior to effecting such revision.
6. Based on the aforesaid financial arrangements and on the confirmations received from the Escrow Banker and the Chartered Accountant, the Manager is satisfied about the ability of the Acquirers to fulfill its obligations in respect of this Offer in accordance with the provisions of SEBI (SAST) Regulations.

VII. STATUTORY AND OTHER APPROVALS

1. As on the date of this Detailed Public Statement, to the knowledge of the Acquirers, there are no statutory approvals required to complete this Offer. However, in case of any such statutory approvals are required by the Acquirers later before the expiry of the Tendering Period, this Offer shall be subject to such approvals and the Acquirers shall make the necessary applications for such statutory approvals.
2. All Public Shareholders, including non-residents holders of Equity Shares, must obtain all requisite approvals required, if any, to tender the Offer Shares (including without limitation, the approval from the Reserve Bank of India) and submit such approvals, along with the other documents required to accept this Offer. In the event such approvals are not submitted, the Acquirers reserve the right to reject such Equity Shares tendered in this Offer. Further, if the holders of the Equity Shares who are not persons resident in India had required any approvals (including from the Reserve Bank of India, or any other regulatory body) in respect of the Equity Shares held by them, they will be required to submit such previous approvals, that they would have obtained for holding the Equity Shares, to tender the Offer Shares, along with the other documents required to be tendered to accept this Offer. In the event such approvals are not submitted, the Acquirers reserve the right to reject such Offer Shares.
3. The Acquirers shall complete all procedures relating to payment of consideration under this Offer within a period of 10 Working Days from the date of expiry of the Tendering Period to those Public Shareholders who have tendered Equity Shares and are found valid and are accepted for acquisition by the Acquirers.
4. In case of delay in receipt of any statutory approval, SEBI may, if satisfied that delayed receipt of the requisite approvals was not due to any willful default or neglect of the Acquirers or the failure of the Acquirers to diligently pursue the application for the approval, grant extension of time for the purpose, subject to the Acquirers agreeing to pay interest to the Public Shareholders as directed by SEBI, in terms of Regulation 18 (11) of the SEBI (SAST) Regulations. Further, if delay occurs on account of wilful default by the Acquirers in obtaining the requisite approvals, Regulation 17(9) of the SEBI (SAST) Regulations will also become applicable and the amount lying in the Escrow Account shall become liable for forfeiture.
5. In terms of Regulation 23 (1) of the SEBI (SAST) Regulations, if the approvals mentioned in Paragraph VII (1) are not satisfactorily complied with or any of the statutory approvals are refused, the Acquirers has a right to withdraw the Offer. In the event of withdrawal, the Acquirers (through the Manager), shall within 2 Working Days of such withdrawal, make an announcement stating the grounds for the withdrawal in accordance with Regulation 23 (2) of the SEBI (SAST) Regulations, in the same newspapers in which the Detailed Public Statement was published, and such announcement will also be sent to SEBI, Stock Exchanges, and the Target Company at its registered office.
6. By agreeing to participate in this Offer (i) the holders of the Equity Shares who are persons resident in India and the (ii) the holders of the Equity Shares who are persons resident outside India (including NRIs, OCBs and FPIs) give the Acquirers the authority to make, sign, execute, deliver, acknowledge and perform all actions to file applications and regulatory reporting, if required, including Form FC-TRS, if necessary and undertake to provide assistance to the Acquirers for such regulatory filings, if required by the Acquirers.

13. TENTATIVE SCHEDULE OF ACTIVITY

Activity	Day and Date
Issue date of the Public Announcement	Wednesday, March 13, 2024
Publication date of the Detailed Public Statement in the newspapers	Wednesday, March 20, 2024
Last date for filing of the Draft Letter of Offer with SEBI	Thursday, March 28, 2024
Last date for public announcement for a competing offer(s)#	Tuesday, April 16, 2024
Last date for receipt of comments from SEBI on the Draft Letter of Offer will be received (in the event SEBI has not sought clarification or additional information from the Manager)	Wednesday, April 24, 2024
Identified Date*	Friday, April 26, 2024
Last date for dispatch of the Letter of Offer to the Public Shareholders of the Target Company whose names appear on the register of members on the Identified Date	Monday, May 06, 2024
Last date of publication in the Newspapers of recommendations of the independent directors committee of the Target Company for this Offer	Thursday, May 09, 2024
Last date for upward revision of the Offer Price and / or the Offer Size	Friday, May 10, 2024
Last date of publication of opening of Offer public announcement in the newspapers in which the Detailed Public Statement had been published	Friday, May 10, 2024
Date of commencement of Tendering Period	Monday, May 13, 2024
Date of closing of Tendering Period	Monday, May 27, 2024
Last date of communicating the rejection/ acceptance and completion of payment of consideration or refund of Equity Shares to the Public Shareholders	Monday, June 10, 2024

Note: The above timelines are indicative (prepared based on timelines provided under the SEBI (SAST) Regulations) and are subject to receipt of statutory/regulatory approvals and may have to be revised accordingly. To clarify, the actions set out above may be completed prior to their corresponding dates subject to compliance with the SEBI (SAST) Regulations;

**Identified Date is only for the purpose of determining the names of the Public Shareholders as on such date to whom the Letter of Offer would be sent.*

IX. PROCEDURE FOR TENDERING THE SHARES IN CASE OF NON-RECEIPT OF LETTER OF OFFER

1. The Open Offer will be implemented by the Acquirers through the Stock Exchange Mechanism made available by the BSE in the form of a separate window ('Acquisition Window'), in accordance with SEBI (SAST) Regulations and the SEBI Circular CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015, as amended from time to time, read with the SEBI Circular CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 9, 2016, as amended from time to time and SEBI Circular SEBI/HO/CFD/DCR-III/CIR/P/2021/615 dated August 13, 2021 ('Acquisition Window Circulars'). As per SEBI Circular SEBI/HO/CFD/DCR-III/CIR/P/2021/615 dated August 13, 2021, as amended from time to time and SEBI master circular SEBI/HO/CFD/PoD-1/P/CIR/2023/31 dated February 16, 2023, as amended from time to time and notices/ guidelines issued by BSE and the Clearing Corporation in relation to the mechanism/ process for the acquisition of shares through the stock exchange pursuant to the tender offers under takeovers, buy back and delisting, as amended and updated from time to time ('Acquisition Window Circulars'). The facility for acquisition of Equity Shares through the stock exchange mechanism pursuant to the Offer shall be available on BSE in the form of the Acquisition Window.
2. As per the provisions of Regulation 40(1) of the SEBI (LODR) Regulations and SEBI's press release dated December 03, 2018, bearing reference number 'PR 49/2018', requests for transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialized form with a depository with effect from April 01, 2019. However, in accordance with SEBI bearing reference number 'SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/144 dated July 31, 2020', shareholders holding securities in physical form are allowed to tender shares in an open offer. Such tendering shall be as per the provisions of the SEBI (SAST) Regulations. Accordingly, Public Shareholders holding Equity Shares in physical form as well are eligible to tender their Equity Shares in this Offer as per the provisions of the SEBI (SAST) Regulations.
3. The Offer will be implemented by the Target Company through Stock Exchange Mechanism made available by BSE Limited in the form of a separate window as provided under the SEBI (SAST) Regulations read with Acquisition Window Circulars.
4. BSE Limited shall be the Designated Stock Exchange for the purpose of tendering Offer Shares in the Offer. The Acquisition Window will be provided by the Designated Stock Exchange to facilitate placing of sell orders. The Selling Broker can enter orders for dematerialized Equity Shares. Before placing the bid, the concerned Public Shareholder/Selling Broker would be required to transfer the tendered Equity Shares to the special account of Indian Clearing Corporation Limited ('Clearing Corporation'), by using the settlement number and the procedure prescribed by the Clearing Corporation.

5. The Acquirers have appointed Nikunj Stock Brokers Limited as the registered broker (Buying Broker) for the Offer, through whom the purchases and the settlement of the Offer shall be made. The contact details of the Buying Broker are as mentioned below:

Name	Nikunj Stock Brokers Limited
Address	A-92, Gf, Left Portion, Kamla Nagar, New Delhi-110007, Delhi, India
Contact Number	+91-011-47030000/01
E-mail Address	info@nikunjonline.com
Contact Person	Mr. Pramod kumar Sultania

6. All Public Shareholders who desire to tender their Equity Shares under the Offer would have to intimate their respective stock-brokers ('Selling Brokers') within the normal trading hours of the secondary market, during the Tendering Period.
7. The cumulative quantity tendered shall be displayed on Designated Stock Exchange's website (https://www.bseindia.com/) throughout the trading session at specific intervals by Designated Stock Exchange during the Tendering Period.
8. Equity Shares should not be submitted / tendered to the Manager, the Corporate Acquirer, or the Target Company.

X. THE DETAILED PROCEDURE FOR TENDERING THE EQUITY SHARES IN THE OFFER WILL BE AVAILABLE IN THE LETTER OF OFFER THAT WOULD BE MAILED OR COURIERED TO THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF THE TARGET COMPANY AS ON THE IDENTIFIED DATE. KINDLY READ IT CAREFULLY BEFORE TENDERING THE EQUITY SHARES IN THIS OFFER. EQUITY SHARES ONCE TENDERED IN THE OFFER CANNOT BE WITHDRAWN BY THE PUBLIC SHAREHOLDERS.

XI. OTHER INFORMATION

1. The Corporate Acquirer along with its Promoter Director cum Shareholders, and the Individual Acquirers accept full and final responsibility for the information contained in the Public Announcement and this Detailed Public Statement and for its obligations as laid down in SEBI (SAST) Regulations. All information pertaining to the Target Company has been obtained from (i) publicly available sources; or (ii) any information provided or confirmed by the Target Company, and the accuracy thereof has not been independently verified by the Manager.
2. The Acquirers have appointed Integrated Registry Management Services Private Limited, as the Registrar, having office at No 2nd Floor, Kences Towers, 1, Ramakrishna Street, T.Nagar, Chennai - 600 017, bearing contact details such as contact number '044 - 28143045/46', Email Address 'gopi@integratedindia.in' and website 'www.integratedindia.in'. The Contact Person Mr. J.Gopinath, the contact person can be contacted from 10:00 a.m. (Indian Standard Time) to 5:00 p.m. (Indian Standard Time) on working days (except Saturdays, Sundays, and all public holidays), during the Tendering Period.
3. Pursuant to Regulation 12 of the SEBI (SAST) Regulations, the Acquirers have appointed Swaraj Shares and Securities Private Limited as the Manager.
4. This Detailed Public Statement will be available and accessible on the website of the Manager at www.swarajshares.com and is also expected to be available and accessible on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, BSE at www.bseindia.com, and Manager at www.swarajshares.com.

Issued by the Manager to the Open Offer on Behalf of the Acquirer

SWARAJ
SHARES & SECURITIES PVT LTD

Swaraj Shares and Securities Private Limited
Principal Place of Business: 304, A Wing, 215 Atrium, Near Courtyard Marriot, Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai - 400093, Maharashtra, India
Contact Number: +91-22-69649999
Email Address: takeover@swarajshares.com
Website: www.swarajshares.com
Investor grievance Email Address: investor.relations@swarajshares.com
Contact Person: Mr. Tanmoy Banerjee/ Ms. Pankita Patel
SEBI Registration Number: INM00012980
CIN: U51101WB2000PTC092621

On behalf of all the Acquirers
Sd/-
Vikash Singh
Acquirer 2

Place: Mumbai
Date: Tuesday, March 19, 2024

কেন্দ্রীয় বাহিনী সাথে নিয়ে গ্রামবাসীদের দুয়ারে পুলিশ সুপার

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৯ মার্চ ঃ এবার রুট মার্চে অংশ নিলেন জলপাইগুড়ি পুলিশ সুপার উমেশ খান্ডবাহালে। সোমবার বিকেলে কেন্দ্রীয় বাহিনী সাথে নিয়ে চলে যান জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের মন্ডলঘাট গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায়। রুট মার্চের পাশাপাশি তিনি গ্রামের মানুষকে নির্ভয়ে নিজের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে অনুরোধ করেন। পুলিশ সুপারের সাথে ছিলেন জলপাইগু।রি অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শোভনিক মুখোপাধ্যায়। কোতোয়ালি থানার আই সি সঞ্জয় দত্ত সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকেরা। একসাথে এত পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনীকে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকতে দেখে খুশি গ্রামবাসীরা। নৃপেন সরকার নামে এক গ্রামবাসী জানালেন আমাদের অঞ্চল এমনিই শান্তশিষ্ট। এখানে বরাবর শান্তিতেই ভোট হয়। এবারে আগে থেকে এত পরিমান কেন্দ্রীয় বাহিনী চলে আসায় ভালো হয়েছে। পুলিশ সুপার নিজে আমাদেরকে অভয় দিলেন। খুব ভালো লাগলো। পুলিশ সুপার উমেশ খান্ডবাহালে বলেন, আমি নিজেই রুট মার্চে অংশ নিলাম। গ্রামবাসীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাঁদের নির্ভয়ে ভোট দেওয়ার আবেদন জানালাম। পাশাপাশি তাঁদের বললাম কোনও সমস্যা হলে পুলিশের সাথে যোগাযোগ করতে।

গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করল এক যুবক

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৯ মার্চ ঃ গলায় ওড়না জড়িয়ে ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করল এক যুবক। আম বাগান থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করল পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার সকালে পুরাতন মালদার ভাবুক অঞ্চলের আন্ধারকোঠা গ্রাম সংলগ্ন একটি আম বাগানে। জানা গেছে, মৃত যুবকের নাম মিরুলাল কিস্কু(২৭), বাড়ি গাজোল থানার সাহাজাদপুর অঞ্চলের নওপাড়া গ্রামে। পেশায় সে যাত্রাপালার গান বাজনার সাথে যুক্ত। মৃত ওই যুবকের পরিবারের রয়েছে স্ত্রী ও দুটি সন্তান। তবে কি কারণে গলায় ওড়না জড়িয়ে এই আত্মহত্যা এ নিয়ে ধোঁয়াশা সৃষ্টি হয়েছে। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, গতকাল দুপুর নাগাদ বাড়ি থেকে মোটরবাইক নিয়ে বেরিয়ে আর বাড়ি ফেরেনি। মঙ্গলবার সাতসকালে পরিবারের লোকজন ঘটনা শুনতে পায়। আম বাগানে গাছের সাথে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে তবে কি কারণে এই আত্মহত্যা পরিবারের লোকজন কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। পাশাপাশি ঘটনার খবর পেয়ে পরিবারের লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে আসে।

এলাকা সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সাত সকালে এলাকার লোকজন শৌচকর্ম করতে এসে আম গাছের সাথে ঝুলন্ত অবস্থায়. দেখতে পান। এরপরেই ঘটনার চাউর হতেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকা জুড়ে। আশেপাশের লোকজন ছুটে এসে ভিড় জমান। তবে এলাকাবাসীরা জানান, গতকাল বিকেল নাগাদ থেকে মৃত যুবককে সংশ্লিষ্ট এলাকায় মোটরবাইক নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ফোনে দীর্ঘক্ষন কথা বলতে দেখেছেন। এরপর সকাল নাগাদ সেই যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পান গ্রামের বাসিন্দারা।

এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে মালদা থানার পুলিশ এবং মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজে ও হাসপাতালে পাঠানো হয়, ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মালদা থানার পুলিশ।

জীবনে ঝুঁকি নিয়ে রাস্তায় আলু কুড়াচ্ছেন মানুষ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৯ মার্চ ঃ জমি থেকে আলু বোঝাই করে গাড়িতে আলু নিয়ে যাওয়ার পথে জল্পেশ মন্দির সংলগ্ন রাস্তায় আলুর বস্তা ফেটে রাস্তায় উপর আলু ছড়াছড়ি। সোমবার রাতে এই রাস্তা দিয়েই মেলায় আসা মানুষজনের বাড়ি ফেরার পথে আলো দেখে আর লোভ সামলাতে পারেনি। যে যার মতন আলু কুড়াতে ব্যস্ত। আর এই দৃশ্য উঠে আসলে আমাদের ক্যামেরায়। একদিকে রথ দেখা অপরদিকে কলা বিক্রি। মেলায় ঘুরতে এসে আলু নিয়ে বাড়ি। এদিন লক্ষ্য করা যায় কেউ ২ কেজি, কেউবা পাঁচ কেজি কেউ কেউ আবার ১০ কেজি আলু, আবার কেউ কেউ কেজি খানেক নিয়ে সোজা বাড়ি। চলন্ত গাড়ির পেছন থেকে আলু ব্যবসায়ীর আলুর বস্তা ফেটে এভাবে রাস্তায় পড়তে পড়তে গেলে ব্যবসায়িক কিন্তু নজরে আসেনি। তাই কথায় আছে কারো সর্বনাশ তো কারো পৌষ মাস। আর এই ছবি উঠে আসলে জলপাইগুড়ি, ময়নাগুড়ি ব্লকের জল্পেশ মন্দির এলাকায়। অন্যদিকে জল্পেশ মোর নিবাসী প্রণব দাস বলেন, জীবনে ঝুঁকি নিয়ে অনেকেই যেভাবে আলু নিতে ব্যাস্ত হয়ে পড়েছেন। তাতে যে কোনো সময় বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

পঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রধানকে চোর প্রধান বলে আন্দোলন শুরু

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৯ মার্চ ঃ লোকসভা নির্বাচনের আগে জলপাইগুড়ির অরবিন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রধানকে চোর প্রধান বলে আন্দোলন শুরু করেছেন গ্রামবাসীরা। মঙ্গলবার পঞ্চায়েত দপ্তর ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখালেন করলাভ্যালি চা বাগানের বাসিন্দারা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এদিন দুপুরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে জলপাইগুড়ির অরবিন্দ গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তর। করলাভ্যালি চা বাগানের বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই পানীয় জল পাচ্ছেন না গ্রামের বাসিন্দারা। বেহাল রাস্তার জন্য ঠিকমতো চলাচল করতে পারছে না গ্রামের মানুষ।

সেগুন কাঠ বাজেয়াপ্ত

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৯ মার্চ ঃ জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়িতে বিপুল পরিমাণ সেগুন কাঠ বাজেয়াপ্ত করেছে জেলা বন বিভাগের লাটাগুড়ি রেঞ্জের কর্মীরা। বন বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, বাজেয়াপ্ত কাঠের আনুমানিক বাজার মূল্য ৪০ লাখ টাকা।লাটাগুড়ির রেঞ্জার সঞ্জয় দত্তের দল গোপন সূত্রে খবর পায় যে কাঠ পাচার হতে চলেছে। খবর পেয়ে রেঞ্জার সঞ্জয় দত্ত বনকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে মঙ্গলবার সকালে ময়নাগুড়ি রোড এলাকায় অভিযান চালিয়ে দুই কন্টেনার কাঠ বাজেয়াপ্ত করেন।

Name Change
I, (Old Name) AMECHHA SHAIKH W/o- NURHAQUE, Residing at Vill- Shrirampur, Post- Binodnagar, Ps - Tehatta, Dist- Nadia, Pin- 741155, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from AMECHHA SHAIKH To AMESA SK (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) AMESA SK in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 07/03/2024, AMESA SK and AMECHHA SHAIKH both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) REJUL SEIKH S/o- JAMADAR SK, Residing at Vill- Natungram, Post- Natungram, Ps - Kandi, Dist- Murshidabad, Pin- 742140, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from REJUL SEIKH To REJAUL SK (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) REJAUL SK in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 07/03/2024, REJAUL SK and REJUL SEIKH both are Same and one identical person.

Name Change
I ABHIJIT CHAKRABORTY, S/O ASIT BARAN CHAKRABORTY, R/O VILL SATIGACHA BIHARILAL PALLY ANULIA, PO ANULIA , PS RANAGHAT, DIST MALDA, PIN- 741255,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AVIJIT CHAKRABORTY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/03/2024, THAT ABHIJIT CHAKRABORTY AND AVIJIT CHAKRABORTY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, (Old Name) DILERA KHATUN W/o- MOHAMMAD MONIRUZZAMAN, Residing at Vill- Tiorpuskurini, Post- Durgapur, Ps - Berhampore, Dist- Murshidabad, Pin- 742187, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from DILERA KHATUN To DILARA BEGAM (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) DILARA BEGAM in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 07/03/2024, DILARA BEGAM and DILERA KHATUN both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) RAHIM SEKH S/o- SAMSAD SEKH, Residing at Vill- Purbagram, Post- Diara, Ps - Nabagram, Dist- Murshidabad, Pin- 742122, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from RAHIM SEKH To ABDUR RAHIM SEKH (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) ABDUR RAHIM SEKH in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 07/03/2024, ABDUR RAHIM SEKH and RAHIM SEKH both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) ASHRAF ALI S/o- EJEL HAQUE FARAJI, Residing at Vill- Farajipara, Post- Dudhsar, Ps - Nowda, Dist- Murshidabad, Pin- 742174, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from ASHRAF ALI To ASHRAF ALI FARAJI (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) ASHRAF ALI FARAJI in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 07/03/2024, ASHRAF ALI FARAJI and ASHRAF ALI both are Same and one identical person.

Name Change
I TANMOY GHOSH,SON OF TRIDIB GHOSH, RESIDING AT VILL-BARNIA HARITALA PARA,PO-BARNIA,PS-PALASHIPARA,NADIA-741156,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TANMAY GHOSH VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT TEHATTA NADIA ON 14/03/2024.THAT TANMOY GHOSH AND TANMAY GHOSH BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I ASHIT BARAN CHAKRABORTY, S/O LATE AMULY CHAKRABORTY, R/O VILL SATIGACHHA BIHARILAL PALLY, PO ANULLA, PS RANAGHAT, DIST NODIA, PIN-741255, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ASIT BARAN CHAKRABORTY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT RANAGHAT COURT ON 15/03/2024, THAT ASHIT BARAN CHAKRABORTY AND ASIT BARAN CHAKRABORTY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I CHUN HSIEN MARY LEONG,D/O-MOU KOON CHEN, W/O- THONG JOY LEONG, R/O- 12 ROBERT STREET,TOP FLOOR, KOLKATA-700012, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MARY LEONG,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/03/2024, THAT CHUN HSIEN MARY LEONG AND MARY LEONG ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I ISMAIL MALLIK, RESIDING AT VILL-SRIRAM NAGAR, PO-KAMALPUR, PS-DASPUR, WEST MEDINIPUR -721212,WEST BENGAL. DO HEREBY INFORM THAT MY FATHER HANIPHA MALLIK SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS HANIF MALLIK VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT ON 19/03/2024.THAT HANIPHA MALLIK AND HANIF MALLIK BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I ASHIM CHAKRABORTY, S/O-SUDHIR KUMAR CHAKRABORTY, R/O- 18, PAIK PARA ROW, KOLKATA -700037, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ASHIM KUMAR CHAKRABORTY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/03/2024, THAT ASHIM CHAKRABORTY AND ASHIM KUMAR CHAKRABORTY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Sekh Suraj S/o Sk Abdul Subhan R/o Santoshpur, Mollapara, Ward-16, P.O.- Santoshpur (M), P.S.- Maheshtala, Dist.- 24 Pgs. (S), Pin-700142 shallhenceforth be known as Sk Suraj. I declare that Sk Suraj and Sekh Suraj is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 19-03-2024.

Name Change
I S CHAKRABORTY, S/O JAGABANDHU CHAKRAVORTI, R/O-SWATI KUNJ, FLAT NO-1E,3/1A, PADDAPUKUR ROAD, REGENT ESTATE S O, KOLKATA 700092, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SIVAJI CHAKRAVORTI,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT ON 19/03/2024, THAT S CHAKRABORTY AND SIVAJI CHAKRAVORTI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I MD SABIR HOSSIEN S/O MD H GAZI, R/O-D P.S ROAD,KADAM PUKUR,MAHAMMADPUR, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700135, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD SABIR HOSSIEN GAZI,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT ON 19/03/2024, THAT MD SABIR HOSSIEN AND MD SABIR HOSSIEN GAZI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SUBHASH SEN, C/O -SUBHASH SEN, R/O- B T ROAD, BAROMASTAN TITAGARH, BARRAACKPORE, PIN-70019, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MIRA SEN,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/03/2024, THAT SUBHASH SEN AND MIRA SAN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Ahamed Ali (old name) S/O Md Noor Islam, residing at 72/H/2, Dr. Sudhir Bose Road, P.O.- Khidderpore, P.S.- Ekbalpore, Kolkata-700023, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Ahmed Ali (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 18/03/2024. Ahmed Ali (new name) and Ahamed Ali (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Afrin Ali (old name) D/O Ahamed Ali, residing at 72/H/2, Dr. Sudhir Bose Road, P.O.- Khidderpore, P.S.- Ekbalpore, Kolkata- 700023, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Afreen Ali (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 18/03/2024. Afreen Ali (new name) and Afrin Ali (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Maihzaben Begum (old name) W/O Ahmed Ali, residing at 72/H/2, Dr. Sudhir Bose Road, P.O.- Khidderpore, P.S.- Ekbalpore, Kolkata-700023, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Mahejabeen Begum (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 18/03/2024. Mahejabeen Begum (new name) and Maihzaben Begum (old name) both are same identical person.

Name Change
I AMIT SARAF, S/O SURENDRA KUMAR SARAF, R/O 137, V I P ROAD, NATURAL HEIGHT, BL-8, FLAT-1C, BIDHANNAGAR, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700052, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AMIT KUMAR SURENDRA SARAF, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/03/2024, THAT AMIT SARAF AND AMIT KUMAR SURENDRA SARAF ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Md Abdus Samad (old name) S/O Abul Hosen Gazi, residing at Vill.- Uttar Bagundi, P.O.- Gotra, P.S.- Basirhat, Dist- North 24 Pgs, Pin-743422, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Abdus Samad Gazi (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 18/03/2024. Abdus Samad Gazi (new name) and Md Abdus Samad (old name) both are same identical person.

Name Change
I SK AYNAL, S/O LATE SK TAHER ALI, R/O BHASA PARA, KANTA BERIA, RAJAPUR, PO KANTA BERIA, HOWRAH -711316, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SEKH AYNAL ALI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/03/2024, THAT SK AYNAL AND SEKH AYNAL ALI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I MUMTAZ BEGUM, W/O SHAIK NURUZZAMAN, R/O T-314/6, PANCH PARA ROAD, PO BARTALA, PS RAJABAGAN, KOLKATA -700018 , WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOMTAZ BEGUM, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/03/2024, THAT MUMTAZ BEGUM AND MOMTAZ BEGUM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I ARABIDA MANDAL, S/O LATE NARENDRA NATH MONDAL, R/O G. T. ROAD, BOINCHIGRAM BAINCHI, PS PANDUA, HOOGHLY RURAL, PIN-712135, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ARABINDA MONDAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/03/2024, THAT ARABIDA MANDAL AND ARABINDA MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I RAFIQUN BIBI, W/O SAMIMUDDIN PURKAIT, R/O X-1/6, AKRA ROAD, PO BARTALA, PS NADIAL, PIN-700018, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ROFIQUN BIBI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/03/2024, THAT RAFIQUN BIBI AND ROFIQUN BIBI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I MOHAMMED ARSHAD, S/O GHULAM MUSTAFA, R/O 329, 3RD FLOOR, 27A, PARK STREET, HARROW HALL SCHOOL, PO PARK STREET, PS PARK STREET, DIST KOLKATA, PIN-700016, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD ARSHAD MUSTAFA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/03/2024, THAT MOHAMMED ARSHAD AND MD ARSHAD MUSTAFA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I YASMIN KHATOON, W/O KAMRUL HUDA MUNSI, R/O BANKRA SARDAR PARA, PO BANKRA ,PS DOMJUR, HOWRAH -711403, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS YASMIN BEGUM, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/03/2024, THAT YASMIN BEGUM AND YASMIN KHATOON ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I LATIKA MANDAL, W/O ARABINDA MONDAL, R/O G. T. ROAD, BOINCHIGRAM BAINCHI, PS PANDUA, HOOGHLY RURAL, PIN-712135, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS LATIKA MONDAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/03/2024, THAT LATIKA MONDAL AND LATIKA MANDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Prithwish Ghosh (Old Name) S/o Kalipada Ghosh Residing at T-3, Block-B, Bishnu Garden-89, Satyen Park, Kolkata (MC), Joka, Kolkata, W.B-700104 , India shall henceforth be known as Prithwish Kumar Ghosh (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 18-03-2024. Prithwish Ghosh (Old Name) and Prithwish Kumar Ghosh (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Sekh Hasim S/o Sekh Mansur Alam R/o Jemari, P.O. – Basudevpur, P.S.- Salanpur, Dist.- Paschim Bardhaman, Pin-713335 shall henceforth be known as Sk Hasim. I declare that Sk Hasim and Sekh Hasim is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 19-03- 2024.

Name Change
I, Sanjit Sadhukha S/o Bijay Krishna Sadhukhan R/o Vill. & P.O.- Gopalnagar, P.S.- Gopalnagar, 24 Pgs (N), Pin-743262, W.B., India shall henceforth be known as Sanjit Sadhukhan. I declare that Sanjit Sadhukhan and Sanjit Sadhukha is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 19-03-2024.

Name Change
I, Suvan Sekh alias Sk Suvan S/o Sk Abdul Gone R/o Vill. + P.O. – Chak Enayetnagar, P.S.- Bishnupur, Dist.- 24 Pgs. (S), Pin-743503 shall henceforth be known as Sk Abdul Subhan. I declare that Sk Abdul Subhan, Suvan Sekh and Sk Suvan is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 19-03-2024.

Name Change
I, Shankhadip Talit S/o Kashinath Talit R/o 47/F, Selimpur Lane, P.O.- Dhakuria, P.S.- Garfa, Dist.- Kolkata, Pin-700031 shall henceforth be known as Shankhadeep Talit. I declare that Shankhadeep Talit and Shankhadip Talit is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 19-03-2024.

Name Change
I, Sudipta Maity S/o Late Tapan Kumar Maiti R/o Ballavpur, VTC Sahebganj, P.S.- Pandabeswar, Dist.- Paschim Bardhaman, Pin-713323 shall henceforth be known as Sudipta Maiti. I declare that Sudipta Maiti and Sudipta Maity is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 19-03-2024.

Name Change
I, Poonam Karmakar D/o Ramen Karmakar R/o Mansurganj, Azimganj, Murshidabad, Pin-742122, W.B., India shall henceforth be known as Punam Karmakar. I declare that Punam Karmakar and Poonam Karmakar is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 19-03-2024.

Name Change
I, Mohammed Mondal (Old Name) S/o Late Mojammel Mondal Residing at Garapota, Musalmanpara, Nadia, Hanskhali, Nadia W.B-7741502 , India shall henceforth be known as Chhamidul Mandal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 19-03-2024. Mohammed Mondal (Old Name) and Chhamidul Mandal (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I SUSHIL KUMAR PODDAR, SON OF RAM KARAN PODDAR, RESIDING AT ACTIVE ACRES.T3/14G, 54/10 D C DEY ROAD,PS-TANGRA, KOLKATA - 700015,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUSHIL PODDAR VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/03/2024.THAT SUSHIL KUMAR PODDAR AND SUSHIL PODDAR BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I NAGMA QADIR, DAUGHTER OF ABDUL KALAM, RESIDING AT IDEAL HEIGHTS BLOCK-B, FLAT-1C,302,A.P.C. ROAD, PO-RAJA RAM MOHAN SARANI, KOLKATA -700009, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NAGMA PARVEEN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/03/2024.THAT NAGMA QADIR AND NAGMA PARVEEN BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I ABDUL QADIR,SON OF ABDUL QUIYIUM, RESIDING AT IDEAL HEIGHTS BLOCK-B,FLAT-1C,302, A.P.C. ROAD,PO-RAJA RAM MOHAN SARANI, KOLKATA -700009,WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ABDUL QUADIR VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/03/2024.THAT ABDUL QADIR AND ABDUL QUADIR BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I PREMODEEP GANGULY,SON OF SUKDEB GANGULY, RESIDING AT 6,MG 2ND LANE, PURBANCHAL,PO-HALTU, KOLKATA -700078, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PREMDIP GANGULY VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/03/2024.THAT PREMODEEP GANGULY AND PREMDIP GANGULY BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I CHANDRAMALLIKA NATH, DAUGHTER OF BENIMADHAB BHATTACHARYYA, RESIDING AT 357 JAIGIR GHAR ROAD,KSHUDIRAM SARANI,THAKURPUKUR, KOLKATA -700063, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS CHANDRAMALLIKA BHATTACHARYYA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD METROPOLITAN MAGISTRATE AT KOLKATA ON 14/03/2024.THAT CHANDRAMALLIKA NATH AND CHANDRAMALLIKA BHATTACHARYYA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I MINOTA MONDAL AND MINATA RANI MONDAL, W/O- INDRAJIT MONDAL, R/O-RABINDRA PALLY,FIRST LANE,NIMTA, P.S-NIMTA, NORTH 24 PARGANAS, KOLKATA -700049, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MINATA MONDAL,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/03/2024, THAT MINOTA MONDAL AND MINATA RANI MONDAL ALSO MINATA MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Namami Dey (Old name) W/O Basudeb Dey, Residing at 109, Mahajati Road, P.O.- Dumdum, Dist- North 24 Pgs, Pin- 700028, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Namami Dey Paul (New name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 19/03/2024. Namami Dey Paul (New name) and Namami Dey (Old name) both are same identical person.

Name Change
I, Anjura Khatun & Anjuara Sardar (old name) W/O Abu Sayed Sardar, residing at Vill.- Dakshin Barunhat, P.O.- Barunhat, P.S.- Hasnabad, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743426, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Anjuara Khatun Sardar (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 18/03/2024. Anjuara Khatun Sardar (new name) and Anjura Khatun & Anjuara Sardar (old name) both are same identical person.

Name Change
I FARAHA NAAZ, WIFE OF AKHLAQUE AHMED, RESIDING AT 13/2 GANESH CHATTERJEE LANE, SHIBPUR, HOWRAH - 711102, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS FARHA NAAZ VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/03/2024.THAT FARAHA NAAZ AND FARHA NAAZ BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I PREETY JAISWAL,WIFE OF NAVEEN JAISWAL, RESIDING AT 19 ORPHAN GUNGE ROAD, PO-MANSATAL, KOLKATA -700023, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRITI JAISWAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/03/2024.THAT PREETY JAISWAL AND PRITI JAISWAL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I R APPU, S/O-LATE R V RAMASWAMY, R/O-FLAT-3B, 8A MOORE AVENUE REGENT PARK, KOLKATA-700040, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAMASWAMY APPU, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/03/2024, THAT R APPU AND RAMASWAMY APPU ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I AZAD HOSSAIN, S/O- AKTAR HOSSAIN MOLLA, R/O- VILL-PO-JUGDIA MAGRAHAT, SOUTH 24 PARGANAS-743355 WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD AZAD HOSSAIN,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/03/2024, THAT AZAD HOSSAIN AND MD AZAD HOSSAIN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, SUMEET GUPTA (old name) S/O SURESH GUPTA resident of 48B, Karl Marx Sarani, Khiddirpore, Kolkata-700033 WEST BENGAL, India I have decided to embrace Islam and also adopting Islamic name as (shall henceforth be known as) SK HAMZA, vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Sealdah on 05/12/2023. SUMEET GUPTA and SK HAMZA both are same and one identical person.

Name Change
I, ARABINDA DAS (old name) S/O BIRJU DAS resident of 1, Gobra Gorasthan Road, Kolkata-700046 WEST BENGAL, India I have decided to embrace Islam and also adopting Islamic name as (shall henceforth be known as) ASGAR ALI, vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Sealdah on 18/03/2024. ARABINDA DAS and ASGAR ALI both are same and one identical person.

Name Change
I, IMRANKHAN S/o SHAUKAT ALI KHAN is about 44yrs R/o, 4D, Rajab Ali Lane kolkata-700023(W.B) do hereby affirm and declare as follows-That my name Wrongly recorded in my passport beingno-L7387J75, Date of issue-5/03/20J4. Date of Exp-04/03/2024. At Kolkata MOHAMMAD IMRAN KHAN S/O SOUKAT ALI KHAN instead of IMRAN KHAN S/o SHAUKAT ALI KHAN so my correct name recording to all my documents is IMRAN KHAN S/o SHAUKAT ALI KHAN vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on-18/03/2024.That IMRAN KHAN S/o, SHAUKAT ALI KHAN and MOHAMMAD IMRAN KHAN S/O SOUKAT ALI KHAN is the same and one identical person only.

KOL RMS/422/2023-2025 DI. No.: 42/2023 Dated 13.12.23 RNI No. 64730/1995

দুটো ব্যাট নিয়ে মাঠে

প্রথম প্র্যাক্টিসে কেমন ‘টাচে’ রয়েছেন হিটম্যান?

মুম্বই, ১৯ মার্চঃ টিম হোটেলে গ্র্যান্ড এন্ট্রি হয়েছিল রোহিত শর্মার। ভারতীয় দলে তিন ফরম্যাটেই ক্যাপ্টেন। যদিও মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে এখন আর তিনি ক্যাপ্টেন নন। তবে লিডারের আবার নামের পাশে ক্যাপ্টেন থাকার প্রয়োজন পড়ে নাকি! মুম্বই ইন্ডিয়ান্স শিবিরও এটা ভালো ভাবেই জানে। সদ্য ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলেছে ভারত। তরুণ দল নিয়েই ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৫-১ ব্যবধানে জয়। ক্যাপ্টেন রোহিতই শুধু নন, ব্যাটার রোহিতও দুর্দান্ত ফর্মে ছিলেন। এ বার আইপিএলে জ্বলে ওঠার পালা। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে কার্যকর ইনিংস খেলেছেন রোহিত শর্মা। একটি সেঞ্চুরিও রয়েছে সিরিজে। লাল-বলের ক্রিকেট থেকে সংক্ষিপ্ত ফরম্যাট। মানিয়ে নিতে একটু সময় লাগার কথা। যদিও হিটম্যান সব ফরম্যাটেই যেন সমান। প্রথম প্র্যাক্টিসেই বুঝিয়ে দিলেন, এতদিন দীর্ঘ ফরম্যাটে খেলে এলেও একইরকম টাচে রয়েছেন। ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে গত কয়েকদিন ধরেই প্র্যাক্টিস শুরু করেছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। রোহিত যোগ দিতেই শিবিরের মেজাজটাই বদলে গিয়েছে। দুটো ব্যাট নিয়ে মাঠে প্রবেশ রোহিতের। নেটে তুললেন ঝড়। যেমন বড় শট খেললেন, তেমনই বৈচিত্রও দেখা গেল। প্রয়োজনে ডিফেন্স করলেন। তেমনই দুর্দান্ত কভার ড্রাইভ। শর্ট পিচ ডেলিভারিতে পুল শট খেলতে পিছপা হননি। বিশ্ব ক্রিকেটে শর্ট বলের বিরুদ্ধে অন্যতম সেরা ব্যাটার রোহিত। প্র্যাক্টিসেও সেটা বুঝিয়ে দিলেন। রোহিতের প্র্যাক্টিসে সবচেয়ে বেশি নজর কাড়ল প্যাডল সুইপ। কিংবদন্তি সচিন তেন্ডুলকর এই শটে ‘মাস্টার’ ছিলেন। রোহিত প্রায় তেমনই প্যাডল সুইপ খেলেন। হাফ-হেলিকপ্টার শটও দেখা গেল রোহিতের ব্যাটে।

বোর্ডের চুক্তিতে কোটিপতি সরফরাজ খান ও ধ্রুব জুরেল

ফিরলেন না শ্রেয়স!

মুম্বই, ১৯ মার্চঃ বোর্ডের কেন্দ্রীয় চুক্তিতে যোগ হল আরও দুটো নাম। যদিও ফেরানো হল না শ্রেয়স আইয়ার, ঈশান কিষাণকে! ভারত-ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজের মাঝেই বার্ষিক কেন্দ্রীয় চুক্তির তালিকা প্রকাশ করেছিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। ‘শৃঙ্খলাজনিত’ কারণে বাদ পড়েছিলেন শ্রেয়স আইয়ার ও ঈশান কিষাণ। দ্বিতীয় জনের দ্রুত ফেরার সম্ভাবনা ছিল না। তবে শ্রেয়স আইয়ারকে নিয়ে ক্রমশ নরম হচ্ছিল ভারতীয় বোর্ড। যদিও অ্যাপেক্স কাউন্সিলের সভায় চুক্তির তালিকায় নতুন দুই নাম যোগ হলেও তাতে নেই শ্রেয়স। দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে টেস্ট সিরিজের আগে হঠাৎই স্কোয়াড থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন ঈশান কিষাণ। সেই থেকেই বোর্ডের সঙ্গে দ্বন্দ্ব চলছে। ঘরের মাঠে ইংল্যান্ড সিরিজেও পাওয়া যায়নি তাঁকে। বোর্ডের তরফে বারবার বলা সত্ত্বেও রঞ্জি ট্রফি খেলেননি। সরাসরি ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের প্রস্তুতি শুরু করে দেন। ঘরোয়া ক্রিকেট না খেলার কারণেই যে ঈশানকে সরানো হয়, এ নিয়ে কোনও ধোঁয়াশা নেই। তেমনই ফিট থাকা সত্ত্বেও রঞ্জি ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালে না খেলায় চুক্তি থেকে বাদ পড়েন শ্রেয়স। সেমিফাইনাল, ফাইনালে খেলেছেন। এখনই তাঁকে ফেরানো হল না। বোর্ডের চুক্তিতে প্রত্যাশিত ভাবেই যোগ হল সরফরাজ খান এবং ধ্রুব জুরেলের নাম। কেন্দ্রীয় চুক্তিতে আসার জন্য যে শর্ত রয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম, অন্তত তিনটি টেস্ট খেলতে হবে। চুক্তি প্রকাশের সময় দুটো করে টেস্ট খেলেছিলেন সরফরাজ ও ধ্রুব। চাইলেও নিয়মের কারণেই এই দু-জনকে যোগ করা যায়নি। ধরমশালা টেস্টে এই দু-জন খেলার পরই নিশ্চিত হয়ে যায় চুক্তিতে আসতে চলেছে। সোমবার বোর্ডের মিটিংয়ে সরকারি ভাবে যোগ করা হল এই দুই ক্রিকেটারকে। কেন্দ্রীয় চুক্তিতে গ্রেড সি-তে জায়গা পেলেন সরফরাজ খান ও ধ্রুব জুরেল। বছরের চুক্তির আর্থিক পরিমাণ ১ কোটি টাকা। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে অভিষেক সিরিজে নজর কেড়েছেন দুই তরুণ ক্রিকেটার। তারই পুরস্কার মিলল।

টাইমড আউটের বদলা টক অব দ্য বাংলাদেশ

ঢাকা, ১৯ মার্চঃ বিশ্ব ক্রিকেটে যে দুই দেশের লড়াইয়ের জন্য মুখিয়ে থাকে সকলেই, তা হল ভারত-পাকিস্তান। তেমনই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বিতা রয়েছে অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ডের। সে কারণেই অ্যাসেজ সিরিজ বরাবর উপভোগ্য হয়ে ওঠে। আকর্ষণীয় লড়াইয়ের তালিকায় ঢুকে পড়েছে শ্রীলঙ্কা-বাংলাদেশও। সেটা শুরু হয়েছিল নাগিন ডান্স দিয়ে। ভারতের মাটিতে গত ওয়ান ডে বিশ্বকাপে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। ঘরের মাঠে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে সিরিজ খেলল বাংলাদেশ। আর সেখানেই শ্রীলঙ্কার বিদ্রুপের জবাব দিলেন বাংলাদেশের অভিজ্ঞ ব্যাটার মুশফিকুর রহিম। বিশ্ব ক্রিকেটে ইতিহাস গড়েছিল গত ওয়ান ডে বিশ্বকাপের একটি ঘটনা। বাংলাদেশ বনাম শ্রীলঙ্কা ম্যাচ। শ্রীলঙ্কার অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুজকে টাইমড আউট করেছিল বাংলাদেশ। কেউ আউট হলে নতুন ব্যাটার ক্রিজে প্রথম বল ফেস করার জন্য একটা সময় দেওয়া হয়। বিশ্বকাপে তিন মিনিট সময় বেঁধে দিয়েছিল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা। অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুজ সেই সময়ের মধ্যেই ক্রিজে পৌঁছে গিয়েছিলেন। কিন্তু...। অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুজ স্টান্স নেওয়ার আগে খেয়াল করেন তাঁর হেলমেটের স্ট্র্যাপ ছেঁড়া। দ্রুত ড্রেসিংরুমে ইশারা করেন হেলমেট পরিবর্তনের জন্য। সময় পেরিয়ে গিয়েছে। বাংলাদেশ ক্যাপ্টেন সাকিব আল হাসান আম্পায়ারকে টাইমড আউটের আবেদন করেছিলেন। নিয়ম মেনেই অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুজকে আউট দিয়েছিলেন আম্পায়ার। যদিও প্রশ্ন উঠেছিল সাকিব আল হাসানের স্পোর্টসম্যান স্পিরিট নিয়ে। শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট দল সেই ঘটনা থেকে বেরোতে পারেনি। বাংলাদেশের মাটিতে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জেতে শ্রীলঙ্কা। পুরস্কার বিতরণে ঘড়িতে ট্যাপ করে টাইমড আউট সেলিব্রেশন করেন শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটাররা। বাংলাদেশকে বিদ্রুপ করতেই ঘড়িতে ট্যাপ করা। সেই সেলিব্রেশন ভাইরাল হয়েছিল। বাংলাদেশের বর্তমান অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত বলেছিলেন, শ্রীলঙ্কার উচিত সেই ঘটনা থেকে বেরিয়ে আসা। শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটারদের আচরণ ভালো ভাবে নেয়নি বাংলাদেশ।

হার্দিক-রোহিত জল্পনা

ভিডিয়োতে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বার্তা ‘হম সাথ সাথ...’!

মুম্বই, ১৯ মার্চঃ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের নতুন মরসুম শুরুর অনেক আগে থেকেই আলোচনায় মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। গত দুই সংস্করণে তাদের পারফরম্যান্স আশানুরূপ হয়নি। রোহিত শর্মার ব্যাটিং পারফরম্যান্স নিয়েও প্রশ্ন ছিল। তবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বিধ্বংসী ফর্মে থাকায় এ বার রোহিতকে নিয়ে আলাদা প্রত্যাশা তৈরি হয়েছিল। দেশকে তিন ফরম্যাটেই নেতৃত্ব দিচ্ছেন রোহিত। আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও তিনিই নেতা। সেই রোহিতকে নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দিয়েছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। এরপরই শুরু বিতর্ক। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে পাঁচ বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। পাঁচটি ট্রফিই রোহিত শর্মার নেতৃত্বে। শুধু তাই নয়, রোহিতের নেতৃত্বে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টি-টোয়েন্টিও জিতেছিল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। হঠাৎই রোহিতকে

সরানো নিয়ে প্রবল ক্ষুব্ধ মুম্বই ইন্ডিয়ান্স সমর্থকরা। এই ফ্র্যাঞ্চাইজিতে কেরিয়ার শুরু হওয়া হার্দিক পান্ডিয়া গত দুই সংস্করণে ছিলেন গুজরাট টাইটান্সে। তাঁকে রিটেইনও করেছিল টাইটান্স। ট্রেডিংয়ে মুম্বইয়ে ফেরেন হার্দিক। তাঁকেই অধিনায়ক করে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। হার্দিককে ক্যাপ্টেন করার পর থেকেই সমর্থকদের মধ্যে অস্বস্তির পালা চলছে। এখনও যেন মেনে নিতে পারছেন না। রোহিত প্রকাশ্যে কিছু বলেননি। হার্দিক প্রেস কনফারেন্সে একসঙ্গে টিমকে সাফল্য দেওয়ার কথা বলেছেন। তাতেও অস্বস্তি কাটছে না। সোমবার মুম্বই ইন্ডিয়ান্স শিবিরে যোগ দিয়েছেন রোহিত শর্মা। প্রস্তুতিও শুরু করে দিয়েছেন। তাঁর লাস্ট টি-টোয়েন্টি দেশের হয়েই। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের সিরিজ খেলেছিল ভারত। শেষ ম্যাচে সেঞ্চুরি করেছিলেন হিটম্যান। মুম্বই শিবিরের অন্দরে রোহিত এবং হার্দিককে নিয়ে অস্বস্তি তৈরি হয়েছে বলে জল্পনা। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ভিডিয়ো শেয়ার করেছে। যাতে বার্তা, ‘আমরা সকলে একজোট রয়েছি।’ ভিডিয়োতে সমর্থকদের নানা কমেন্টই আসছে। নতুন ক্যাপ্টেন হার্দিকের কাছে একদিকে যেমন দলকে সাফল্য দেওয়ার চ্যালেঞ্জ তেমনই সমর্থকদের মন জেতাও!

জোড়া নায়কের প্রত্যাবর্তন, বুমরা-হার্দিকের অপেক্ষায় মুম্বই ও মালিঙ্গা

মুম্বই, ১৯ মার্চঃ একসঙ্গে জোড়া নায়কের প্রত্যাবর্তন দেখতে চলেছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। যে দু’জন এক সময় এই টিম থেকেই উঠে এসেছিলেন, ভারতীয় টিমে জায়গা করে নিয়েছিলেন, তাঁরাই হয়ে গিয়েছেন ম্যাচ উইনার। প্রথম জন হার্দিক পান্ডিয়া। দু’বছর পর মুম্বইয়ে প্রত্যাবর্তন হতে চলেছে হার্দিকের। এতদিন অলরাউন্ডার ছিলেন। টিমের জয়ে অবদান রাখতেন। সেই হার্দিক এ বার থাকবেন নেতৃত্বে। টিমের পারফরম্যান্স সরাসরি জুড়ে থাকবে তাঁর সঙ্গে। হার্দিকের মতোই এ বার টিমের হয়ে মাঠে নামতে চলেছেন জসপ্রীত বুমরা। গত বার চোটের কারণে খেলতে পারেননি। খেসারত দিতে হয়েছিল এমআই-কে। এ বার আর হবে না। সেই নিখুঁত ইয়র্কার, গতির তারতম্য আবার দেখবে আইপিএল। বুমরা যদি ফিট থাকেন, তা হলে ট্রফির স্বপ্ন দেখতে অসুবিধা হবে না মুম্বইয়ের। এই দুই তারকাকে নিয়ে কী বলছেন বোলিং কোচ লাসিথ মালিঙ্গা? আইপিএল তাঁর কাছে নতুন নয়। শ্রীলঙ্কার কিংবদন্তি পেসার জানেন, আইপিএল তারকা যেমন তৈরি করে, তারকার আসনও কেড়ে নেয়। বুমরা, হার্দিকের মতো সিনিয়র প্লেয়ার তা জানেন ভালো করেই। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের জুনিয়র ক্রিকেট টুর্নামেন্টের পর মালিঙ্গা বলেছেন, ‘‘অভিজ্ঞতা কিন্তু বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না। বুমরা, হার্দিক ফর্মের চূড়ায় রয়েছে। বুমরা গত কয়েক মাস টানা টেস্ট ক্রিকেট খেলেছে। চমৎকার পারফর্ম করেছে। সেই সঙ্গে ওর টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের অভিজ্ঞতাও প্রচুর। কী ভাবে সামলাতে হয়, ওরা দু’জনই খুব ভালো জানে। ওদের মতো দু’জনের থাকা মুম্বইয়ের কাছে বিরাট অ্যাডভান্টেজ।’’ কুড়ি-বিশের ক্রিকেটে চার-ছয়ের বন্যা যতই বয়ে যাক, বোলারদের ভূমিকা অস্বীকার করা যাবে না। মালিঙ্গা তো বলেই দিয়েছেন, ‘‘অনেকেই মনে করেন, টি-টোয়েন্টি আসলে ব্যাটারদের খেলা। কিন্তু আমি আজও মনে করি, ম্যাচ জেতায় বোলাররা। সেই কারণেই আমাদের টিমে দাপুটে বোলার দরকার। যেমন বুমরা। যেমন আকাশ মাধওয়াল। এরা দু’জন ভারতীয় পেসার, যাদের প্রচুর অভিজ্ঞতাও আছে। মুম্বই বরাবরই পেস বোলারদের উপর জোর দিয়েছে। এ বারও আমাদের পেস বোলিং ইউনিট বেশ ভালো।’’

ওর কিন্তু বয়স বেড়েছে, ধোনিকে নিয়ে সতর্কতা জারি মাইক হাসির

চেন্নাই, ১৯ মার্চঃ বয়স বেড়েছে আগের থেকে। তবু কি তাঁকে ‘তরুণ’ বলা যায়? না, তা আর বলা যাবে না। অন্তত টিমের ব্যাটিং কোচ তাই মনে করছেন। আগের মতো ফিটনেসও নেই। তাই মাঝের ওভারে দেখা যাবে না বিখ্যাত রানিং বিটউইন দ্য উইকেটও। কিপিংয়ের ক্ষেত্রেও কি সমস্যা হতে পারে? আইপিএলের ঠিক আগে কাকে নিয়ে আশঙ্কা? তাঁর নাম মহেন্দ্র সিং ধোনি। চল্লিশ পেরিয়ে গিয়েছেন। তবু এ বার আইপিএলে দেখা যাবে। হয়তো এটাই শেষ আইপিএল। ধোনিতেই আস্থা রেখেছে চেন্নাই সুপার কিংস। কিন্তু ‘বুড়ো’ ধোনি কতটা টানতে পারবেন সিএসকে-কে? প্রশ্ন কিন্তু থাকছে। এক সময় তিনিও চেন্নাইয়ে খেলতেন। এখন টিমের ব্যাটিং কোচ। সেই মাইক হাসি বলে দিচ্ছেন, ধোনি শেষ দিকে কার্যকর হতে পারেন। কিন্তু মাঝের ওভারগুলোতে চাপ হতে পারে তাঁর। ২২ মার্চ শুরু আইপিএল। হাঁটুর চোট নিয়েও গতবার সিএসকে-কে চ্যাম্পিয়ন করেছেন ধোনি। এ বারের উদ্বোধনী ম্যাচে বিরাট কোহলির আরসিবির বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে খেলা। ধোনির ঝলক দেখার জন্য মুখিয়ে রয়েছে হলুদ ভক্তরা। কিন্তু হাসি বলছেন, ‘‘আইপিএলের প্রস্তুতি ভালোই নিচ্ছে ধোনি। ওর হাঁটুও আগের থেকে ভালো। এই মুহূর্তে চমৎকার ব্যাটিংও করছে। ধীরে ধীরে উন্নতিও করছে।’’ কিপিং এবং রানিং বিটউইন দ্য উইকেট, দুই ক্ষেত্রেই সমস্যা হতে পারে। একই সঙ্গে হাসি মনেও করিয়ে দিচ্ছেন, ‘‘ভুলে গেলে চলবে না, ধোনি কিন্তু আগের মতো তরুণ নয়। তাই উইকেটের মাঝে দৌড়ের ক্ষেত্রে কিন্তু বেশ সমস্যা হবে। তবে ইনিংসের শেষ দিকে যেখানে খুব বেশি দৌড়তে হয় না, সেখানে কিন্তু ও কার্যকর হতে পারে। আর ধোনি কিন্তু নেটে দারুণ ব্যাটিং করছে। ক্লিন হিট দেখতে পাচ্ছি। এটা কিন্তু ভালো দিক।’’

দু-মাস প্রচারের আড়ালে কেমন কেটেছে? খোলসা করলেন বিরাট

বেঙ্গালুরু, ১৯ মার্চঃ ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের সিরিজ জিতেছে ভারত। বিরাট কোহলিকে ছাড়াই। ইংল্যান্ড সিরিজের জন্য প্রাথমিক ভাবে দু-ম্যাচের দল ঘোষণা করেছিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। স্কোয়াডে ছিলেন বিরাট। শেষ মুহূর্তে নাম তুলে নেন। নানা জল্পনা। আরসিবিতে দীর্ঘদিনের সতীর্থ এবি ডিভিলিয়ার্স জানিয়েছিলেন, বিরাট দ্বিতীয় বার বাবা হতে চলেছেন। এই মন্তব্যের পর নিজেই ক্ষমা চেয়ে নেন এবিডি। বিরাট কোহলির বার্তা আসে ২০ ফেব্রুয়ারি। জানান, পাঁচ দিন আগেই পুত্র সন্তান হয়েছে। ইংল্যান্ড সিরিজের আগে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলেছিল ভারত। গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর ফের জাতীয় দলে এই ফরম্যাটে ফিরেছিলেন রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে শেষ দুটি ম্যাচে খেলেছিলেন বিরাট। সব মিলিয়ে প্রায় ২ মাসের বিরতি থেকে অবশেষে বিরাটের দেখা মিলেছে। রবিবার উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগে চ্যাম্পিয়ন হয় আরসিবি। এরপরই ক্যাপ্টেন স্মৃতি মান্ধানার সঙ্গে ভিডিয়ো কলে কথা বলতে দেখা যায় বিরাটকে। সদ্য ইংল্যান্ড থেকে দেশে ফিরেছেন। সোমবার বেঙ্গালুরু পৌঁছে গিয়েছেন বিরাট। টিমের সঙ্গে প্রস্তুতিও শুরু করে দিয়েছেন। ক্রিকেট এবং প্রচারের আড়ালে এতগুলো দিন। কেমন কেটেছিল বিরাট কোহলির? আরসিবির তরফে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করা হয়েছে। বিরাট কোহলি বলেছেন, ‘আইপিএল মরসুম শুরুর আগে বেঙ্গালুরুতে ফিরে আসা আমার কাছে রোমাঞ্চকর। সেই আবেগ, একই অনুভূতি থাকে। এতদিন প্রচারে আড়ালেই ছিলাম। সত্যি বলতে, একটা সাধারণ জীবন যাপন করার সুযোগ পেয়েছিলাম প্রায় দু-মাস। মাঠে ফিরে আমি খুশি, আশা করি সমর্থকরাও একই রকম উচ্ছ্বসিত।’ শুক্রবার চেন্নাইয়ে এ বারের আইপিএলের উদ্বোধনী ম্যাচ। প্রথম ম্যাচেই নামছে চেন্নাই ও আরসিবি। বিরাট কোহলির কাছে এ বারের আইপিএল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে ট্রফি জেতার চাপ, অন্য দিকে বিশ্বকাপ। জুনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে জাতীয় দলে তাঁর জায়গা পাকা নয়, এমনটাই জল্পনা। বিরাট যদি দুর্দান্ত পারফর্ম করেন, পরিস্থিতি বদলে যেতে বাধ্য।

এমআই-তে জেসন-এর বদলি লুক

মুম্বই, ১৯ মার্চঃ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ শুরু শুক্রবার। আর শেষ মুহূর্তে ধাক্কা মুম্বই ইন্ডিয়ান্স শিবিরে। পাঁচ বারের চ্যাম্পিয়নদের কাছে এ যেন ‘ধারাবাহিক’ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোনও না কোনও পেসার শেষ মুহূর্তে কিংবা লিগের মাঝপথে ছিটকে গিয়েছেন। ইংল্যান্ডের জোফ্রা আর্চারের কথাই ধরা যাক। তাঁকেও একটা সময় ভরসা করেছিল মুম্বই। যদিও চোটের কাছে হার মানতে হয়েছিল জোফ্রাকে। এ বার ছিটকে গেলেন এক অজি পেসার। আইপিএলের গত সংস্করণে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে ছিলেন জেসন বেহরেনডর্ফ। এ বারের জন্য তাঁকে রিটেইন করেছিল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। চোটের জন্য ছিটকে গেলেন অস্ট্রেলিয়ার এই বাঁ হাতি পেসার। অজি বাঁ হাতি পেসারের বদলি হিসেবে ইংল্যান্ডের অনামী লুক উডকে সই করাল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। তাঁকে ৫০ লক্ষ টাকায় নেওয়া হয়েছে। আইপিএলের অভিজ্ঞতা নেই তাঁর। ইংল্যান্ডের হয়ে ২টি ওয়ান ডে এবং ৫টি মাত্র টি-টোয়েন্টি খেলেছেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিজ্ঞতা কম হলেও দেশে-বিদেশে ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে একশোর বেশি ম্যাচ খেলেছেন। এর মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ এবং পাকিস্তান সুপার লিগও। পাকিস্তান সুপার লিগে এ বার পেশোয়ার জালমিতে খেলেছেন লুক উড।

পিএসএল-এ ড্রেসিংরুমে ধূমপান!

লাহোর, ১৯ মার্চঃ বিতর্কে এ বার পাকিস্তান সুপার লিগ। অনেকে পিসএল-এর পুরো নাম পাকিস্তান স্মোকিং লিগও বলছেন। এমনটা বলারই কথা। ক্রীড়াবিদদের অনেক শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন কাটাতে হয়। কেরিয়ার দীর্ঘ করতে ফিটনেস জরুরি। আর ধূমপান যে স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর এ তো বাচ্চারাও জানেন। পাকিস্তানের বাঁ হাতি স্পিন বোলিং অলরাউন্ডার ইমাদ ওয়াসিম কি সেটা জানেন না? তাঁর ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসতেই ছিঃ ছিঃ রব উঠেছে। পাকিস্তান সুপার লিগের ফাইনাল ম্যাচের ঘটনা। পাঁচ উইকেট নিয়ে নায়ক হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর টিমের তখন ব্যাটিং চলছে। এমন সময় দেখা যায় সিগারেট হাতে ইমাদ ওয়াসিম। একটু করে টানছেন, আর লুকোনোর চেষ্টা করছেন। যদিও ক্যামেরার থেকে লুকোতে পারেননি। পাকিস্তান জাতীয় দলের অন্যতম সেরা অলরাউন্ডার। বিগ ব্যাশ, পিএসএলের পাশাপাশি অন্যান্য দেশের নানা ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগেও জনপ্রিয় ক্রিকেটার ইমাদ। তাঁর এমন আচরণ অবাক করার মতোই। পাকিস্তান সুপার লিগে ইসলামাবাদ ইউনাইটেডে খেলেন ইমাদ। তাঁর পাঁচ উইকেটের সৌজন্যেই প্রতিপক্ষ মুলতান সুলতানকে মাত্র ১৫৯ স্কোরে আটকে রাখে ইসলামাবাদ। ম্যাজিক্যাল স্পেলের পরই ড্রেসিংরুমে সেই ঘটনা।

জাভির বিদায়ের ঘোষণাই কি বদলে দিল বার্সাকে

বার্সেলোনা, ১৯ মার্চঃ লা লিগায় আতলেতিকো মাদ্রিদের মাঠে বার্সেলোনার জন্য কঠিন চ্যালেঞ্জ দেখছিলেন অনেকে। প্রত্যাশা ছিল হাড্ডাহাড্ডি এক লড়াইয়েরও। কিন্তু মাঠের লড়াইয়ে তেমন কিছুই হলো না। দাপুটে ফুটবল খেলে বার্সা শেষ পর্যন্ত ম্যাচ জিতেছে ৩-০ গোলে। এই জয়ে পয়েন্ট টেবিলের ২ নম্বরে উঠে এসেছে বার্সা। আর ম্যাচ হেরে সেরা চারের বাইরে ছিটকে গেছে আতলেতিকো। ২৯ ম্যাচ শেষে শীর্ষে থাকা রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে বার্সার পয়েন্টের পার্থক্য এখন ৮। দুইয়ে উঠে এলেও শিরোপা-দৌড়ে ফেরা বার্সার জন্য এখনো দূরের বাতিঘর। তবে সাম্প্রতিক সময়ে গর্ব করার মতো ফুটবলই খেলেছে জাভি হার্নান্দেজের দল। অবশ্য সাম্প্রতিক সময়টাকে আরেকটু স্পষ্ট করে বললে হবে শেষ ১০ ম্যাচে কিংবা জাভির মরসুম শেষে বিদায় ঘোষণা পর থেকে। গত ২৮ জানুয়ারি ভিয়ারিয়ালের কাছে ৫-৩ গোলে হারের পরই মরসুম শেষে বিদায়ের সিদ্ধান্ত জানান জাভি। ‘ক্লাবের ভালোর’ জন্য এ সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা জানান জাভি। স্প্যানিশ এই কোচ বিদায় ঘোষণার সময় লা লিগায় রিয়ালের চেয়ে ১০ পয়েন্টে পিছিয়ে ছিল বার্সা। ২১ ম্যাচ শেষে তিনে থাকা বার্সার পয়েন্ট ছিল ৪৪। ৫৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষ ছিল রিয়াল ও ৫২ পয়েন্ট নিয়ে দুই ছিল জিরোনা। এমনকি এর এক সপ্তাহ আগে কোপা দেল রে থেকেও বিদায় হয়ে গিয়েছিল বার্সার। সব মিলিয়ে বার্সা থেকে বিপর্যস্ত জাভির বিদায় ঘোষণা মোটেই বিস্মিত হওয়ার মতো ছিল না। সেদিন বিদায় ঘোষণার সময় জাভি বলেছিলেন, তাঁর সিদ্ধান্ত দলের পরিবেশ হালকা করবে এবং খেলোয়াড়েরা মুক্ত অনুভব করবেন। পাশাপাশি চ্যাম্পিয়নস লিগ শিরোপার জন্য লড়াইয়ের প্রত্যয়ের কথাও জানান জাভি। কে জানে, জাভির এ কথাগুলোই বাস্তবে প্রতিফলিত হয়েছে কি না! এরপরই যে আমূল বদলে গেল বার্সা। সেদিনের পর ১০ ম্যাচে খেলে কোনোটিতেই হারেনি তারা, ৭ জয়ের বিপরীতে আছে ৩ ড্র। এমনকি জাভির বিদায় ঘোষণার পর লা লিগায় সবচেয়ে বেশি পয়েন্টও পেয়েছে বার্সা। শীর্ষে থাকা রিয়ালের ১৮ পয়েন্টের বিপরীতে বার্সা অর্জন করেছে ২০ পয়েন্ট (৮ ম্যাচে ৬ জয় ও ২ ড্র)। এই অপরাজিত যাত্রায় লা লিগার শিরোপা লড়াইয়ে আশা বাঁচিয়ে রাখার পাশাপাশি চ্যাম্পিয়ন লিগেও চার বছর পর শেষ আটের টিকিট পেয়েছে বার্সা। প্রশ্ন হচ্ছে, দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ানোর পর জাভি কি তাঁর বিদায়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে আরেকবার ভাববেন? বার্সার কাছ থেকেও মিলেছে সবুজসংকেত। তবে সম্প্রতি বার্সায় থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়েছেন জাভি নিজেই। বলেছেন, ‘‘আমার সিদ্ধান্ত বদলাবে না, ক্লাব সেটা ভালোভাবেই জানে। আমার পরিকল্পনা ৩০ জুন পর্যন্তই বার্সায় থাকা।’’

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com